বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

অপচেষ্টা

মাসুদ আনোয়ার

সবা প্রকাশনী

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

অপচেষ্টা

মাসুদ আনোয়ার

অ্যাম্বুশে নিহত হয়েছে স্যাগামোর ভ্যালির প্রতিপত্তিশালী র‍্যাঞ্চার বেন থর্নটন এতে খুশির সীমা নেই বেনের পুরানো শত্রু জিল ফ্রাজি আর একমাত্র ছেলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভার্জিনিয়া থর্নটনের। বেনের মৃত্যুকে পুরো ভ্যালির ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর সুযোগ হিসেবে নিল ফ্রাজি: ভার্জিনিয়া দেখছে মাতাল স্বামী রাফ থর্নটনের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশাল হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিন্তু বেনের বন্ধু ও আইনজীবী মি. রুপার্ট যখন জানাল, মৃত্যুর পূর্বে অ্যাগের উইল পাল্টে নতুন উইল করে তাতে নিজের ছেলের বদলে নাতনীকেই উত্তরাধিকারী করে গেছে বেন থর্নটন, তখন মাথায় যেন বাজ পড়ল ভার্জিনিয়ার। জিল ফ্রাজি প্রস্তুতি নিচ্ছে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করে দখলে নেবার: এরপর সানডাউন র‍্যাঞ্চের দিকে হাত বাড়াবে। প্রমাদ গুণল সানডাউনের তরুণ মালিক জন হিকক। ওদিকে বিমাতার বিদ্বেষ আর ষড়যন্ত্রে হিমশিম খাচ্ছে হ্যাকামোরের নতুন মালিক তরুণী ভিনা থর্নটনও। নিজেদের প্রয়োজনে জোট বাঁধল তরুণ-তরুণী। সমস্ত অপচেষ্টা রুখে দিয়ে অধিকার রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নামে শুরু হলো এক রক্তক্ষয়ী খেলা।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী শুভম্ন

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

অপচেষ্টা

মাসুদ আনোয়ার

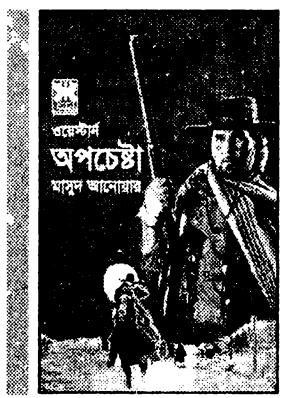

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১

ISBN 984-16-8275-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৬

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail.sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

APOCHESTA
A Western Novel
By Masud Anwar

পঁয়তাল্লিশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই

SCAN

EDIT

ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

অপচেষ্টা

ওয়েস্টার্ন

অপচেষ্টা

মাসুদ আনোয়ার

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ.টি.এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিষ্ঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শত্রুপাল্লা।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার।

গোলাম মাওলা নঈম: রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১,দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

মাসুদ আনোয়ার: আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান।

আবু মাহদী: পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

সুস্ময় আচার্য: অপবাদ।

সায়েম সোলায়মান: সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

এক

ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা জন হিকক বিশাল কাঁধ আর সুপ্রশস্ত বুক। মেদহীন শরীরে চওড়া হাড়, সবল পেশী। ওজন একশো আশি। পেছন দিকে ঠেলে দেয়া হ্যাটের নীচে ঘন কালো চুল, স্প্যানিশ দাদীর কাছ থেকে পাওয়া। বাবার কাছ থেকে পেয়েছে আইরিশ ব্লু চোখ।

ডান কাঁধে যব আর বাঁ কাঁধে ময়দার বস্তা নিয়ে স্যাম স্লোপারের কম্বাইন্ড স্টোর অ্যান্ড অয়্যারহাউস থেকে বেরোল। সামনের প্লাটফর্ম পেরিয়ে নিজের স্প্রিং ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে বেডের ওপর রাখল বস্তাদুটো। ওয়্যাগনের গায়ে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওর চোখ রাস্তার ওপারে।

ওখানে দেখতে পেল রাফ থর্নটনকে। এই মাত্র ক্যানিয়ন হাউস থেকে বেরিয়েছে লোকটা। সাবধানে হাঁটছে, প্রতিটি পা ফেলছে হিসেব করে করে। যেন একটু এদিক ওদিক হলেই দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়বে।

'আবার মদ খেয়েছে লোকটা। বেহেড মাতাল।'

গলা শুনে ঘাড় ফেরাল জন। রস হুইলার। ওর পেছনে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে লোকটাকে চোখে বিদ্বেষ। 'দেখো না, যেন ডিমের খোসার ওপর দিয়ে হাঁটছে। আজ মনে হয়, বাজিটা জিতেই যাব।'

'বাজি!'

'নিশ্চয়।' মাথা দোলাল রস, যেন নিজের বক্তব্যের সত্যতার ব্যাপারে একটুও সন্দেহ নেই। 'সব সময় ওকে এ-অবস্থায় দেখি।

boighar.com

নিজের সাথে নিজে বাজি ধরি। ভাবি, ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে আছাড় খেয়ে মরবে লোকটা।' মুখ ভেঙচাল। 'কখনও জিততে পারিনি। আজ মনে হয় জিতে যাব।'

ঘাড় ফিরিয়ে থর্নটনকে দেখতে লাগল জন। পকেট হাতড়ে কাগজ আর তামাক বের করল। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। 'ভাল উদ্দেশ্যে ধরছ না বাজিটা।'

স্লোপারের দোকানে ফুট ফরমাশ খাটে রস। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। লাল মুখ, ঈষৎ ভাঙা গালে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি। অস্থির, বিরস চেহারা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে সময় কাটানো ওর প্রিয় অভ্যাস। ছেঁড়া ওভারঅলের নীচে দু'হাত কোমরে গুঁজে চুপচাপ লোকজন দেখে আর কথা শোনে। ইন্ডিয়ান ফোর্ড নামের এ-শহর, এর চারপাশের বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর পাহাড়ের বাসিন্দাদের অনেক কিছুই ওর জানা।

জন হিককের কথায় মুখ বাঁকাল সে। 'থর্নটনদের কাছে আমার কোনও দেনা নেই। ওই বুড়ো ডাকাতটার জন্যেও কোনও মায়া-মমতা নেই।' একটু থামল ও, থুতু ফেলল। 'আমি আমার জমিতে নিজের গরু চরাতাম। ও আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ওখান থেকে। আরও অনেককে তাড়িয়েছে। তোমার আপন দাদাকেও। অন্তত আমি তা-ই শুনেছি। কোন থর্নটনের জন্যে আমার কোন শুভেচ্ছা নেই।' পাইপ চিবোচ্ছে ও, ঠোঁটের দু'কোণ বেয়ে থুতু গড়াচ্ছে।

অয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে স্লোপার। রসের পাশে দাঁড়িয়ে ওর বক্তব্য শুনল চুপচাপ। ওর কথা শেষ হতেই খেঁকিয়ে উঠল, 'কী বলছ এসব আবোলতাবোল? জীবনে কখনও তুমি এক একর জমিরও মালিক ছিলে নাকি? কখনও তোমার একটাও গরু ছিল কি না বলো তো?'

'থাকত, থাকত!' সতেজে জবাব দিল রস। 'যদি ওই ব্যাটা হারামী বেন থর্নটন আমাকে আমার ঘাস থেকে তাড়িয়ে না-দিত!'

বইঘর.কম

'তোমার ঘাস?' অবাক হলো স্লোপার। 'বেন থর্নটন জিল ফ্রাজিকে ঠেকানোর জন্যে লং কোলিতে নিজের লোক বসিয়েছে। ওসব অনেক বড় ব্যাপার। শক্তিমানদের কাজ কারবার। তোমার মত চুনোপুটির জায়গা ওখানে কোথায়?'

'আরে, ওই একই কথা,' সাফাই গাইল রস। 'আমাকে উচ্ছেদ করেছে বেন থর্নটন। এখন ওখানে কতগুলো চাষাভুষোকে এনে তুলেছে। ওদের কাছে নিজেকে দানবীর হিসেবে তুলে ধরার মতলব আর কী? ও একটা ভণ্ড, বুঝলে? জাহান্নামে যাক ও, ওর চেলা চামুণ্ডারাও...

আরও কিছু বলার ছিল ওর। হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টে মুখে কুলুপ এঁটে অয়্যারহাউসে গিয়ে ঢুকল।

প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়ানো জনের কাছে এল স্লোপার। 'রসের কথাবার্তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ওর জন্যে খুব ভয় হয় আমার, জন।'

আনমনে মাথা দোলাল জন, ওর চোখ রাস্তার ওপাশে।

ওখানে রাফ থর্নটন এখন ক্যানিয়ন হাউসের হিচরেইলের দিকে এগোচ্ছে। ও হাঁটছে একদম বাচ্চাদের মত টলমল পায়ে। রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'পা ফাঁক করে। গায়ের ভর সামলানোর চেষ্টা করছে। তারপর ঝুঁকল রেইলের ওপর। অল্পের জন্যে মুখটা বেঁচে গেল শক্ত রেইলের সাথে ধাক্কা খাওয়া থেকে। কোনওমতে রেইলে হাত ঠেকিয়ে টিকে রইল, তারপর সোজা হলো আস্তে আস্তে। ওর সারা শরীর কাঁপছে, দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল জন। বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল থর্নটন, এরপর ঝুঁকল রশি খোলার জন্যে, তবে সুবিধে করতে পারল না। এবার সোজা হয়ে রেইলের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নিজের সমস্যাটা বুঝতে পারছে ও। অতিরিক্ত মদ পানের ফলে শরীরে জোর পাচ্ছে না তেমন।

আবার চেষ্টা করল সে। রেইল ধরে এগোল আস্তে আস্তে,

boighar.com

ঘোড়ার কাছে পৌঁছল।

ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওর কম্পমান পা কিছুতে স্টিরাপ খুঁজে পাচ্ছে না। মাথা নাড়ল লোকটা, বিরক্ত হচ্ছে। স্টিরাপ খুঁজে পাবার জন্যে বারকয়েক চেষ্টা করল। প্রত্যেক বারই বিফল হলো তার চেষ্টা। শেষে ঘোড়ার পিঠে চাপানো স্যাডলের শক্ত মসৃণ কাঠের ওপর মুখ গুঁজে দিয়ে নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াটাও সম্ভবত মনিবের সমস্যা বুঝতে পেরেছে, তাই অনড় দাঁড়িয়ে রইল ওটাও।

'আজ বোধ হয় রস তার বাজি জিতে গেল!' তিক্তকণ্ঠে বলল স্লোপার।

আঙুলের টোকায় সিগারেটের গোড়াটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল জন। মুখ বিকৃত করল। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

'অপদার্থের চমৎকার উদাহরণ। একটা লোক দুনিয়ার সবকিছু ঠিকঠাক মত পেয়ে গেলে তাকে অবশ্যই সংযমী হতে হয়। নইলে এমন হয়।'

'দাঁড়াও, জন!' বাধা দিল স্লোপার। 'অত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না। সবার ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়। সব কিছু ঠিকঠাক মত পেয়ে গেলেও কেউ কেউ অন্যরকমও হয়।'

একটা মাত্র হাত স্লোপারের। বাঁ হাত কাঁধ থেকে নেই। পশ্চিমে এসে প্রথম প্রথম স্টেজ চালাত ও। ইন্ডিয়ান ফোর্ড আর হারবিন সিটির মধ্যে স্টেজ চালানোর সময় ডাকাতের গুলিতে বাম হাত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ওর। পরে কেটে ফেলতে হয়।

'হ্যাঁ,' বলে চলল সে। 'রাফ থর্নটনের এটা আছে, ওটা আছে– সবকিছুই আছে; কিন্তু সবচে' যেটা বেশি দরকার, সেটা নেই।'

'সেটা কী?' জানতে চাইল জন।

'মনের শান্তি।'

'কেন? ওর মনের শান্তির অভাব হলো কীসে?'

'ওর দ্বিতীয় বউয়ের কারণে। হুঁ, এটা একটা বড় ব্যাপার, জন

বইঘর.কম

আমি আমার বাকি হাতটা বাজি ধরে বলতে পারি, ব্যাপারটা সত্যি। ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ ভার্জিনিয়া থর্নটনের চাওয়ার শেষ নেই। আর যা চায়, তা পাওয়ার জন্যে কোন কিছুই করতে বাকি রাখে না। ওর ছেলে ম্যাক র‍্যামন। খারাপ, স্রেফ খারাপ। মার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। রাফের সারাক্ষণ মদে বুঁদ হয়ে থাকার পেছনে, আমার মনে হয়, এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। সবকিছু ভুলে থাকতে চায় বেচারা।' এক মুহূর্ত থামল স্লোপার, মাথা নাড়ল। 'আমি ওর জন্যে কষ্ট পাই, জন। মদ না-খেয়ে উপায় নেই ওর।'

কোনও ভাবান্তর হলো না জনের। ওর বিতৃষ্ণা আরও বাড়ল। 'দ্বিতীয় বউ আর সৎ ছেলে নিশ্চয় ওর পরিবারের চেয়ে বড় নয়। ওর বাবা বেন থর্নটন বুড়ো মানুষ, ভিনা ওর মেয়ে। ওদের জন্যে, বিশেষ করে ভিনার জন্যে ওর উচিত মদ ছেড়ে দিয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে আসা। ওদের জন্যে ভাল কিছু করা। মদের বোতল কি ওর মেয়ের চেয়ে বড়?'

জনের শেষ কথাটা শুনে ওর দিকে চোখ তুলল স্লোপার। 'ভিনার জন্যে দুনিয়ার সবকিছু দিতে রাজি রাফ। কিন্তু এখানেও ওর দ্বিতীয় পক্ষের বউ এসে নাক গলাচ্ছে। ভার্জিনিয়ার খুব ইচ্ছে ভিনার বিয়ে হোক ফিল বেগিনের সাথে। বেগিন ওর অনুগত। এরই মধ্যে ওকে মেয়ের জামাই ভাবতে শুরু করেছে সে। বিয়েটা হলে উপত্যকার বেশির ভাগ অংশের ওপর ওর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। থর্নটন পরিবারে ওই হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা। কিন্তু রাফের মত নেই এতে। তবে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতাও ওর নেই। সুতরাং হুইস্কির বোতল ছাড়া আর কোথায় সান্ত্বনা খুঁজবে বেচারা?'

'হুইস্কির বোতলে সান্ত্বনা খুঁজতে যাওয়াটা ওর মত লোককে মানায় না,' অসিহষ্ণু স্বরে মন্তব্য করল জন। 'ওর উচিত প্রতিবাদ করা। প্রয়োজনে লড়াই করা।'

'প্রতিবাদ, লড়াই,' কাঁধ ঝাঁকাল স্লোপার, 'এসব সবাই পারে না – কেউ কেউ পারে। আমি বলছি না যে, এ ধরনের সমস্যার

boighar.com

সমাধান হুইস্কির বোতলেই পাওয়া যাবে। সে রকম যারা ভাবে, তারা বোকার হদ্দ। তবে রাফের মদ খাবার পেছনে এটাও একটা কারণ বটে।'

স্লোপারের সাথে একমত হওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না জন। তবে এ নিয়ে কথা বলল না আর। চুপচাপ রাস্তার ওপাশের লোকটাকে দেখতে লাগল। হঠাৎ দুচোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর একটু দূরে জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কিকে আসতে দেখে। দক্ষিণ থেকে আসছে ওরা। একটু পরে ক্যানিয়ন হাউসের সামনে এসে ঘোড়া থামাল। হিচরেইলে বেঁধে কঠিন চোখে চাইল রাফ থর্নটনের দিকে। কথা বলে উঠল ফ্রাজি, টিটকারি মারতে শুরু করল। হেসে উঠে ওর সাথে তাল মেলাল লাস্কি, 'বেহেড মাতাল, বুঝলে জিল। গলা পর্যন্ত গিলে বসে আছে। বাড়ি পাঠাতে হলে পাছায় দুটো লাথি মেরে স্যাডলের সাথে বেঁধে দিতে হবে। তার আগে ওর পরিবারের সবাইকে ডেকে এনে দেখানো উচিত।'

অয়্যার হাউসের সামনে প্লাটফর্মে দাঁড়ানো স্যাম স্লোপারের কানে এসে ঢুকছে ওদের টিটকারি, রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'একদম ঠিক বলেছ, ফ্রেড,' বিড় বিড় করল সে। 'কিন্তু তারচেয়ে বেশি উচিত তোমার ওই গাধার মত ছড়ানো মুখটাকে পেরেক মেরে বন্ধ করে দেয়া।'

লোকগুলোর দিকে মুখ তুলে চাইল রাফ, কিছু বলল না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল আবার নিজের ঘোড়ার দিকে।

আবার কিছু একটা বলল জিল, অস্পষ্ট স্বরে। হেসে উঠল লাস্কি। ওদের হাসির শব্দ রাস্তার এপারেও জোরাল শোনাল।

'ওরা ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে!' ঘোঁৎ করে উঠল স্লোপার। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'হয়তো ও হাসি-ঠাট্টার পাত্র বলেই,' নিস্পৃহ মন্তব্য জনের।

'এভাবে বোলো না, জন,' ওর দিকে চাইল স্লোপার। 'একটা অসুস্থ পশুকেও নির্যাতিত হতে দেখলে তুমি চুপ থাকতে পারো না।'

বইঘর.কম

জিল ফ্রাজির চড়া গলা শোনা গেল আবার। গালাগাল করছে থর্নটনকে। ওর গলায় চরম বিতৃষ্ণা, ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

একনাগাড়ে গালাগালি করে দম নেবার জন্যে থামল ও, এবার সামনে এগোল লাস্কি। থর্নটনের সামনে গিয়ে টোকা মেরে ওর মাথা থেকে হ্যাটটা ফেলে দিল। রাফের উদোম মাথায় অকাল পাকা চুল। সূর্যের আলোয় মদ খাওয়া লালচে ভারী মুখটা চকচক করে উঠল।

ঠিক এ-সময় আঙ্কেল জেফ রুপার্ট নিজের চেম্বার থেকে বেরোল। গম্ভীর মুখে চোখ বুলাল রাস্তায়। পরিস্থিতি বুঝতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় নিল দুঁদে আইনবিদ। দ্রুত এগিয়ে এল।

জিল ফ্রাজির গালাগাল শুনেছে জন, লাস্কির ফাজলামোও দেখেছে। রাফ থর্নটনের প্রতি আলাদা কোন টান নেই ওর। বরং এ-মুহূর্তে লোকটাকে অসহ্য মনে হচ্ছে। তবে সেটা এক ব্যাপার। কিন্তু মাতাল লোকটাকে অহেতুক গালাগাল কিংবা ওর মাথা থেকে টুপি ফেলে দিয়ে জ্বালাতন করাটাও পছন্দ হচ্ছে না ওর। ওকে সরাসরি মারামারি কিংবা লড়াই করার জন্যে উস্কে দেয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ফ্রাজি জানে, লোকটা এখন এ-দুটোর একটার জন্যেও ফিট নয়।

একটা হাত নেই বটে স্যাম স্লোপারের। তাই বলে মনের জোর কিংবা সাহস কোনটারই কমতি নেই ওর। ফ্রাজি আর লাস্কির কাণ্ড দেখে রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। প্লাটফর্ম থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল, রাস্তা পেরোতে গেল। কিন্তু জন ওর পেছন থেকে টেনে ধরল ওকে। 'না, তুমি না স্যাম। তুমি যাবে না।'

'ধ্যাৎ, জন। তুমি...'

'না। তুমি থাকো এখানে।'

ওকে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিল জন, দুই লাফে রাস্তা পেরিয়ে দুজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। এবার থামো। ওকে একা থাকতে দাও।'

মুখিয়ে উঠল জিল ফ্রাজি। ঢ্যাঙা লোকটা, মাথা সরু বুলেটের

boighar.com

মত, শরীর হাড্ডিসার। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় – লোভী, নীচ মনাও। চোখদুটো নিষ্প্রভ, তবে এ-মুহূর্তে রাগের ঝিলিক তাতে খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে নাক গলাতে এসো না, হিকক। এটা তোমার ব্যাপার নয়।'

পাত্তা দিল না জন লোকটাকে আরেকটু এগোল সামনে। 'কাজটা অন্যায় করছ, জিল। লোকটা মাতাল। ওর সাথে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ তুমি। যাতে ও খেপে উঠলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়!'

মনিবকে পেছনে রেখে হাল ধরার জন্যে এগিয়ে এল লাস্কি। মনিবের মতই ঢ্যাঙা চেহারা ওরও। 'রাস্তার ওপার থেকে তুমিই এখানে ঝগড়া বাধাতে এসেছ। কেউ তোমাকে ডাকেনি। চলে যাও তুমি।'

অয়্যারহাউসের প্লাটফর্ম থেকে রাস্তা পেরিয়ে আসার সময় মনের ভেতর কেবল বিতৃষ্ণার ভাব ছিল জনের। কিন্তু এখন ওদের কথা শুনতে শুনতে বিতৃষ্ণা চরম ক্রোধে পরিণত হলো। ওর নীল চোখ জ্বলে উঠল। 'নিজের ছায়ার দিকে তাকাও, লাস্কি। বুঝতে চেষ্টা করো, যা করতে চাইছ, তার ঠেলা সামলানোর ক্ষমতা আছে কিনা?'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' হাসল লাস্কি। 'প্রমাণ চাও, না?' সবেগে এক পা সামনে বাড়াল।

'নিশ্চয়, লাস্কি,' নরম স্বরে বলল জন। 'নিশ্চয়।'

বলতে বলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। ঘুসি না-মেরে বাম কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল। ঘুসোঘুসির জন্যে তৈরি লাস্কি সরে যাবার আগে প্রচণ্ড ধাক্কায় পিছু হটল। চিত হয়ে পড়তে পড়তে কোনওমতে টাল সামলাল। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে প্রত্যাক্রমণের জন্যে তৈরি হবার আগে ওর কাছে ভিড়ে গেল জন। ওর হ্যাটের ব্রিম ধরে হ্যাঁচকা টানে ওটাকে নামিয়ে এনে চোখের ওপর ঠেসে ধরল। অপর হাতে দ্রুত ঘুসি চালাল ওর বুকে। তারপর ধাক্কা দিল জোরে। ছিটকে হিচ রেইলের ওপর গিয়ে পড়ল লাস্কি, ওখান থেকে গড়িয়ে নীচে।

বইঘর.কম

ফোয়ারার মত অকথ্য খিস্তি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। এক হাতে চোখের ওপর থেকে টুপি সরাতে সরাতে অপর হাতে পিস্তল বের করতে গেল সে। লাফিয়ে ওর কাছে চলে গেল জন, লাথি মেরে পিস্তলটা খসিয়ে দিল হাত থেকে। বুকের ওপর বুটসুদ্ধ পা তুলে দিল। পিস্তল হারিয়ে দুই হাতে ওর পা খামচে ধরল লাস্কি। পাত্তা দিল না জন, জিলের দিকে চাইল।

'কী, তুমিও খেলবে নাকি এক হাত?'

ওর বুটসুদ্ধ তুলে দেয়া পায়ের চাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে সংগ্রামরত লাস্কির দিকে তাকাল জিল। কাঁধ ঝাঁকাল। 'অত বোকা পাওনি আমাকে। এটা আমার লড়াই নয় যে নাক গলাব।'

'তোমার লড়াই না? তা হলে দুজনে মিলে ওকে নিয়ে অমন তামাশা করছিলে কেন?'

চুপ করে রইল জিল।

'বেশ,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল জন, পা নামাল লাস্কির বুকের ওপর থেকে, 'তা হলে দুজনে মিলে যেখানে যাচ্ছিলে, যাও। ওর পেছনে আর লাগতে যেয়ো না যেন।'

একটা কথাও না-বাড়িয়ে ক্যানিয়ন হাউজের দিকে পা বাড়াল জিল ফ্রাজি। ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে গোমড়া মুখে ওকে অনুসরণ করল দ্বিতীয়জন।

লাস্কির পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল জন, কার্তুজগুলো বের করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। পেছন থেকে একজনের গলা শুনে ঘাড় ফেরাল। 'ভালই সামলেছ।'

আঙ্কেল জেফ্ রুপার্ট।

'জিলের কথাটা নিশ্চয় শুনেছ তুমি,' যখন জবাব দিল, তিক্ত শোনাল জনের গলা। 'ঠিকই বলেছে ও। এটা আমার নাক গলানোর বিষয় ছিল না।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল আঙ্কেল রুপার্ট। 'ওর ব্যাপারে,' মাতালের দিকে ইঙ্গিত করল, 'নাক গলানো উচিত

boighar.com

হয়নি জিলের। কিন্তু তোমার না-গলানোটাই অনুচিত হত।'

হাসি-খুশি আর ভালমানুষ টাইপের চেহারা জেফ রুপার্টের। এক নজর দেখলেই বোঝা যায় ভদ্র, দয়ালুও। স্নিগ্ধ চাউনি। ধীর, প্রজ্ঞাময়। এক সময় স্টেট সিনেটর ছিল। পাবলিক সার্ভিসে গর্ব করার মত রেকর্ড আছে। কিন্তু গত ইলেকশনে হেরে গেছে রুপার্ট। বলা ভাল, হারিয়ে দেয়া হয়েছে। অসৎ কিছু মানুষের ষড়যন্ত্রের কারণে ওর ভালমানুষি ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে। ওর পদটা দখল করেছে এখন ফিল বেগিন। হাসিমুখে ওকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে রুপার্ট।

থর্নটনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'রাফ, তোমাকে অসহ্য লাগছে আমার।'

জবাব দিল না রাফ। ঢুলু ঢুলু চোখে চাইল রুপার্টের দিকে। ঢেঁকুর তুলে মুখ বিকৃত করল; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল এরপর। মাথা নাড়ল রুপার্ট। লোকটা এখন কারও কথা শুনছে না, কাউকে দেখছেও না।

জনের দিকে ফিরল রুপার্ট। 'তোমার ওয়্যাগনটা নিয়ে আসো, জন।'

'আমার ওয়্যাগন? কেন?'

'রাফকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।'

'কী – না না, আমি পারব না।' দ্রুত অসম্মতি জানাল জন। 'দুঃখিত, আঙ্কেল জেফ। ও যেভাবে পারে, সেভাবে যাক। না-পারলে রাস্তায় পড়ে ঘুমোক। ও মনে হয় সেটাই চায়।'

'তুমি শুধু কথাই বলছ, জন, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছ না,' ভর্ৎসনার স্বরে বলল রুপার্ট। 'ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দাও।' জনের মুখে তারপরও অসম্মতির চিহ্ন দেখে নরম স্বরে বলল, 'আমি জানি ডেলা সেবাস্তিয়ানা কাজটাকে সঠিক বলেই ভাববে।'

একই সাথে বিরক্তি ও অসহিষ্ণু ভাব ফুটল জনের চোখে। আবার আপত্তি জানাতে গেল প্রবলভাবে, তারপর হেসে ফেলল। 'তোমার সাথে কথায় পারা ভার। ভাগ্য ভাল, কোর্টে তুমি আসামীর

বইঘর.কম

পক্ষে কথা বল, বিপক্ষে বললে সবারই ফাঁসি হয়ে যেত।'

রাস্তার ওপাশে গিয়ে ওয়্যাগন সীটে বসল ও। লাগাম হাতে নিল। স্যাম স্লোপার প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়েছিল। 'সত্যিকারের ভাল একটা কাজ করেছ তুমি, জন,' আঙ্কেল রুপার্টের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল ওর মুখেও। 'ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।'

'কারও ধন্যবাদ চাই না আমার,' বেজার মুখে বলল জন। 'আমাকে আমার মত থাকতে দিলেই খুশি হব। কেউ যদি মনে করে উপত্যকার সব মাতালের হয়ে আমি লড়াই করব, তা হলে ভুল করবে।'

চোখের তারা নেচে উঠল স্লোপারের। 'খেপছ কেন, বাছা? ভাল কাজকে ভাল বলা যাবে না? চালিয়ে যাও। আর আমরা কেউ আশা না-করলেও এখন যা করেছ, ঠিক তা-ই করতে তুমি। আসলে ঠিক কাজটাই করতে।'

'ধ্যাৎ,' থুতু ফেলল জন। 'বিলটা করে রাখো। পরের বার শহরে এলে পরিশোধ করে দেব।'

'আজ তুমি যা করেছ, বিবেচনা করলে তোমার থেকে আমার একটা পয়সাও না নেয়া উচিত।'

ওয়্যাগন চলতে শুরু করেছিল, রাগের চোটে ঘোড়ার পিঠে লাগাম আছড়াল জন। 'দেখো স্যাম, দয়া করে জিনিসগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে যেতে বাধ্য কোরো না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বিল তৈরি করে দিচ্ছি। বাব্বাহ,' বিরক্তি ফুটল স্লোপারের গলায়। 'এমন একগুঁয়ে আর দেখিনি!'

ওয়্যাগন চালিয়ে রাস্তার ওপাশে রুপার্টের কাছে নিয়ে গেল জন। রুপার্ট রাফকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। জন ওকে ওয়্যাগন সীটে নিজের পাশে বসানোর প্রস্তাব করল। রুপার্ট অসম্মতি জানাল 'ওকে পেছনে বসাও। তা হলে পড়ে গিয়ে আর ঘাড় ভাঙার ভয় থাকবে না।'

দুজনে প্রায় ধরাধরি করে ওয়্যাগন বেড়ে তুলল ওকে বস্তার

boighar.com

সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। এলিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল রাফ। স্থান-কালের জ্ঞান হারিয়েছে। ওর ঘোড়াটাকে লীডের সাথে জুড়ে দেয়া হলো।

'আমি এখনও বলব, আঙ্কেল রুপার্ট, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।' শেষবারের মত তর্ক জুড়ে দিল জন রুপার্টের সাথে। 'ওকে শহরের রাস্তায় শুইয়ে দেয়া উচিত ছিল। আরামসে ঘুমাত। ঘুম ভাঙলে নিজে নিজে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যেত। এতটা যত্ন পাবার যোগ্য ও মোটেই নয়।'

আঙ্কেল রুপার্টের সৌম্য মুখে সহিষ্ণু হাসি ফুটল। 'যতদূর জানি, প্রতিদিন ও মদটদ খেয়ে নিজে নিজে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যায়। আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। এরকম বেহেড মাতাল হওয়া ওর এই প্রথম। মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ওর একজন প্রতিবেশী দয়া করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, সুস্থ অবস্থায় এটা ভেবে নিশ্চয় লজ্জা পাবে ও। সামনে থেকে মদ খেতে গিয়ে হিসেব করবে।'

'ওটা বোঝার মত জ্ঞান নেই ওর এখন,' শুষ্কস্বরে মন্তব্য করল জন।

'নেশা কেটে গেলে সবার মুখে শুনতে পাবে।'

'ভাল। তা-ই যেন হয়। ভেবো না ওর জন্যে দরদ দেখিয়ে কাজটা করছি। আমি অন্যদের অনুভূতির কথা ভাবছি,' গোমড়া মুখে বলল জন

'আমিও।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সাথে একমত হলো রুপার্ট। 'আমি বুড়ো বেন আর ভিনার কথাই ভাবছি। আমরা ওদের আঘাত করতে চাই না। ওদের কোনও দোষ নেই। দোষ করেছে ও নিজেই। ওদের বাপ-ছেলে আর মেয়ের মধ্যে মন কষাকষি রয়েছে। যাক সে-কথা, ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসো, জন।'

ঘোঁৎ করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল জন। চাবুক নাড়াল ঘোড়ার পিঠে। চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। আঙ্কেল রুপার্ট তাকিয়ে রইল

যতক্ষণ না ওয়্যাগনটা ধুলোর ঝড় তুলে উপত্যকার দীর্ঘপথ বেয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। নাক কুঁচকাল। বাতাসে ধুলো আর ধোঁয়ার গন্ধ। তারপর একটু ইতস্তত করে ক্যানিয়ন হাউসে ঢুকল।

বারের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কি। মদ খাচ্ছে। ওপাশ থেকে বারটেন্ডার কেন্ট ব্রেইরি মদ ঢেলে দিচ্ছে খদ্দেরদের গ্লাসে। রুপার্টকে দেখে বোতল আর গ্লাস হাতে এগিয়ে এল। ইশারায় নিষেধ করে দিল ওকে রুপার্ট। 'দিনের এ সময়টায় আমি পান করি না, কেন্ট। আচ্ছা, তোমার এখানে মদ বেচার কোনও নিয়ম-নীতি নেই?'

অদ্ভুত গোছের শরীর কেন্ট ব্রেইরির। পা দুটো লম্বা আর প্রায় থামের মত মোটা। চওড়া কোমর। ওপরের অংশ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা খাটো। কাঁধদুটো হাড্ডিসার। বুলেটাকৃতির মাথায় চুল নেই বললেই চলে। গোল মুখ, খানিকটা বেঁকে নেমে আসা নাকের নীচে থ্যাবড়া দু'ঠোঁট।

আঙ্কেল রুপার্টের অভিযোগ শুনে সরু চোখে চাইল। 'নিয়ম? কীসের নিয়মের কথা বলছ তুমি?'

'ক্লিফ আমেস যখন এ-বারটা চালাত, তখনকার নিয়ম। কাউকে মদ পরিবেশন করার সময় একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। ভাবা উচিত কতটা মদ সে সইতে পারবে। একজন খদ্দের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ক্লিফ আর মদ দিত না ওকে।' একটু থেমে কড়া সুরে যোগ করল রুপার্ট, 'আমার মনে হয়, তুমি পয়সার কাঙাল, কেন্ট। নিয়ম-নীতির ধার ধারো না

থ্যাবড়া ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে উঠল কেন্টের। 'রাফ থর্নটন বাচ্চা ছেলে নয়। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স ওর হয়েছে। ও কতটা মদ খাবে আর কতটা খাবে না, সেটা ওকে বলে দেবার দরকার নেই। আমি ব্যবসা করছি ক্লিফ আমেসের নিয়ম-নীতি আমাকেও মেনে চলতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। ও পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। দোকানটা আমি কিনে নিয়েছি। এটা আমার নিয়মেই

boighar.com

সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। এলিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করল রাফ। স্থান-কালের জ্ঞান হারিয়েছে। ওর ঘোড়াটাকে লীডের সাথে জুড়ে দেয়া হলো।

'আমি এখনও বলব, আঙ্কেল রুপার্ট, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।' শেষবারের মত তর্ক জুড়ে দিল জন রুপার্টের সাথে। 'ওকে শহরের রাস্তায় শুইয়ে দেয়া উচিত ছিল। আরামসে ঘুমাত। ঘুম ভাঙলে নিজে নিজে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যেত। এতটা যত্ন পাবার যোগ্য ও মোটেই নয়।'

আঙ্কেল রুপার্টের সৌম্য মুখে সহিষ্ণু হাসি ফুটল। 'যতদূর জানি, প্রতিদিন ও মদটদ খেয়ে নিজে নিজে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যায়। আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। এরকম বেহেড মাতাল হওয়া ওর এই প্রথম। মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে ওর একজন প্রতিবেশী দয়া করে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, সুস্থ অবস্থায় এটা ভেবে নিশ্চয় লজ্জা পাবে ও। সামনে থেকে মদ খেতে গিয়ে হিসেব করবে।'

'ওটা বোঝার মত জ্ঞান নেই ওর এখন,' শুষ্কস্বরে মন্তব্য করল জন।

'নেশা কেটে গেলে সবার মুখে শুনতে পাবে।'

'ভাল। তা-ই যেন হয়। ভেবো না ওর জন্যে দরদ দেখিয়ে কাজটা করছি। আমি অন্যদের অনুভূতির কথা ভাবছি,' গোমড়া মুখে বলল জন

'আমিও।' মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সাথে একমত হলো রুপার্ট। 'আমি বুড়ো বেন আর ভিনার কথাই ভাবছি। আমরা ওদের আঘাত করতে চাই না। ওদের কোনও দোষ নেই। দোষ করেছে ও নিজেই। ওদের বাপ-ছেলে আর মেয়ের মধ্যে মন কষাকষি রয়েছে। যাক সে-কথা, ওকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসো, জন।'

ঘোঁৎ করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল জন। চাবুক নাড়াল ঘোড়ার পিঠে। চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। আঙ্কেল রুপার্ট তাকিয়ে রইল

যতক্ষণ না ওয়্যাগনটা ধুলোর ঝড় তুলে উপত্যকার দীর্ঘপথ বেয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। নাক কুঁচকাল। বাতাসে ধুলো আর ধোঁয়ার গন্ধ। তারপর একটু ইতস্তত করে ক্যানিয়ন হাউসে ঢুকল।

বারের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কি। মদ খাচ্ছে। ওপাশ থেকে বারটেন্ডার কেন্ট ব্রেইরি মদ ঢেলে দিচ্ছে খদ্দেরদের গ্লাসে। রুপার্টকে দেখে বোতল আর গ্লাস হাতে এগিয়ে এল। ইশারায় নিষেধ করে দিল ওকে রুপার্ট। 'দিনের এ সময়টায় আমি পান করি না, কেন্ট। আচ্ছা, তোমার এখানে মদ বেচার কোনও নিয়ম-নীতি নেই?'

অদ্ভুত গোছের শরীর কেন্ট ব্রেইরির। পা দুটো লম্বা আর প্রায় থামের মত মোটা। চওড়া কোমর। ওপরের অংশ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা খাটো। কাঁধদুটো হাড্ডিসার। বুলেটাকৃতির মাথায় চুল নেই বললেই চলে। গোল মুখ, খানিকটা বেঁকে নেমে আসা নাকের নীচে থ্যাবড়া দু'ঠোঁট।

আঙ্কেল রুপার্টের অভিযোগ শুনে সরু চোখে চাইল। 'নিয়ম? কীসের নিয়মের কথা বলছ তুমি?'

'ক্লিফ আমেস যখন এ-বারটা চালাত, তখনকার নিয়ম। কাউকে মদ পরিবেশন করার সময় একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। ভাবা উচিত কতটা মদ সে সইতে পারবে। একজন খদ্দের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ক্লিফ আর মদ দিত না ওকে।' একটু থেমে কড়া সুরে যোগ করল রুপার্ট, 'আমার মনে হয়, তুমি পয়সার কাঙাল, কেন্ট। নিয়ম-নীতির ধার ধারো না

থ্যাবড়া ঠোঁটদুটো শক্ত হয়ে উঠল কেন্টের। 'রাফ থর্নটন বাচ্চা ছেলে নয়। নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স ওর হয়েছে। ও কতটা মদ খাবে আর কতটা খাবে না, সেটা ওকে বলে দেবার দরকার নেই আমি ব্যবসা করছি ক্লিফ আমেসের নিয়ম-নীতি আমাকেও মেনে চলতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। ও পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। দোকানটা আমি কিনে নিয়েছি। এটা আমার নিয়মেই

boighar.com

চলবে। যাদের পছন্দ হবে, তারা আসবে, যাদের হবে না, তারা আসবে না। ঠিক আছে?

পান করতে করতে ওদের কথা শুনছিল ফ্রেড লাস্কি। জনের হাতে মার খেয়ে গা জ্বলুনি এখনও কমেনি ওর। রুপার্টকে রাফ থর্নটনের হয়ে ওকালতি করতে দেখে ভাল লাগল না। মুখ ভেঙচে বলল, ঠিক বলেছ, কেন্ট। একদম উচিত কথাই বলেছ।

পলকের জন্যেও ওর দিকে তাকাল না রুপার্ট। শীতল চাউনি কেন্টের ওপর নিবদ্ধ রেখে বলল, ঠিক। একদম সত্যি কথাই বলেছ। তোমার ব্যাপারে আমার ধারণাটা পুরোপুরি মিলে গেছে। যেরকম ভেবেছিলাম, সেরকমই নীচ মনের লোক তুমি। কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না রুপার্ট। ঘুরে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

মাসে দু'বার আসা হারবিন সিটি স্টেজটাকে শহরে ঢুকতে দেখল ও। লিভ ওক হোটেলের সামনের বিরাট ওক গাছের নীচে এসে থামল ওটা।

কেন্টের দুর্ব্যবহারে মন খারাপ হয়ে আছে আইনবিদের। স্টেজটার দিকে একপলক মাত্র তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে সচকিত হয়ে তাকাল ফের। স্টেজ থেকে নেমে হোটেলের দিকে পা বাড়ানো একটা লোক মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। ফিল বেগিনস হোটেলের দেরগোড়ায় পৌঁছে পেছন ফিরে রাস্তায় ওপর চোখ বুলাল লোকটা। এতদূর থেকেও, ভাবল রুপার্ট, পরিচ্ছন্ন আর চৌকস দেখাচ্ছে লোকটাকে।

ওকে দেখে আক্কেল রুপার্টের রাগের সাথে আরেকটা যে মাত্রা যোগ হলো সেটা ওর বিতৃষ্ণা। সে একজন রাজনীতিবিদ। সেলুন ব্যবসার যেমন কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়, রাজনীতিতেও তেমনি কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মানা উচিত। রাজনীতিবিদের তা মেনে চলতে হয়। সেটা কেউ মানে, কেউ মানে না। তবে দুনিয়ার নিয়ম হলো, বাস্তবতাকে স্বীকার করা। জনসায় একজন রাজনীতিবিদের

বইঘর.কম

জন্যে অবশ্যই স্বীকার্য।

ঘুরে নিজের অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। ওর হাঁটায় সামান্য চঞ্চলতার ভাব কারও চোখে পড়ল কিনা কে জানে?

দুই

হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ হাউসের যে ঘরটায় বেন থর্নটন ঘুমোয়, সে-ঘর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় বিশাল ডুমুর গাছটার দূরত্ব টেনেটুনে চল্লিশ গজ। ডুমুর গাছের নীচে ওর জন্যে চামড়ার গদিআলা একটা চেয়ার পাতা। পা দুটো অচল হওয়ার আগে থেকে ওখানে গিয়ে বসাটা ওর নিত্যদিনকার অভ্যাস ছিল। এখনও তা-ই। তখন এটুকু পথও যে একটা দূরত্ব, মনেই হত না। কিন্তু এখন ক্রাচে ভর করে যাবার সময় এটুকু পথকেই অনেক দূর বলে মনে হয় ওর।

ক্রাচে ভর করে, ধীরে ধীরে, প্রতিটি পা হিসেব করে ফেলে ডুমুর গাছের নীচে চেয়ারটায় গিয়ে বসে ও। পা অচল হলেও শক্তপোক্ত, লম্বা চওড়া শরীর ওর। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। পুরানো স্টেটসন হ্যাটের নীচে রুপালি ঝিলিক দেয়া লম্বা ঘন চুল আর জোড়ভুরুর নীচে ঈগলের মত তীক্ষ্ণ চোখ। জ্বলজ্বলে।

চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে ক্রাচগুলো পাশে রাখল বেন। পুরো র‍্যাঞ্চের মধ্যে এ জায়গাটা তার সবচেয়ে প্রিয়। এখানে ছায়াটা গভীর, স্নিগ্ধ। উপত্যকা বেয়ে আসা বাতাস ওর গায়ে মিষ্টি পরশ বুলায়, নাকে ঝাপ্টা মারে মাইল মাইল দূর থেকে আসা রোদেপোড়া ঘাসের সুবাস; অনুভবে ধরা দেয় মাটির সোঁদা ঘ্রাণ আর অফুরন্ত সম্ভাবনার সৌরভ।

boighar.com

ডুমুর গাছের তলায় চেয়ারে বসে সামনে এবং ডানে-বাঁয়ে অনেক দূর দেখতে পায় বেন'। দুপাশের পাহাড়ে প্রাচীন ওক গাছের ঘন সারিঅলা উপত্যকার মধ্য দিয়ে তাকালে দূরে সবুজ গাছপালার আবছা সারি। উইলো আর অল্ডারের ঘন জঙ্গলে। ওখানে স্যাগামোর ক্রীক, তারপর সিডার রিম। ম্যানজানিটা আর উস্কখুস্ক ওকে ছাওয়া পিঠ নিয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা উপত্যকার প্রধান সড়কে ধুলো উড়তে দেখল ও। কেউ একজন আসছে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। একটু পরে একটা রোয়ানের পিঠে চড়া একজন রাইডারকে দেখতে পেল। প্রধান সড়ক থেকে মোড় ঘুরে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে আসার পথ ধরল রাইডার। ঠাহর করে দেখার জন্যে পিঠ সোজা করে বসেছিল বেন। এবার হেলান দিল। ওর মুখে খুশির আভাস। আরোহীর নাম গোলো।

রাস্তা থেকে জমিনে নামিয়ে দিল গোলো ওর রোয়ানকে। শর্টকাটে আসতে চাইছে। ওকে দেখতে দেখতে ওদের প্রথম দেখার কথা মনে পড়ল বেনের। অনেক দিন আগের কথা শহরে ক্লিফ আমেসের সেলুনে বসে তাস খেলছিল ও। এমন সময় ব্যাটউয়িং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল কমবয়সী একটা ছেলে। কৈশোর পেরোয়নি তখনও। সোজা হেঁটে ওর পাশে চলে এল ছেলেটা। মৃদু, স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি একজন টপহ্যান্ড কাউবয়, মি. থর্নটন। তোমার র‍্যাঞ্চে কাজ করতে চাই।'

ওর কথায় প্রথমে আমোদ বোধ করল বেন। তবে শীঘ্রই ওর চোখ থেকে কৌতুকের ভার মিলিয়ে গিয়ে সমীহ ফুটল। বয়স কম হলেও ছেলেমানুষির কোনও চিহ্ন নেই ছেলেটার চোখে। ঠাণ্ডা, শীতল গম্ভীর চাউনি। সংবেদী। ছেলেটা আবার স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'আমি টপহ্যান্ড কাউবয়, মি. থর্নটন, স্যার।'

হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে সে-সময় কাজের লোকের প্রয়োজন ছিল না। তবু ছেলেটার বলার ভঙ্গি এবং গলার স্বরের দৃঢ়তা প্রভাবিত করল

বইঘর.কম

ওকে। এ ছাড়াও ওর মধ্যে এমন কিছুর আভাস পেল বেন, যে ওকে 'না' বলতে মন চাইল না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও ছেলেটার ব্যাপারে। মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে তোমার চাকরি হয়ে গেছে, বাছা...ইয়ে, তোমার নাম কিন্তু বলোনি এখনও।'

'গোলো,' সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল ছেলেটা। 'আগে পরে আর কিছু নেই। তোমাকে ধন্যবাদ, মি. থর্নটন। কথা দিচ্ছি, আমাকে কাজে নিয়ে পস্তাতে হবে না তোমার।'

একদম ঠিক কথাই বলেছিল ছেলেটা, আনমনে মাথা নাড়ল থর্নটন। একবিন্দুও মিথ্যে বলেনি। ওর বিরুদ্ধে কখনও কোনও অভিযোগ আসেনি ওর কাছে। কখনও পস্তাতে হয়নি।

নিজের কথার প্রমাণ একদম অক্ষরে অক্ষরে দিয়েছে গোলো। পা দুটো অচল হয়ে পড়ার পর থেকে ওর ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বেন, ভাবতেই পারে না, ও না-থাকলে ওর কী অবস্থা হত। নিজের সামান্যতম ইচ্ছা পূরণ কিংবা আদেশ পালনের জন্যে কখনও দু'বার বলতে হয় না গোলোকে। ধরতে গেলে গোলোই ওর পা, কান এবং চোখ। বেনের যেখানে যাওয়ার দরকার, কিন্তু যেতে পারছে না, সেখানে গোলো যাচ্ছে। কোথায় কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না, সব কিছুতে সঠিক রিপোর্ট এনে দিচ্ছে গোলো।

অনেক সময় গোলোর আসল নাম কিংবা অতীত পরিচয় জানতে ইচ্ছে হয়েছে ওর। নিজের মনে অনেক ভেবেছে পরিচয় দেবার ব্যাপারে ওর এরকম অনীহার কারণ কী হতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে কোনওদিন জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। ছেলেটা ওকে সমীহ করে, বিনিময়ে ওর কাছ থেকেও কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। সেটা ওর কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে। গোলো এ-সম্পর্কে নিজে থেকে কিছু বলেনি। অনেক বছর আগে ক্যানিয়ন হাউসে যেভাবে ওর সাথে পরিচয় হয়েছিল কাজের খাতিরে, তার থেকে একবিন্দুও কাছে এগোয়নি। প্রথম দিনের পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা ধরে রেখেছে এখনও।

boighar.com

ব্যাঞ্চ হাউসের হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে সরাসরি করালের দিকে এগোল গোলো। ঘোড়া বেঁধে বেরিয়ে এসে বেন যেখানে বসে আছে, সেদিকে এল। হাঁটতে গেলে একটু অদ্ভুত দেখায় ওকে। বছরের পর বছর ধরে ঘোড়ার পিঠে থাকতে থাকতে পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে। ওর চিবুক রোদে পোড়া, শীর্ণ, ধারাল। এক সময় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল ছিল মাথায়, এখন অনেকটা খাটো আর হালকা। রঙ কালোর পরিবর্তে ধূসর। তবে য়েটা এখনও আগের মত রয়ে গেছে সেটা ওর চোখের দৃষ্টি। অনেক বছর আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি ধারাল, ইস্পাতের ফলার মত ঝকঝকে কঠিন।

ডুমুর গাছের ছায়ায় এসে বেনের সামনে উবু হয়ে বসল গোলো। পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। ওর এ অভ্যাস বেনের পরিচিত। গোলো এখন তার কাছে রিপোর্ট করবে। গতরাতে লাল আভা দেখে আমরা যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই ঘটেছে, মি. থর্নটন। লং কোলিতে ঘর পুড়েছে, উইলি আর রেলেটদের। না, দুর্ঘটনা নয়, লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ম্যারের কেবিনটা এখনও খাড়া আছে, তবে ওরা কেউ নেই, পালিয়েছে কেবিন ছেড়ে। খবর নিয়ে সানডাউন ক্রীকে গিয়ে ওদের দেখা পাই। খেপে লাল হয়ে আছে ম্যার। অনেক কষ্টে কথা বলেছে। ও বলেছে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দুজন লোকও ছিল আগুন লাগানোর কাজে। রাকিরা সবাই লুৎস্ অনিয়নের লোক।

রাগে লাল হয়ে উঠল বুড়ো থর্নটন। কে কে?

মিল আর বেরিংয়ের নাম বলেছে ম্যার।

হুম, তারাই হবে। মাথা ঝাঁকাল বেন। কোথায় ওরা এখন?

মাসট্যাং হিলে কাজ করছে মনে হয়। সকালে ওদিকেই যেতে দেখেছি।

কোচদুটো তুলে নিল বেন, গুলোয় ভর দিয়ে দাঁড়াল। ওর মুখে তীব্র রাগ আর তিক্ততার চিহ্ন। শীতল স্বরে বলল, আমার

বইঘর.কম

boighar.com

আবার নাতনীর দিকে ফিরল বেন। তিক্ত গলায় বলল, 'এটা খুব খারাপ। মেয়ের মধ্যে যেটুকু দায়িত্ববোধ আছে, তার বাপের সেটুকুও নেই।'

দাদুর দিকে এক মুহূর্ত তাকাল নাতনী, তারপর বিব্রত চোখদুটো মেলে দিল উপত্যকার দিকে। আবার দৃষ্টি কোমল হয়ে এল বেনের। সোজা ঋজু শরীর মেয়েটার। ব্যক্তিত্বপূর্ণ, অভিজাত ভঙ্গি রানীর মত দেখাচ্ছে। এ-মেয়ের সৌন্দর্যের তুলনা নেই, স্বীকার করল বেন মনে মনে। নিজের নাতনী বলে নয়, অন্যের মেয়ে হলেও তা-ই ভাবত।

'দাদু,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা। 'আমি শুধু একতরফাভাবে ওর দোষ দিতে পারব না। আসলে আমার মাকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ও। মা ছিল ওর আদর্শ। মার মৃত্যুর পর অন্য মেয়ের মধ্যেও তা-ই পেতে চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি।'

চুপ করে রইল বেন। জবাব দিল না। এ-ব্যাপারে আগেও কথা বলেছে ওরা, তবে কোনও মীমাংসায় পৌঁছতে পারেনি। নাতনীর কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'থাক, ভিনা। এ-ব্যাপারে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।... ম্যাক আর ওর মা কি ভেতরে আছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল ভিনা। 'সম্ভবত অফিস রূমে।'

ধীর পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল বেন। সিঁড়ি বেয়ে পৈঠায় উঠে পোর্চ ধরে আরও সামনে এগোল শেষ প্রান্তে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ ঘরটার দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়াল বেন। ম্যাক আর তার মাকে দেখল। কথা বলছে ওরা।

এবড়োখেবড়ো পিঠঅলা একটা টেবিলের ওপাশে বসেছে ম্যাক। বিশাল দেহের যুবক ও কাঁধদুটো প্রকাণ্ড, ঘাড় ষাঁড়ের গর্দানের মত মোটা। থ্যাবড়া ঠোঁটের ওপর মোটা নাক নেমে এসেছে উঁচু কপাল থেকে। দুপাশে ভাটার মত চোখদুটো অস্থির, ঘোলাটে। মাথায় ঘন উস্কখুস্ক চুল। ওর সামনে বসেছে ওর মা, এক সময়ের

ভার্জিনিয়া র‍্যামন। বর্তমানে ভার্জিনিয়া থর্নটন। বেনের একমাত্র ছেলের বিয়ে করা দ্বিতীয় বউ

গভীর আলোচনায় মগ্ন মা-ছেলের মনোযোগ ব্যাহত হলো বেনের আগমনে। চুপ হয়ে গেল দুজন, তাকাল ওর দিকে ম্যাককে একটু বিব্রত দেখাল। বেন ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দখল করতে অস্বস্তি বাড়ল ওদের। পাত্তা দিল না বেন। ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গত রাতে লং কোলির ওখানে হানা দেয়া হয়েছে। আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সব কিছু। যাদের আমি নিজের লোক বলে মনে করি, তারা পালিয়েছে বাড়ি-ঘর ছেড়ে। ওই নোংরা কাজটা করার সময় হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দুজন লোকও ছিল। ওদের কি তুমি করতে বলেছিলে কাজটা?'

অস্থিরভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাক। 'হতে পারে।'

'হতে পারে আবার কী?' খেঁকিয়ে উঠল বেন। 'হয় বলেছ, নয় বলোনি কোনটা?'

'ঠিক আছে, বলেছি।' ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাক।

'কার হুকুমে?'

'আমার,' তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিল ভার্জিনিয়া।

বেনের ঠাণ্ডা চোখ দুটো ফিরে গেল মহিলার দিকে। ছেলের বউয়ের সাথে ওর সম্পর্ক শীতল, তবে মহিলা বলে আচরণ সমীহপূর্ণ। 'ম্যাডাম,' বলল ও। 'লং কোলিতে ওই লোকগুলো আমার ইচ্ছেতে বসবাস করছে। ওদের সাথে একটা চুক্তি আছে আমার। চুক্তিটা ওদের এবং আমাদের দু'পক্ষেরই প্রয়োজনে। আমি ওদের ওখানে থাকতে দেব বলে কথা দিয়েছি। আর জীবনে আমি কখনও কথার বরখেলাপ করিনি। এখনও তার বরখেলাপ হোক, তা চাইব না।'

'আমি ওয়াদা করিনি,' মুখের ওপর জবাব এল। 'কারও সাথে কোনও ব্যাপারেই না। ওদের ওখানে থাকতে দেবার ব্যাপারে আমার সাথে কোনও আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। অথচ করা

boighar.com

উচিত ছিল। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর আমার অধিকার আছে। আমি এর এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে ছেড়ে দেব না, বিশেষ করে কোনও চাষাভুষোকে তো নয়ই।'

বিদ্রূপে দু'ঠোঁট বেঁকে গেল রেনের। 'আহ! এ-ঠাট্টা অন্তত তোমাকে মানায় না, ম্যাম।'

কথাটা বোমার মত ধাক্কা মারল ভার্জিনিয়াকে। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর।

রাফ থর্নটনের সাথে যখন ওর পরিচয় হয়, তখন সে ছিল রামন নামের এক চাষীর বিধবা। হিসেবী, চতুর আর উচ্চাভিলাষী এক মহিলা। এদিকে পনেরো বছর বয়েসী এক ছেলের মা হয়েও শারীরিক সৌন্দর্যের কমতি ছিল না ওর। এখন সে ছেলে তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠেছে। ওর সৌন্দর্য এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তবে ওর পেলবতা নষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা। সারাক্ষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর স্বার্থচিন্তার কারণে।

রাফ ওকে বিয়ে করে আনার পর দিনে দিনে মেয়েটাকে পুরোপুরি চিনে ফেলেছে বেন। মেয়েটাও ওকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। কারও কাছে স্বীকার না করলেও বেন জানে, নিজেও সে ঘৃণা করে মেয়েটাকে। তবে এরপরও ওকে সমীহ দেখানোর ব্যাপারে কোনও ত্রুটি নেই ওর দিক থেকে। 'উপত্যকার যে অবস্থা, তাতে কিছু লোককে সব সময় হাতে রাখা দরকার,' মন্তব্য করল বেন।

ক্ষোভ ঝরল ভার্জিনিয়ার গলা থেকে। 'আপনি আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেন যে, আমি একজন চাষীর বউ ছিলাম। নিশ্চয় আছে। চাষীর বউ ছিলাম বলেই আমি ওদের রগে রগে চিনি। আমার অভিজ্ঞতা আছে। শুধু লং কোলিতেই নয়, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের কোনও অংশেই আমি ওদের কাউকে চাই না। কোন শর্তেই না।'

'ওদের নয়,' ভুল ফোটাল বেন। 'তুমি হয়তো জিল ক্রাজির মত কাউকেও চাও।'

ভারি একটা হাত তুলে টেবিলের ওপর থাবড়া মারল ম্যাক র‍্যামন। 'জিল ফ্রাজি! তুমি সব সময় জিল ফ্রাজিকে নিয়ে খোঁচা মেরে কথা বলো। এটা ঠিক নয়। ও একটা শিশু অল্প শয়তান। আমার ধারণা একটা শোডাউনের অপেক্ষায় আছে ও, আমরা ওকে অ দেব।'

বিরক্তির চোখে ওর দিকে চাইল বেন। 'শো ডাউনের তুমি কী বোঝ? জীবনে কখনও শত্রুপক্ষের বারুদের গন্ধ শুঁকে দেখেছ বলেও তো মনে হয় না।'

রক্ত জমল ম্যাকের মুখে। 'আমি সুযোগের অপেক্ষায় আছি। এ-মুহূর্তে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চেরও তা-ই থাকা উচিত।' একটু থেমে বলল, 'আমরা লুৎস অনিয়নকে নেব।'

'আমি বেঁচে থাকতে নয়!' গর্জে উঠল বেন। 'ওই লোকটা আগাগোড়া স্বার্থপর, নীচ। নিজের লাভ ছাড়া ও কড়ে আঙুলটিও নাড়ে না।'

'ও মোটেই সেরকম নয়।' ওকে প্রায় উড়িয়ে দিল ম্যাক। 'ও আমার বন্ধু। আমি ওর সম্পর্কে জানি।'

'আমার কথা তুমি শুনেছ,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল বেন। 'ও একটা ফালতু লোক। যা করে সব নিজের জন্যেই। ওকে আমি দেখামাত্র বলে দেব, আমার র‍্যাঞ্চে ওর জায়গা হবে না।'

থামল বেন, এক মুহূর্ত চিন্তা করল; তারপর বলে চলল আবার, 'একটা কথা আমি সবাইকে বলতে চাই। এখন থেকে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ সংক্রান্ত বড় যে কোনও সিদ্ধান্ত আমিই নেব। আর কেউ নয়। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ আমার। এই র‍্যাঞ্চের প্রথম গরুটার ব্র্যান্ড আমিই করেছি। আমিই এটা গুড়ে তুলেছি। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ বলতে আমাকেই বোঝায়। আমি যদ্দিন আছি, এটা আমার হিসেব মতই চলবে। এটা যদি কারও পছন্দ না হয়, সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে।'

ফোঁস করে উঠল ভার্জিনিয়া থর্নটন। 'আমি আপনার ছেলের

boighar.com

বউ। আপনার মনে রাখা উচিত যে, এ-পরিবার এবং এ-র‍্যাঞ্চের ওপর আমারও কিছু অধিকার আছে।'

'অবশ্যই, ম্যাডাম,' স্বীকার করল বেন 'সেটা যেখানে যতটুকু প্রযোজ্য। কিন্তু তোমার ছেলের ক্ষেত্রে তা নয়। এই র‍্যাঞ্চে ওর দুটো পয়সার অধিকারও নেই ইদানীং ও একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। এটা থামাতে হবে। নয়তো ভুল করবে

'কেন?' ব্যঙ্গ ঝরল ভার্জিনিয়ার গলা থেকে 'মদের বোতলে ডুবে থাকার চেয়ে সেটাই কি ভাল নয়?'

বিব্রত দেখাল বেনকে। থতমত খেল এই মহিলা ওর সবচেয়ে কষ্টের জায়গায় খোঁচা দিয়ে ফেলেছে। পরমুহূর্তে নিষ্ঠুরভাবে বেঁকে গেল ওর ঠোঁটজোড়া, 'ম্যাডাম, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমার ছেলে মদের বোতলও চিনত না। ওটা অবশ্যই চিন্তার বিষয় কিন্তু এখন সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের মালিক কে, তা নিয়ে। এটাই আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেন, ক্রাচদুটো বগলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে দরজার কাছে গিয়ে থামল ফের, ঘাড় ফেরাল। 'আমি আবার ওই চাষাভুষোদের লং কোলিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাব। ওখানে ওদের থাকতে দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। তুমি জিল ফ্রাজির কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ। আমি বলছি, ওকে পাত্তা দেয়ার দরকার নেই আমি ওকে লং কোলি থেকে দূরে রাখার জন্যেই চাষাদের থাকতে দেব

ঠোঁট ওল্টাল ম্যাক 'চাষাভুষোরা কখনও জিলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। শুধু ওকে কেন, কাউকেই পারবে না কথাটা চিন্তা করে দেখো, বুড়ো বেন। এর কোনও মানে নেই

'আছে, অবশ্যই আছে বাঁকা হাসল বেন 'নিজের পিঠ বাঁচানোর পথ জানা না-থাকলে জিল কখনও প্রকাশ্যে আসবে না। অপেক্ষা করবে ভেতর থেকে কোনও নিমক হারাম সাহায্যের হাত বাড়ায় কি না, সে-আশায়। কোনও কোনও হারামী অবশ্য সাহায্য

করতেও পারে গতরাতে তুমি আর অনিয়ন মিলে তা করেছ। যদিও কাজটা করেছে এখানকার দু'জন রাইডার তা তোমার হুকুমেই। অনিয়ন অবশ্য নিজের তাস পুরো মেলে ধরেনি কিন্তু তুমি...তুমি তো আস্ত গাধা...

থুতু ফেলল বেন, তারপর ক্রাচে ঠক ঠক করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে

ও চলে যাবার পরও মিনিটখানেক স্রেফ বোবা হয়ে রইল মা-ছেলে দু'জনেই ম্যাক টেবিলের প্রান্তে বুক ঠেকিয়ে বসল। প্রকাণ্ড কাঁধ দুটো মাংসের বিশাল স্তূপের মত দেখাল ওর। রাগে কদাকার হয়ে উঠেছে ওর মুখ চেঁচাতে শুরু করল, 'আমি হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ চালু করেছি! আমি এটা গড়ে তুলেছি! আমিই হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ! ধ্যাৎ, ব্যাটা বুড়ো পাঁঠা! বোকার...

দোরের দিকে তাকিয়েছিল ভার্জিনিয়া। ওর মুখ কঠিন, চোখে আগুন 'বেন থর্নটনকে বোকা পাঁঠা ভাবলে ভুল করবে তুমি, গর্দভ কোথাকার!' সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল ওর গলা। ছেলেকে থামিয়ে দিল 'ওই বুড়ো শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত, কাকের চেয়ে চতুর। গতরাতে আমরা গাধার মত কাজ করেছি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেছি। আমাদের আরও হিসেব করে কাজ করতে হবে এরপর থেকে।

'হিসেব করে? ধ্যাত্তেরি, হিসেব নিকেশের নিকুচি করছি!' বিশাল ডান হাতের প্রকাণ্ড এক থাবা বসাল ম্যাক টেবিলে। 'আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুনি...এক্ষুনি...

'না।' ঠাণ্ডা গলার চাবুক হানল ভার্জিনিয়া থর্নটন। 'আমি যা বলি, তা-ই হবে আমাদের আরও সংযত হতে হবে। কোনও মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, ছেলের দিকে চাইল অর্থপূর্ণ চোখে, 'বেন থর্নটনও থাকবে না ওর মৃত্যুর পর...হ্যাঁ, ওর মৃত্যুর পর আমরা...কথা শেষ করল না সে। ছেলের ওপর থেকে দৃষ্টি দরজার দিকে সরে গেল ওর তাকিয়ে রইল ওদিকে

boighar.com

তিন

স্যাপামোর ভ্যালির উত্তর-দক্ষিণে নিচু ভূমির দীর্ঘ বিস্তার; সমতল নয়, ঢেউ খেলানো। উপত্যকা সংলগ্ন দুই উঁচু ভূমির মাঝখানের সমতল অংশটুকু খুব বড় নয়। এখানে যখন মাঝে মধ্যে রাইডিঙে বেরোয় তিনা, ওর মনে হয়, এটাই ওর পৃথিবী। বাকিটা নিয়ে ওর কোনও আগ্রহ নেই।

উপত্যকা সমতলের পেছনে ভূমি ক্রমে উঁচু হয়ে উঠে গেছে পশ্চিমে, সিডার রিমের দিকে। পুবে মাসট্যাং হিলস। ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত শুকনো আর পাইনের ঝাড়। তারও পুবে মাসট্যাঙের সমান্তরালে ব্লু রিজ। নিঃসঙ্গ পাহাড়টার উঁচু চুড়ো দেখতে অনেকটা উটের কুঁজের মত।

উপত্যকার চারপাশে এসব নিয়েই গড়া তিনা থর্নটনের পৃথিবী। ওর জন্ম এখানে, এখানেই বেড়ে ওঠা। পুরো এলাকা ওর কাছে হাতের তালুর মত পরিচিত। শহর থেকে পুবে ওক-আচ্ছাদিত ছোট একটা ভূমিতে ওদের পারিবারিক কবর। ওখানে ঘুমিয়ে আছে ওর মা, মায়ের মা-বাবাও। এ ছাড়া দূর সম্পর্কের আরও কিছু আত্মীয়-স্বজনের কবরও ওখানে।

এসব কিছুই ওর ভিত্তিভূমি। বছরের পর বছর ধরে এসব কিছুকে নিজের বলে চিনেছে ও। আসলে এসব কিছু নিয়েই একটা পরিবারের শেকড় ছড়ানো হয়ে থাকে মাটিতে। তারপর পরিবার শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে লালন করে তার চারপাশের পরিচিত সবকিছুকে।

ভিনার পৃথিবীর সবকিছুই ওর পরিবারকে ঘিরে। ও ওর দাদুকে ভালবাসে। জানে, দাদুর বুক জুড়ে আছে ওর জন্যে মমতা। ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, মান-অভিমান, হাসি-আনন্দের মূল্য ওর কাছে হীরের চেয়ে বেশি। দাদু ওকে সব সময় বোঝার চেষ্টা করে, সেও দাদুকে। তবে বাবার প্রতিও ভালবাসার কমতি নেই ওর। বাবার প্রতি দাদুর বিরাগ ওর বুকে বাজে। বাবা দাদুর মত শক্ত নয়, দাদুর মত কঠিন ব্যক্তিত্বও তার নেই। মা যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন বাবাকে আগলে রেখেছিল নরম হয়ে। কিন্তু স্ত্রীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে বেচারা। এরপর যখন দ্বিতীয় বিয়ে করে, তখন থেকেই তার অধঃপতনের শুরু। ভার্জিনিয়া বাবাকে সুখ দিতে পারেনি, আগের স্ত্রীর মত ওর আশ্রয়-প্রশ্রয়ের স্থল হয়ে উঠতে পারেনি। নরম ব্যক্তিত্বের মানুষ রাফ থর্নটন ভার্জিনিয়ার ওপর থেকে দ্রুত আস্থা হারাতে থাকে। স্ত্রীকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মদের বোতলেই আশ্রয় খুঁজতে চাইছে।

সংসার সাথে কখনও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি ভিনার। এটা সত্যি যে, ভার্জিনিয়া প্রথম প্রথম সৎ মেয়েকে বোঝার চেষ্টা করত, আদর ও দেখাত। কিন্তু ভিনাকে তা তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। বয়সে তখন নেহাত বালিকা হলেও ওর কেন যেন মনে হত, ওর মধ্যে কোথাও একটা বেসুরো কিংবা বেতাল ভাব রয়েছে। ওই মহিলার আদর-সোহাগকে কেমন যেন কৃত্রিম বোধ হত ওর। ওর প্রতি মহিলার আগ্রহ যেন কোথাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, আবার কোথাও আবার চেয়ে কম। এবং সেটা যে মহিলার অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং ইচ্ছাকৃত, সেটাও ঠিকই বোঝা যেত। এরপর ও বড় হতে হতে দুজনের মধ্যে দেয়ালটা আস্তে আস্তে অনেক উঁচু এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে, দাদুর মতই, ভিনাও তার মনোভাব কখনও বাইরে প্রকাশ করে না। সৎমার সাথে নিজের অমিলবনার কথা চেপে রাখে। তেতরে তেতরে এটা নিয়ে হেঁচে বা ঝগড়াঝাটির দরকার আছে বলে মনে

boighar.com

করে না তবে এ ধরনের অবদমনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওর মনের ওপর যে-চাপ পড়ে, সেটা সামলাতে গিয়ে মাঝে মধ্যে হতাশা ও বিষণ্ণতায় ভোগে

বাহ্যত ওর সাথে ভার্জিনিয়ার সম্পর্ক খারাপ নয়, সৎ মা হলেও ওর প্রাপ্য সম্মান ও মনোযোগ দিতে কুণ্ঠিত হয় না সে।

সোরেলের পিঠে চড়ে ঢালু ভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভিনা। সামনের উঁচু অংশের দিকে উঠে গেছে দু'পাশে ওক গাছের সারিতে সাজানো রাস্তা। ধনুকের মত একটা বাঁক পেরোতেই দক্ষিণ দিক থেকে আসা স্প্রিং ওয়্যাগনটা চোখে পড়ল। স্প্রিং ওয়্যাগনের চালক জন হিককে চিনতে পারল সে। সাথে লীডের সাথে বাঁধা ঘোড়াটার ওপর চোখ পড়তে ধক করে উঠল ওর বুক। আরোহীশূন্য ঘোড়াটা ওদের!

চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টার পরও গলা থেকে মৃদু চিৎকারের শব্দ বেরিয়ে এল ভিনার। চাবুক হাঁকিয়ে জোরে ছোটাল সোরেলকে। ওয়্যাগনের পাশে গিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। টুপি ছুঁয়ে ওকে সম্মান জানাল জন। আতঙ্কে মেয়েটার দু'চোখ বিস্ফারিত, ডুকরে উঠল, 'বাবা...আমার বাবা! ওহ্ জন, বাবা বেঁচে নেই?'

'উঁহুঁ, দ্রুত ওকে আশ্বস্ত করল জন। 'ওর কিছু হয়নি একটু বেশি...মানে, ভাল করে একটা ঘুম দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ম্যাম...'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা, স্বস্তি ফুটল দৃষ্টিতে। সাথে সাথে অপমান আর লজ্জায় মুখ কালো হয়ে উঠল। নিজের হঠাৎ দুর্বলতা এবং মদ খেয়ে বাবার এ-অসংবৃত অবস্থা দেখে মরমে মরে গেল ও ওর লজ্জা এবং অপমানক্লিষ্ট মুখ দেখে বিব্রত বোধ করল জন নিজেও। এরকম একটা ব্যাপারের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা লজ্জিত করছে ওকেও মনে মনে আবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সে আঙ্কেল রুপার্টের ওপর তবু, আবার আশ্বাসের সুর ফুটল ওর

গলায়, তবে তা শোনাল কৈফিয়ত দেবার মত, 'আঙ্কেল রুপার্ট আমাকে বলল ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে।'

ততক্ষণে ফের স্যাডলে উঠে বসেছে ভিনা। মাথা নিচু করে ওয়্যাগন বেড়ে অনড় পড়ে থাকা লোকটার দিকে চেয়ে আছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে নীচের ঠোঁট ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছে ও।

অস্বস্তি বোধ করছে জন। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। শেষে বিড়বিড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আ-আমি দুঃখিত, ম্যাম

মাথা সোজা করে ওর দিকে চাইল ভিনা 'তুমি কেন দুঃখিত হবে? কষ্ট করে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছ, এটা তোমার দয়া।' বাবার দিকে চাইল আবার। 'আজকেই বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। এরকম আর কখনও হয়নি।'

হুইলারের বাজি ধরার কথা মনে পড়ল জনের। মাথা দোলাল সে। 'তা-ই মনে হয়। তবে এর প্রভাব কেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাতে কী?' মৃদু অথচ তেতো শোনাল ভিনার গলা। 'ওই মহিলা আবার জ্বালাতে শুরু করবে, বাবা আবার বোতল নিয়ে বসবে। এরপর হয়তো আরও খারাপ অবস্থা হবে...' দীর্ঘশ্বাস বেরোল মেয়ের বুক থেকে, 'বেচারা বাবা!'

আবেগ সামাল দেবার সুযোগ দিতে চাইল জন মেয়েটাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সরে যাবার কথা ভাবল সেখান থেকে। পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছে, এমন সময় ভিনা আবার বলল, 'বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছিলাম আমি। ঠিক আছে, আমরা ওকে একসাথে বাড়িতে নিয়ে যাব।'

সোরেলের পিঠ থেকে নামল ও। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ওয়্যাগনের পেছনে বাবার ঘোড়ার পাশে। বাঁধল ওখানে, তারপর ওয়্যাগন সীটে জনের পাশে বসল। ওয়্যাগন চলতে শুরু করল আবার।

boighar.com

কিছুক্ষণ ঘোড়ার খুরের ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। নীরব রইল ওরা দুজন। এক সময় নীরবতা ভাঙল ভিনা। 'কোথায়...মানে তুমি কীভাবে এর সাথে জড়ালে, জন?'

'ক্যানিয়ন হাউস থেকে বেরিয়ে তোমার বাবা ঘোড়ায় চড়তে পারছিল না। আঙ্কেল জেফ রুপার্ট তা দেখে আমাকে বলল ওকে যেন বাড়ি পৌঁছে দিই।'

সংক্ষেপে এবং যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় কথাগুলো জানাল জন, কিন্তু ওর অসন্তোষ পুরোপুরি চাপা রইল না। ওর দিকে চাইল ভিনা। 'তুমি নিশ্চয় আপত্তি জানিয়েছিলে।'

'মানে?' বিব্রত দেখাল জনকে।

'ওর এ-অবস্থা দেখে তুমি বিরক্ত হয়েছ। তার ওপর বাড়ি পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় নাখোশ হয়েছ, তাই না?'

মেয়েটা নাছোড়বান্দা, ওকে সত্যি কথা বলে দেয়াই উচিত, ভাবল জন। নিঃশ্বাস ফেলল। 'ওকে দেখে খুশি হওয়ার কোনও কারণ ঘটেনি, ম্যাম। সুতরাং উটকো দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে বিরক্ত না-হয়ে উপায় কী?'

দূরে তাকাল ভিনা, নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। একটু পরে ম্লান স্বরে বলল, 'আসল ব্যাপারটা জানলে হয়তো অতটা রূঢ় হতে পারতে না তুমি। নিজেকে সামলানোর মত আর কোনও অবলম্বন নেই এখন বাবার।'

'কেন, তুমি তো আছ। তোমার কথা ভাবলেই তো পারে'. একগুঁয়ের মত বলল জন।

চকিতে ওর দিকে ফিরল ভিনা, এক মুহূর্ত দেখল। আবার দৃষ্টি মেলে দিল সামনে। 'কেউ কেউ হয়তো খুব শক্ত ধাতের হয়। সবাই তাদের মত হয় না।'

চুপ করে গেল জন, ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না। শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল ওয়্যাগনের বাইরে। তারপর সামনে তাকিয়ে আচমকা সোজা হয়ে

বসল। সামনে রাস্তায় ধুলো উড়ছে, কয়েকজন রাইডারকে দেখা গেল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

লাগাম টেনে ওয়্যাগনের গতি কমাল জন, ডানে বাঁয়ে চাইল।

'না!' অস্ফুটস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ভিনা। 'তুমি রাস্তায় থাকো। সোজা চালিয়ে যাও। এদের কাছে কিছু লুকোবার দরকার নেই।'

'লোকটা লুৎস অনিয়ন, দলবল নিয়ে আসছে। আজেবাজে কথা বলতে শুরু করবে তোমার বাবাকে এভাবে দেখলে।'

'বলতে চাইলে বলুক।' ওর বাহুতে হাত রাখল ভিনা। 'থর্নটনদের সুনাম বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার নয়।'

ঘোর কালো রঙ লুৎস অনিয়নের, কালো একটা ঘোড়ার পিঠে এমনভাবে বসে আছে মনে হচ্ছে সে নিজেও ওটার একটা অংশ। রাস্তার মাঝখান জুড়ে দলবল নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে আসছে যেন ওটা ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

ওর হাবভাব দেখে জনের সন্দেহ হলো, লোকটা হয়তো একপাশে সরে গিয়ে ওয়্যাগনের জন্যে পথ ছেড়ে দেবে না। তেমন হলে ফলাফল যা-ই হোক, সংঘাত এড়ানো যাবে না। মুখ শক্ত আর সারা শরীর টানটান হয়ে উঠল জনের। কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্তে সাইড দিল লুৎস। তবে তাতে সন্তুষ্ট হলো না জন। খেঁকিয়ে উঠল, 'এর মানে কী, লুৎস?'

একটা কাঁধ উচু করল লুৎস। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সেটা তো আমিও জানতে চাই। রাস্তাটা কি তোমার কেনা?'

'না,' শান্তস্বরে জবাব দিল জন। 'তবে কথা হলো আমি ওয়্যাগনে আর তুমি স্যাডলে। সাইড দেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার সুবিধা বেশি।'

আবার এক কাঁধ উঁচাল লুৎস ভিনার দিকে তাকিয়ে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখিয়ে হাসল। 'আমি কোনও ভদ্রমহিলার সাথে রাস্তা নিয়ে ঝগড়া করি না।'

ওয়্যাগন বেড়ে শোয়া রাফ থর্নটনের অনড় শরীরের ওপর চোখ

boighar.com

পড়ল ওর মদের ঘোরে বেহুঁশ রাফের নাক ডাকছে। ঘোড়ার পিঠের ওপর সামনে ঝুঁকল লুৎস ভাল করে দেখার জন্যে। 'অসুস্থ, না?' জনের দিকে চাইল।

'মনে হয়,' বিতৃষ্ণ গলায় বলল জন।

সবজান্তার হাসি হাসল লুৎস 'হিসেব করে না-খেলে এ-অবস্থাই হয়, বুঝলে?'

জনের মুখে রাগের আভাস ফুটল। আবার ওর বাহু আঁকড়ে ধরল ভিনা। 'প্লিজ, জন।'

ঘোঁৎ করে উঠল জন, রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে। লাগাম আছড়ে ঘোড়াকে চলার নির্দেশ দিল। ওর ঠোঁট সংবদ্ধ, চোয়াল কঠিন।

বাহু ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল ভিনা। ম্লানমুখে বলল, 'আমি ভীষণ দুঃখিত, জন। এসব তোমাকে মানায় না।'

'ওই অনিয়ন,' দাঁতে দাঁত ঘষল জন। 'ওকে আমি বুঝিয়ে দেব যে, রাস্তাটা ওর বাপের কেনা নয়, জনসাধারণের।'

'আমার খুব খারাপ লাগবে, যদি শুনি তুমি একজন থর্নটনের জন্যে ঝামেলায় জড়িয়েছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'এ-ঘটনার পর অনিয়নের সাথে আমার ঝামেলা বাধা অনিবার্য। সেখানে আর কারও উপস্থিতি দরকার হবে না।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল ভিনা। তারপর বলল, 'দাদুকে বলতে শুনেছি, দুজন মানুষ কোন কোন সময় অকারণেই একে অপরকে অপছন্দ করে।'

ওর দিকে চাইল জন। মেয়েটার মুখের আঁধার কেটে গেছে। চোখে কৌতুকের ঝিলিক। 'মানুষ সম্পর্কে কখনও শেষ কথা বলা যায় না, ভিনা,' বলল। 'মানুষ অনিশ্চিত প্রাণী।'

জনের দিকে চোখ তুলল ভিনা। মেয়েটা বুদ্ধিমতী, ভাবল জন। কিছুক্ষণ আগের বিব্রতকর অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে অনায়াসে। মিষ্টি

রইয়ুর রুম

হাসির পরশ এখন দু'ঠোঁটে।

'মানুষ কী রকম অনিশ্চিত, সে-সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই,' বলল ভিনা। 'তবে আমি একজনকে চিনেছি, যে কিনা অন্যের প্রতি দয়ালু, সহানুভূতিশীল।'

তাদের প্রথম দেখার সময়টা ছিল জনের দিক থেকে *ঝামেলা কাঁধে চাপার* কারণে বিরক্তিকর আর ভিনার জন্যে বাবার দুরবস্থার কারণে লজ্জার। তবে এ-মুহূর্তে সেটা আর নেই ওরা দুজনে এখন হাসিখুশি আর সহজভঙ্গিতে পরস্পরের সাথে কথা বলতে পারছে। বাকি পথটুকু নীরবে পেরোল ওরা এ-নীরবতা কোনওরকম জড়তা কিংবা সমস্যার জন্যে নয়, এটা অনেক কথা বলার পর হঠাৎ নেমে আসা স্বাভাবিক নীরবতা।

ডুমুর ছায়ায় নিজের চেয়ারে বসেছিল বেল, স্প্রিং ওয়্যাগনটাকে দেখে হাঁক দিল, 'গোলো।'

কাছেই ছিল ছায়াসঙ্গী গোলো। ডাক শোনা মাত্র চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। ওয়্যাগনের দিকে আঙুল উঁচাল বেন 'কিছু বুঝতে পারছ?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল গোলো। 'হুঁ। ওয়্যাগন চালাচ্ছে জন হিকক। ওর পাশে মিজ ভিনা। ওর সোরেলটা পেছনে বাঁধা আর বাকি লোক... থেমে গেল গোলো।

'বলে যাও।' ঘোঁৎ করে উঠল বেন। 'বাকি লোকটা একজন থর্নটন। রাফ যার নাম। ও শহরে গিয়েছিল, সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ওয়্যাগন বেড়ে ওই শুয়ে আছে...হয় আহত, নয় মাতাল। এতটা যে নিজের স্যাডলে পর্যন্ত চড়ে বসতে পারেনি।' তিক্ত শোনাল বেনের গলা।

অফিস থেকে বেরিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে ভার্জিনিয়া আর ম্যাক র‍্যামন। মা-ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের নির্বিকার মুখে। পলক মাত্র দেখল বেন ওদের। পরমুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিল এগিয়ে আসা ওয়্যাগনের দিকে।

boighar.com

অস্বস্তি বোধ করছে জন। অভ্যর্থনার ধরনে বোঝা যাচ্ছে আন্তরিকতার চেয়ে তিক্ততাই তাতে বেশি। এটা থর্নটনদের পারিবারিক ঝামেলা, ভাবল সে, এখানে ওর উপস্থিতি অনভিপ্রেত।

দ্রুত কথা বলে উঠল ভিনা, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, জন।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে ওয়্যাগন থামাল জন। ক্রাচে ঠক ঠক করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বেন, পাশে গোলো। ওয়্যাগন বেডে শোয়া লোকটার ওপর দুজনের চোখ। 'আহত?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইল বেন।

'না,' মৃদুস্বরে জবাব দিল ভিনা।

সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলল বেন। আগের চেয়ে কর্কশস্বরে বলল, 'যাকে বলে একদম গৌরবময় প্রত্যাবর্তন! নিজের কী অবস্থা, সেটা বোঝার মত ক্ষমতা পর্যন্ত নেই ওর। ওর মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়া উচিত।'

'না, দাদু,' আপত্তির সুর ভিনার গলায়।

নাতনীর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল বেন। 'ঠিক আছে, বাছা। যত যা-ই হোক, সে তো আমাদেরই লোক, তাই না? তার ওপর অসুস্থ।' জনের দিকে চাইল। 'গোলোর সাথে তুমি একটু হাত লাগাবে?'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জন, সীট থেকে নামল।

ওয়্যাগন বেড থেকে ধরাধরি করে নামাবার সময় ঝাঁকুনিতে মদের ঘোর কিছুটা কেটে গেল রাফের। মুখ দিয়ে 'ঘোঁৎ' জাতীয় কিছু শব্দ বেরিয়ে এল। বোঝা গেল আগের সে বেহাল অবস্থা আর নেই, অবস্থার উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে। জন আর গোলো ওকে ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে দাঁড় করাল। ধরে রাখল দু'পাশ থেকে। বারকয়েক হালকা ঝাঁকুনি দিল ওকে জন, মদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল। দু'পাশ থেকে দুজনের সাপোর্ট পেয়ে হাঁটতে শুরু করল রাফ। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে প্রধান দরজা খুলে দিল ভিনা।

একটা ঘরের সামনে নিয়ে গেল ওদের। দরজা খুলে দিল। রাফকে ঘরে ঢুকিয়ে একটা বাঙ্কের ওপর শুইয়ে দেয়া হলো। ওর পা থেকে বুটজোড়া টেনে খুলে নিল গোলো। জন চলে যাবার জন্যে ঘুরতেই ওকে থামাল ভিনা। গাঢ় স্বরে বলল, 'তুমি না-চাইলেও তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত, জন। অন্তর থেকেই।'

'ঠিক আছে, ভিনা, ঠিক আছে,' বিব্রত বোধ করল জন। 'ধন্যবাদের দরকার হবে না। তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছি বলে ভালই লাগছে আমার।'

বাইরে, পোর্চে দাঁড়ানো মা-ছেলের মুখোমুখি হয়েছে বেন থর্নটন। ম্যাক র‍্যামনের ভারী মুখ অবজ্ঞায় বেঁকে গেছে, ভার্জিনিয়ার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। স্বামীর এ-দুরবস্থা যেন কোনওভাবে স্পর্শ করতে পারছে না ওকে।

পাঁচ সেকেন্ড পালাক্রমে ওদের দেখল বেন। তারপর আগুনে দৃষ্টি হানল ম্যাকের ওপর। 'নিশ্চয় খুব মজা পাচ্ছ, না? পাবেই তো। সে তো আর তোমার নিজের বাবা নয়। সৎ পিতা। তুমি কেন ওর জন্যে কষ্ট পাবে? কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছ, ওটা তোমার বাবার নয়, সৎ বাবার। নিজের বাবাকে হারিয়ে যখন পথে বসতে যাচ্ছিলে, তখন তোমার মত অপোগণ্ডকে সে-ই ঘরে তুলে এনেছিল। সত্যিকারের ঘরে। যে-ঘরে ঢোকার যোগ্য তুমি ছিলে না, যে-ঘরে ঢোকার চিন্তা তোমার মত চাষার ছেলে জীবনেও করতে পারতে না।

'ও তোমাকে একটা ভাল পরিবেশে মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিল। তুমি যদি তার উপযুক্ত হতে, তা হলে ঠিকই মানুষ হতে। কিন্তু তা হতে পারোনি বলেই এখন তার দুর্দশার সময় তোমার মুখে কৃতজ্ঞতা আর সমবেদনার পরিবর্তে উপহাসের চিহ্ন।'

থামল বেন, দম নিল। তারপর ফের বজ্রনির্ঘোষে শুরু করল, 'তুমি উপহাসের হাসি হাসছ, তোমার মুখে বিদ্রূপের চিহ্ন। অথচ তুমি যদি সত্যিকার মানষ হতে, তা হলে আশ্রয়দাতাকে ওয়্যাগন

boighar.com

থেকে নামিয়ে আনার জন্যে ছুটে আসতে তা না করে দাঁড়িয়েছিলে বাইরে থেকে মজা দেখতে ছুটে আসা অনাত্মীয়ের মত। এ থেকে বোঝা গেছে, তুমি আমাদের কেউ নও। সুতরাং আমাদের সাথে থাকার অধিকারও তোমার নেই। দূর হও, র‍্যামন, 'নটিনদের ঘর থেকে এক্ষুনি দূর হও সূর্য ডোবার আগে তল্পিতল্পা নিয়ে দূর হয়ে যাও হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ থেকে এর ত্রিসীমানায়ও যেন তোমাকে আর না-দেখি। স্লোপারের দোকানে তোমার জন্যে একশ ডলার রাখা থাকবে। ওটা নিয়ে নিয়ো। তবে আমার কাছে তোমার চেয়ে একশ ডলারের দামও অনেক বেশি। তবু ওটা দিচ্ছি যেন কাজকর্ম জুটিয়ে নেয়ার আগে না-খেয়ে না-মরো।'

বেন থামার পরও কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ম্যাক র‍্যামন। যেন বুঝতেই পারেনি এতক্ষণ ধরে ওকে কী বলা হয়েছে। যখন বুঝতে পারল, তখন ওর চোখে একই সাথে হতাশা আর অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটল। কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু বারদুয়েক ঢোক গেলা ছাড়া মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না। তবে ওর মাকে, ভার্জিনিয়া থর্নটনকে, ওর মত দিশেহারা মনে হলো না। ছেলের পরিবর্তে ও-ই হাল ধরতে এগিয়ে এল। চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ নিয়ে বলল, 'এটা একটা হাস্যকর কথা পাগলামি। ম্যাক আমার ছেলে। আমার ঘরে থাকার সব অধিকারই ওর আছে। আমি যেখানে থাকব, সেও সেখানে থাকবে।'

'কিন্তু আমার র‍্যাঞ্চে নয়,' পুত্রবধূর প্রতি কোনও সমীহের চিহ্ন নেই এখন বেনের গলায়। 'যার স্ত্রী হয়ে এ-র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে এতটা অধিকার সচেতন, তার দুর্দশায় কিন্তু তোমাকে মোটেই বিচলিত মনে হয়নি। বরং মুচকি হেসেছ অনাত্মীয় মহিলার মত ঠিক আছে, ছেলেকে যদি ছাড়তে না-পারো, তখন ওর সাথে তুমিও চলে যাও।'

তর্ক জুড়তে তৈরি হচ্ছিল ভার্জিনিয়া, কিন্তু জন আর গোলো ফের ঢুকতেই চুপ মেরে গেল। একই সময়ে কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল বাইরে মাসট্যাং হিলের দিক থেকে র‍্যাঞ্চ

হেডকোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে আসছে ঘোড়াগুলো।

মা-ছেলের বিধ্বস্ত চেহারা আর বুড়ো থর্নটনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মুখ দেখে মুহূর্তেই যা বোঝার বুঝে নিল জন। ব্যাপারটা এরচেয়ে বেশি গড়ানোর আগে সরে পড়ার তাগিদ অনুভব করল ও। চলে যাবার জন্যে তৈরি হলো ও কিন্তু তার আগেই মা-ছেলেকে ছেড়ে ওর দিকে মনোযোগ দিল বেন। 'জন,' ডাকল ওকে।

র‍্যাঞ্চারের দিকে চাইল জন। 'হুঁ। কিছু বলবে?'

'তুমি কি দু'মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে?'

একটু ইতস্তত করল জন, তারপর মাথা দোলাল।

ডুমুর গাছের নীচে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল বেন। বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে হেলান দিল। তাকাল জনের দিকে ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটতে দেখল জন। তবে তার চেহারার ক্লান্তি ও তিক্ততা পুরোপুরি ঢাকা পড়ল না তাতে। 'তুমি শুধু আমার খোসাটাই দেখছ, বাছা,' মৃদুস্বরে বলল। 'আমার এ-হতচ্ছাড়া পা দুটো...

সামনের সমতলে তাকিয়েছিল গোলো। চাপা স্বরে বলল, 'ওরা এসে গেছে, মি. থর্নটন। মিল আর বেরিং।'

'হুঁ।' সন্তুষ্টির সাথে মাথা নাড়ল বেন। 'বেশিক্ষণ লাগবে না, বাছা,' জনকে বলল। 'এ-র‍্যাঞ্চ কে চালাচ্ছে, তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগছে এখানকার কিছু লোক আমি তাদের বিভ্রান্তিটা দূর করে দিতে চাই।'

হ্যাকামোর রাইডাররা র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে এসে ঢুকল। সরাসরি করালে চলে গেল ওরা। ঘোড়া থেকে নেমে পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে নিয়ে বাঁধল করালে। উঁচু গলায় বেন হাঁকল, 'মিল আর বেরিং তোমরা এখানে আসো।'

বজ্রনির্ঘোষের মত গলা শুনে চমকে উঠল দুই রাইডার। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এক পাও এগোল না কেউ।

ডুমুর ডালের ফাঁক থেকে কারবাইনটা নিয়ে এল গোলো,

boighar.com

মনিবের হাতে ধরিয়ে দিল। এক মুহূর্ত পরে গর্জে উঠল কারবাইনটা। করালের পাশে এক জায়গায় ধূলি ওড়াল বুলেট। গুলিটা ওখানেই লাগিয়েছে বেন। 'আমি কি বলেছি, তোমরা শুনেছ? আমার কাছে আসতে বলেছি, নইলে...খোদার কসম, খুলি উড়িয়ে দেব। ভেবো না আগের গুলিটা মিস করেছি।...কই, আসো বলছি।'

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল দুজন। গোমড়া মুখ। র‍্যাঞ্চারের হম্বিতম্বি পছন্দ করছে না। মিলের শরীর হাড্ডিসার, গোল মুখ, সূচাল মাথা। বেরিং শক্তপোক্ত, বিশাল শরীরের। মুখ বিষণ্ন, রুক্ষ।

'আমি আর বেরিং মাত্র কাজ থেকে এসেছি,' শুরু করতে গেল মিল। 'মাত্র স্যাডল...'

'চুপ। কোনও কথা নয়। যা বলার আমিই বলব। তোমরা শুনবে। গতরাতে অনিয়নের সাথে তোমরা দুজন লং কোলিতে ছিলে, ওখানে যারা থাকে তাদের ঘরদোরে আগুন লাগানোর কাজে। আমি তোমাদের সেরকম কোনও কাজ করতে বলিনি।'

'আমরা জানি...' আমতা আমতা করতে লাগল মিল। 'কিন্তু ম্যাক আমাদের পাঠিয়েছিল ওর সাথে। আমরা ভেবেছি...'

'হ্যাঁ, তোমরা ভেবেছ হ্যাকামোরের মালিকানা পাল্টে গেছে। থর্নটন নয়, র‍্যামনই এখন হ্যাকামোরের বস। ওর ভাব-ভঙ্গিতেও অবশ্য ইদানীং তা-ই প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু তোমাদের ভাবনা ভুল ছিল। ওর মতই। তাই ওর মত তোমাদেরও হ্যাকামোরের পে-রোল থেকে বাদ দেয়া হলো। এ-মুহূর্ত থেকেই। তোমাদের মালপত্র যা আছে, তা গুছিয়ে নিয়ে এক্ষুনি ভাগো।'

এক পা থেকে শরীরের ভর অন্য পায়ে পাল্টাল বেরিং। তারপর ঘেউ ঘেউ করে উঠল, 'তুমি এটা ঠিক করলে না, বুড়ো। আমি সহ্য করব না। আমার কথা কি তোমার কানে গেছে? আমি সহ্য করব না।'

সরু চোখে লোকটার দিকে তাকাল বেন। তারপর হিমশীতল গলায় বলল, 'আমার বয়স যদি আর দশটা বছর কম হত, কিংবা

যদি পা দুটো অচল না-হত তা হলে তোমাকে গুলি করতাম না, জ্যান্ত কবর দিতাম হ্যাকামোরের মাটিতে। আর নয়তো খুঁটিতে বেঁধে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে লবণ মাখিয়ে দিতাম, বুঝলে? তুমি...' কারবাইনের লেভার টেনে একটা গুলি পাঠাল চেম্বারে। 'এখন আমি আরেকটা গুলি ছুঁড়ব। ভেবো না এটা কানের পাশ ঘেঁষে মাটিতে গিয়ে বিঁধবে। কথাটা তুমি বিশ্বাস করলে ভাল করবে। এবার দূর হও আমার সামনে থেকে। দুজনই।'

দুজনের কারও মুখেই কথা জোগাল না এবার। পাঁচ সেকেন্ড স্রেফ বোবা হয়ে রইল ওরা বুড়োর দিকে চেয়ে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল স্পারের ঝুনঝুন শব্দ তুলে।

হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে কারবাইনটা রেখে জনের দিকে চাইল থর্নটন। ওর চোখে অস্বস্তি। 'ভেবেছিলাম, এ-উপত্যকায় আগের মত জোর জবরদস্তির দিন নেই। কিন্তু কিছু মানুষের স্বভাব কিছুতেই পাল্টায় না, বাছা।... আচ্ছা, লং কোলির লোকগুলোকে কি তুমি চেন?'

'চিনি,' জানাল জন।

'ওদের কেউ কেউ ক্রিক মিডৌতে ক্যাম্প করেছে। ওরা যদি আর কটা দিন ওখানে থাকে, আমি নিজেই যাব ওদের সাথে কথা বলতে। বলব, ওরা যেন ওদের জায়গায় ফিরে আসে। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই। আশ্বাস আর নিরাপত্তা পেলে ওরা আবার ফিরে আসবে।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল বেন। 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আর তোমার দাদু ডেলা সেবাস্তিয়ানা, সে ভদ্র মহিলাকেও আমার আদাব দিয়ো। রাফকে রাস্তা থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে আসার জন্যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যদিও ওটা ওর প্রাপ্য ছিল না। আর...' থামল ক্ষণকাল। 'আমার যৌবনে আমি কিছু লোককে কষ্ট দিয়েছিলাম। এমনকী, তোমার দাদুর সাথেও ভাল ব্যবহার করিনি। এখন নিজের ছেলেকে দিয়ে এসবের প্রায়শ্চিত্ত করছি হয়তো।'

boighar.com

ম্যাক আর ভার্জিনিয়াকে পাশ কাটিয়ে নিজের ওয়্যাগনের দিকে এগোল জন ওদের দুজনকে এখনও হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে।

গুলির শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভিনা, এখন পোর্চের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে উদ্বেগ। ওকে হ্যাট ছুঁয়ে সম্মান দেখাল জন। ওয়্যাগন সীটে বসে লাগাম আছড়াল। চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। বিকেলের সূর্যের ক্রম ঘনায়মান লালিমায় যেতে যেতে ওর চোখে বারবার ভেসে উঠতে লাগল ভিনা থর্নটনের তন্বী শরীর আর কোমল বিষণ্ন মুখখানা।

চার

সূচিকর্মে নিপুণ হাত ডেলা সেবাস্তিয়ানা আরগুয়েলোর। সানডাউন র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানে সাধারণ একটা অ্যাডোবের দেয়ালে হেলান দিয়ে এ-মুহূর্তে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। ছোটখাট গড়নের বনেদী চেহারার মহিলা ও। বয়স সত্তরের নীচে নয়; সারামুখে অজস্র বলীরেখা, এক সময়কার চকচকে কালো চুল এখন তুষারশুভ্রতা। তবে যৌবনের সে সুচারু মসৃণ আঙুলগুলো কমনীয়তা হারালেও কর্মক্ষমতা হারায়নি এক বিন্দুও। কালো দু'চোখ আর আগের মত অতলস্পর্শী নয়, বয়স আর অভিজ্ঞতার পোড় খেয়ে খেয়ে প্রাজ্ঞ। তবে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আর জোর রয়ে গেছে আগের মতই। এ-মুহূর্তে ওর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে জন দেখল দাদুর চোখে সে পুরানো আভিজাত্যের অহঙ্কার আর ওর জন্যে অপরিসীম মমতা।

'সমস্যা, *মিগুয়েলিটো?*' নরম স্বরে জানতে চাইল বৃদ্ধা। 'উপত্যকায়?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল জন। 'আমাদের জন্যে এবং হয়তো সবার জন্যে।' দাদুর পাশে বসে পড়ল, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে

আচমকা নীরবতা নেমে এল। অ্যাডোবের পাশে গাছপালায় বাতাসের ফিসফাস, লোকাসটের পাতায় কিকেডার দাঁতের বিরামহীন ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ। একঘেয়ে। এমন যে, আচমকা নীরবতার মধ্যেও, সেটাকে আলাদা কোন শব্দ বলে মনে হচ্ছে না। বরং এটাও যেন নীরবতারই অংশ। দূর দিগন্তে চেরোকি হিলসের ধূসর-নীল শামিয়ানা, তার ওপর ক্যালিফোর্নিয়ার নির্মেঘ নীলাকাশ। বিকেলের ভাঁপানো ভারী বাতাস, লোকাসটের বনে ফোটা ফুলের গন্ধমাখা।

'দুনিয়ার মানুষগুলো,' নীরবতা ভাঙল ডেলা সেবাস্তিয়ানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কেন যে খামোখা পরস্পরকে ঘৃণা করে, কথায় কথায় লড়াই বাধায়!'

'হ্যাঁ।' দাদীর দিকে চাইল জন। 'আমিও তাদের একজন। আজ শহরে গিয়ে এমনএকটা ব্যাপারের সাথে নিজেকে জড়িয়েছি, যেটায় আমার জড়ানোর কথা নয়।'

'তাই নাকি? তা এতক্ষণ বলোনি কেন?'

বলল জন। প্রথমে ধীরে ধীরে শুরু করল, শেষ করল দ্রুততা এবং তিক্ততার সাথে।

'কিন্তু সিনর থর্নটন...' বিড় বিড় করল ডেলা সেবাস্তিয়ানা। 'এতটা অসহায়...'

'দাঁড়াতেও পারছিল না ঠিকমত। আমাকে কিংবা কাউকে চিনতেও পারছিল না। সে-অবস্থায় কারও সহানুভূতি পাবার যোগ্য ছিল না সে। তারপর আমি জড়িয়ে পড়েছি। আসলে জিল ফ্রাজি ভীষণ বাড়াবাড়ি করছিল।...আ-আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

'কিন্তু হৃদয়টা তো ঠিক রাখতে পেরেছ,' নরম গলায় ওকে আশ্বস্ত করল দাদী। 'তুমি ঠিক কাজটাই করেছ, বাছা। হুঁ, তারপর?'

'তারপর আঙ্কেল জেফ রুপার্ট বলল ওয়্যাগনে করে রাফকে

হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। বলল, তুমি শুনলে নাকি বলবে আমি ঠিক কাজটাই করেছি।'

তুষারশুভ্র মাথাটা বারকয়েক দোলাল বৃদ্ধা। 'ভালই করেছ ওর কথা শুনে।'

'এমনকী এরকম গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পরও?'

'হ্যাঁ, এরকম গোলমালে জড়িয়ে পড়ার পরও,' দৃঢ়স্বরে বলল বৃদ্ধা। 'কারণ ঘটনাটা তোমার সামনেই ঘটেছিল। ভয় নেই, জিল ফ্রাজি আমাদের ঘাঁটাতে আসবে না। ওর সে-সাহস নেই। বদ্ধ মাতালের কাছে যে-লোক শক্তির দম্ভ দেখায়, সে-লোকের বুদ্ধি এবং সাহস দুটোই নিম্নমানের। সত্যিকারের সাহস ওর থাকে না।' অভিজাত মুখখানা সামান্য উঁচাল সেবাস্তিয়ানা। নাতিকে দেখল। 'তুমি অনেকটা তোমার বাবার মত। সে রকম লম্বা চওড়া ও সুদর্শন। ও সব সময় যা ঠিক মনে করত, তা-ই করত। সে নিজের জন্যে হোক কিংবা বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের জন্যে হোক।'

'এবং সে জন্যেই অকালে মরতে হয়েছিল ওকে,' ক্ষুব্ধস্বরে মন্তব্য করল জন। 'অন্যের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে।'

'ঠিক তা-ই,' স্বীকার করল দাদী। ওর গলায় শোকাভাস। 'ও পরের জন্যে নিজের জীবন দিয়েছিল। তবে এমন মৃত্যু গৌরবের, সম্মানের।'

আনমনা দেখাল বৃদ্ধাকে। পুরানো স্মৃতি জেগে উঠেছে মনে। খানিক পরে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমাদের জন্যে খুব বড় দুঃখের দিন ছিল ওটা। তোমার মা, আমার ছোট্ট কারমেলা, সে শোক সইতে পারেনি। তোমার বাবাকে খুব বেশি ভালবাসত বেচারী। স্বামীকে হারিয়ে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তাই...' সামান্য কেঁপে উঠল বৃদ্ধার গলা। 'তাই...বছরখানেকের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল। আমার বুকের একদিকে রেখে গেছে অপরিসীম শোক আর একদিকে তোমার জন্যে অপরিসীম দায়িত্ব আর মমতা। এবং সেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখল।'

বয়সের ভারে ভোঁতা হয়ে আসা চিবুক উঁচু হয়ে উঠল সেবাস্তিয়ানার, কাঁধ দুটো সোজা হলো। বর্ষীয়ান কালো চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে উঠল সাহস আর দৃঢ়তা। 'জীবনের অনেকগুলো ভাল দিক আমরা দেখেছি...আমরা দুজনে। ভয় পেয়ো না বাছা, আমরা বেঁচে থাকব সম্মান আর মর্যদা নিয়ে।'

নিজের বিশাল দু'হাতে দাদীর ছোট্ট একখানা হাত তুলে নিল জন। হাসল। 'তুমি আসলেই গ্রেট, *অ্যাবুয়েলা*,' আহ্লাদের স্বরে বলল। 'নইলে কি আর এমনি এমনি বেন থর্নটন তোমার কাছে সম্মান আর শুভেচ্ছা পৌছাতে বলে?'

জন হিককের দাদু ডন এমিলিও আরগুয়েলোর জোয়ান বয়সে সানডাউন *র‍্যাঞ্চোর* দারুণ রবরবা ছিল। পুরো স্যাগামোর উপত্যকা ছিল এর আওতায়। কিন্তু দিনে দিনে আগ্রাসী, ভূমিলোভী ইয়াঙ্কিদের সংখ্যা যত বেড়েছে, ততই আরগুয়েলো, সাম্রাজ্যের আয়তন কমে কমে বর্তমানের ম্রিয়মাণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রচণ্ড হতাশা আর আতঙ্কের সাথে দিন দিন নিজের সাম্রাজ্যের পতন দেখেছে ডন এমিলিও। আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনেছে। অসৎ রাজনীতিবিদদের প্রতারণা আর ইয়াঙ্কি বিচারকদের অবহেলায় একে একে হাতছাড়া হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চের অধিকাংশ জমি। আচমকা এ-বিপর্যয় সহ্য করতে পারেনি সহজ সরল অভিজাত স্প্যানিশ ডন, দুশ্চিন্তা আর অপমান বোধে দ্রুত বুড়িয়ে যেতে থাকে। এক সময় অপরিণত বয়সেই মারা যায় সে। পেছনে রেখে যায় স্ত্রী ডেলা সেবাস্তিয়ানা আর কন্যা কারমেলাকে, সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায়।

তবে দাদুর মত অতটা ভেঙে পড়েনি দাদী। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যেতেই রুখে দাঁড়ায় এই বনেদী স্প্যানিশ মহিলা। শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সে। ওর দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত টিকে যায় বাকি সম্পত্তির মালিকানা। যদিও তা ততদিনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে স্যাগামোর ক্রিক মিডৌ আর বুটহিলের কিছু অংশে তবু নিজেদের

boighar.com

এক সময়ের আভিজাত্য রক্ষা পায় তাতে। এরপর একমাত্র মেয়ের সাথে সুদর্শন, সৎ এক আইরিশের বিয়ে হওয়ার পর স্থিতাবস্থা ফিরে পায় পুরানো স্প্যানিশ র‍্যাঞ্চ সানডাউন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস সম্পত্তি রক্ষা করে সবেমাত্র সামান্য স্বস্তি আর শান্তি পেতে শুরু করেছে ডেলা সেবাস্তিয়ানা, ঠিক সে সময় জামাই এবং এর একবছর পরে মেয়েকে চিরতরে হারাল সে থেকে একমাত্র নাতিই তার অন্ধের যষ্টি, চোখের মণি

বুড়ি দাদীর দিকে মমতা ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে শোনা পুরানো কথাগুলো মনে পড়ে গেল জনের। দাদীর ছোট্ট হাতটায় চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'বেন থর্নটন জানতে চেয়েছিল, যে ক'জন লোক লং কোলি থেকে উৎখাত হয়ে আমাদের এখানে এসে ক্যাম্প করেছে, আমরা তাদের দিন কয়েক থাকতে দেব কিনা। আমি ওকে বলেছি, দেব। খবরটা ওদের জানাতে হবে।'

'ভাল করেছ, মিগুয়েলো। তবে এখনি যাবার দরকার নেই, কাল সকালে গেলেও চলবে।'

সানডাউন র‍্যাঞ্চ হাউস তৈরি করার সময় প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছিল। ঠাণ্ডা, নিচু ছাদের ঘর, প্রশস্ত কক্ষ। উঠানের তিন দিক ঘেরা। পুরু দেয়ালগুলো অ্যাডোবে ধাঁচের। চারদিকে জানালা, দুদিক থেকে খোলা যায়। ডন এমিলিওর সময় প্রত্যেকটা ঘরে মানুষ গিজগিজ করত। অসংখ্য কাজের লোক, চাকর বাকর, আত্মীয়-অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব। কিন্তু এখন সেসব দিন গেছে। এখন মাত্র চারজন প্রাণী। জন, সেবাস্তিয়ানা, কাজের লোক রিতা আর তুলিও। বেশির ভাগ কক্ষই এখন অব্যবহৃত। ধুলো জমেছে পরতের পর পরত। পুরানো স্মৃতির ভাপসা আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে কালে ভদ্রে সেগুলোতে ঢুকলে।

উঠান পেরোতে রিতার রান্নার সুবাস নাকে ঝাপটা মারল জনের। বিকেল মরে গিয়ে সন্ধে নেমে আসছে। ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে

যাচ্ছে সিডার রিমের ওপাশে। ম্লান সূর্যের লাল আলোয় চিক চিক করছে গাছগাছালির পাতা উপত্যকায় নেমে আসা পাহাড়ের ছায়া ধোঁয়াটে, ধূসর; তবে মাসট্যাং হিলস আর ব্লুরিজের চূড়োয় এখনও নরম রোদের ঝিলিক

নিজের প্রিয় ট্রেইল হর্সটার পিঠে স্যাডল চাপাল ও। মিড়োর দিকে চলল। সামনে মাইল খানেক দূরে একটা ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়া। লং কোলি থেকে বিতাড়িত লোকগুলো ওখানে রাত্রিযাপন করছে। জায়গাটা সানডাউন র‍্যাঞ্চ এরিয়ায়। জন ক্যাম্পফায়ারের কাছাকাছি হতে দুজন লোক বেরিয়ে এল ক্যাম্প থেকে। ম্যুর আর বেলেট। মোটাসোটা গড়ন ম্যুরের। মাথার চুল পাকা গমের রঙ। জনকে দেখে ভুরু কুঁচকাল লোকটা, বিরস স্বরে বলল, 'আমরা তোমার কোন ক্ষতি করছি না, হিকক। এখানে কদিনের জন্যে ক্যাম্প করেছি। জানো তো ওরা আমাদের কী অবস্থা করেছে। কিন্তু সেটা তোমার নয়, আমাদের সমস্যা। পরবর্তী করণীয়টা ঠিক করতে পারলে আমরা চলে যাব এখান থেকে।'

'বড়জোর সপ্তাহ কিংবা দশদিন,' ওর সাথে যোগ দিল বেলেটও।

ওদের দুজনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মহিলা এবং শিশুরা। মেয়েদের চোখে উদ্বেগ, দিশেহারা ভাব; শিশুরা আতঙ্কিত, গতরাতের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা ভোলেনি এখনও।

দলের মধ্যে ম্যুরের মেয়ে সেরিনাও আছে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স মেয়েটার। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ভরাট বুক। নীল চোখ আর সোনালি চুল। ওর পাশের ছেলেটা বেলেটের। জিম বেলেট। বয়সে বছর খানেকের বড় হবে মেয়েটার চেয়ে। তবে এরই মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ যুবকের অভিব্যক্তি ওর চেহারায়। ছেলে-মেয়ে দু'জনেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে জনকে।

'কোন অসুবিধে নেই,' মৃদু হাসল জন। 'আমি তোমাদের সে-কথাই বলতে এসেছি। তোমরা নিশ্চিন্তে বসে তোমাদের করণীয়

boighar.com

ঠিক করে নাও, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আজ বিকেলে আমার সাথে কথা হয়েছে বেন থর্নটনের। বেন তোমাদের দেখতে আসবে। আমার ধারণা, ও তোমাদের লং কোলিতে ফিরে যেতে বলবে।'

'ফালতু কথা বলছ তুমি, জন,' আগের চেয়ে বিরস শোনাল ম্যুরের গলা। 'ও আমাদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'ও তাড়ায়নি,' গোঁয়ার লোকটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল জন। 'লং কোলি থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেবার আদেশ ও দেয়নি।'

ঘোঁৎ করে উঠল ম্যুর। জনের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে বেলেট মাথা দোলাল সায় দেয়ার ভঙ্গিতে। 'থর্নটনের সে ছোটখাট রাইডারটাও বলেছে একথা। কী যেন নাম লোকটার...আচ্ছা, গোলো। ও বলেছে, এর জন্যে থর্নটন দায়ী নয়।'

'ওটা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু গতরাতে লং কোলিতে আগুন ধরানোর সময় দুজন হ্যাকামোর রাইডারও ছিল। বেরিং আর মিল। কোন সন্দেহ নেই ওরাই ছিল ওই জঘন্য কাজটার পুরোভাগে।

সিগার বানিয়ে ধরাল জন। 'কিন্তু এটা শোনোনি যে, মিল আর বেরিংকে হ্যাকামোর পে-রোল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বরখাস্ত করা হয়েছে ওদের। আজ বিকেলে ওদের বিদেয় করে দেয়ার সময় ওখানে আমিও ছিলাম। ওর বিনা হুকুমে কাজ করাটা পছন্দ হয়নি কেনের।'

চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল ম্যুর। ওর বিরক্তি আর ক্ষোভ আগের চেয়ে কমেছে। 'বেন আমাদের লং কোলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কেন?'

'সে আমি জানি না। ও শুধু বলেছে, তোমাদের কাছে আসবে, তোমাদের নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে।'

'ঠিক আছে,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ম্যুর, 'আমরা ওর জন্যে এখানে অপেক্ষা করব। আর,' একটু থেমে বলল, 'আমাদের এখানে

থাকতে দিচ্ছ বলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

'কোন ক্ষতি নেই। থাকো তোমরা।'

সন্ধের আগে আগে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ থেকে একটা বাকবোর্ড বেরোতে দেখা গেল। উপত্যকার রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল ওটা। বাকবোর্ডের চালক গোলো আর আরোহী বেন থর্নটন। বাকবোর্ডটা যখন ইন্ডিয়ান ফোর্ড পৌঁছাল, তখন ব্লু রিজের ওপাশ থেকে শুক্লপক্ষের প্রায় ভরাট চাঁদ উঁকি দিতে শুরু করেছে। সাদা আলো আর কালো অন্ধকারের মিশেলে রুপালি রঙ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

ইন্ডিয়ান ফোর্ড লোকজনে সরগরম। ক্যানিয়ন হাউস, লিভ ওক হোটেল, স্যাম স্লোপারের দোকান আর আঙ্কেল রুপার্টের অফিসে হলুদ বাতি জ্বলছে।

আঙ্কেল রুপার্টের অফিসের সামনে বাকবোর্ড থামাল গোলো। বেন থর্নটনকে নামতে সাহায্য করল। ক্রাচে ভর দিয়ে অফিসের দিকে এগোল থর্নটন। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গোলোর দিকে। 'এখানে কতক্ষণ লাগবে, বলা যায় না। তুমি বরং স্লোপারের ওখানে চলে যাও।'

'আমি কাছেপিঠেই থাকব, মি. থর্নটন,' গোলো বলল।

থর্নটন দরজা ঠেলে অফিসে ঢুকতেই স্লোপারের দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল গোলো।

দোকানে একা বসেছিল স্লোপার। পকেট থেকে একটা চেক বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল গোলো। বেনজামিনই থর্নটন স্বাক্ষরিত হারবিন সিটি ব্যাংকের চেক। চেকের সাথে ছোট একটা নোট। নোটটা এক নজর দেখল স্লোপার। চিবুক চুলকাল 'মিল আর বেরিং এসেছিল টাকা-পয়সার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে। ম্যাক র‍্যামন এখনও চেহারা দেখায়নি। বেনকে শেষ পর্যন্ত কাজটা করতেই হলো...

boighar.com

'মি. থর্নটন যা করার, তা করেছেন,' শান্ত স্বরে বলল গোলো। 'তুমি ওদের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দিয়ে চেকটা ক্যাশ করে নিলে উনি খুশি হবেন।'

'নিশ্চয়। যে কোন সময়।'

দোকান থেকে বেরিয়ে ক্যানিয়ন হাউসের দিকে গেল গোলো মোটামুটি লোক সমাগম হয়েছে সেলুনে। বারের পেছনে বোতল আর গ্লাস নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত কেন্ট ব্রেইরি। ওর অদ্ভুত শরীরের নড়াচড়া দেখল গোলো কিছুক্ষণ, তারপর চোখ বুলাল পুরো সেলুনের ওপর। দেয়ালের দিকে একটা টেবিলে দেখল ম্যাক র‍্যামন, গ্রেস মিল আর টড বেরিংকে। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাঠখোট্টা স্বরে বলল, 'তোমাদের অপেক্ষার পালা শেষ। স্লোপার বসে আছে তোমাদের জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে।'

কড়া চোখে তাকাল তিনজন ওর দিকে। চেয়ার ছেড়ে উঠল মিল আর বেরিং, গট গট করে বেরিয়ে গেল কোনপ্রকার সম্ভাষণ ছাড়াই। ওদের মত অতটা তাড়াহুড়ো করল না র‍্যামন। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল। চোখের আগুনে ভস্ম করে দিতে চাইছে গোলোকে। তা সম্ভব হলো না দেখে আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই শালা দালালের কথায় ছুটতে হবে নাকি আমাকে? আমি কি তোর মত কুকুর যে ওই বেজন্মা বুড়োটার ইশারায় নাচব?' বলতে বলতে চেহারা ভয়ঙ্কর করে তুলল সে। ডান হাতে মুঠো পাকাল।

শীতল চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল গোলো, একটি কথাও বলল না। আচমকা ওর শীতল চোখে আগুনের ঝলক দেখে যেন তাড়াতাড়ি চোখ নামাল ম্যাক। বুঝতে পেরেছে, ছোটখাট লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ওঁর পক্ষে বুঝে ওটা সম্ভব নয়। ঘোঁৎ করে উঠে লাথি মেরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে দরজার দিকে এগোল ও, ব্যাটউয়িং ডোর ঠেলে বেরিয়ে গেল।

লোকটার দিকে একবার মাত্র তাকাল গোলো। তারপর নাকচ করে দিল মন থেকে। বারে গিয়ে বোতল নিয়ে এসে একটা খালি

বইঘর.কম

পোকার টেবিলে বসল। টেবিলের ওপর কারও ফেলে যাওয়া *হারবিন সিটি* দুদিনের পুরানো কপিটা খুলে চোখ বুলাতে বুলাতে অল্প অল্প পান করতে লাগল।

সাপার সেরে সিগারেট ধরিয়ে ডেস্কের সামনে বসেছে আঙ্কেল জেফ রুপার্ট। আস্তে আস্তে ধোঁয়া গিলছে। এ-সময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বেন থর্নটন। প্রথমে অবাক, পরে খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আইনজীবী, 'আরে, কী আশ্চর্য! তুমি!' নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে অতিথিকে বসতে দেবার জন্যে চেয়ার নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল।

'আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও,' আপত্তি জানাল র‍্যাঞ্চার। 'আগের মত নেই আর, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে চেয়ারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না, ভাবছ কেন?'

হাসল রুপার্ট। 'তোমার অবস্থার কিন্তু উন্নতি হয়নি, বেন।'

'এত ঝামেলা! কীভাবে হবে বলো? বেঁচে আছি, এই ঢের।' চেয়ারে বসল বেন। ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখল মেঝেয়।

'তোমার সমস্যা আমি বুঝি।' মাথা দোলাল রুপার্ট। 'অনেক দিন পরে এইরাতের বেলায় এসেছ শহরে। নিশ্চয় জরুরি কিছু?'

'তা বলতে পারো,' বিরস স্বরে স্বীকার করল বেন। 'আমি উইল পাল্টাব।'

'তাই নাকি?' সিগারে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়ল রুপার্ট। 'অবস্থা এতই খারাপ?'

বিষণ্ন মুখে মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'ঠিক তাই।'

'তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে আগে কথা বলা যাক,' প্রস্তাব দিল আইনজীবী।

'তার দরকার নেই,' প্রস্তাবটা সরাসরি নাকচ করে দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমি স্থির করে ফেলেছি। জানি কী করতে চাই। পুরানো উইলটা বের করো। ওটা আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলব।'

গলায় কোন রকম অস্থিরতা কিংবা দ্বিধার ভাব নেই বেনের।

boighar.com

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আঙ্কেল জেফ চেয়ার ছেড়ে কোণার দিকে একটা সেফের কাছে গেল। ওটা খুলে ভেতর থেকে কয়েকটা কাগজের বান্ডিল বের করল। একটা বেছে নিয়ে বাকিগুলো আবার বাক্সবন্দি করল। দলিলটা এনে বেনের হাতে দিল ও। এক নজর দেখে মাত্র ওটা ছিঁড়ে চার টুকরা করল র‍্যাঞ্চার। টুকরাগুলো ছুঁড়ে দিল আইনজীবীর ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। 'জাহান্নামে যাক সব!' বিড় বিড় করে বলল। 'তোমার কাগজ-কলম নাও। নতুন উইল বানাতে হবে।'

নতুন আরেকটা সিগার জ্বালাল রুপার্ট। লম্বা টানে এক গাল ধোঁয়া নিয়ে আস্তে ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দাঁড়াও, বেন। তার আগে একটা কথা বলি। আমি বুঝতে পারছি, কাজটা তুমি রাগের বশে করছ কোন কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তোমার মন। মনের এ-অবস্থায় কোন মানুষই সঠিকতম সিদ্ধান্তটা নিতে পারে না। ঝোঁকের বশে উল্টো পাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে পরে পস্তিয়ে লাভ হবে না। আচ্ছা, আমাকে বলো তো নতুন উইলের সাথে পুরানো উইলের পার্থক্য কী হবে?'

'ওয়ারিশ পাল্টে যাবে। আগের উইলে আমার সবকিছু আমার ছেলেই পাবে, এরকম লেখা ছিল। নতুন উইলে তার বদলে আমার নাতনী ভিনা থর্নটনকেই সব সম্পত্তির ওয়ারিশ ঘোষণা করা হবে।'

ছোট একটা টান দিল আইনজীবী সিগারে। নাকের সামনে উড়তে থাকা নীল ধোঁয়ার দিকে চাইল। 'রাফকে একদম বঞ্চিত করতে চাও?'

'হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকার থেকে? হ্যাঁ। আরে, ও তো আর না-খেয়ে থাকবে না। ভিনা ওর মেয়ে, ও-ই সব সময় বাপের দেখাশোনা করবে। আমি এটা করছি যেন রাফের স্ত্রীর অধিকার ফলিয়ে ওই দুষ্ট আর লোভী মহিলাটি হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের মালিকানার ওপর ওর বিশ্রী থাবা বসাতে না-পারে। রাফকে উত্তরাধিকারী করে গেলে ঠিক তাই করবে ও। ওই মেরুদণ্ডহীন গর্দভটার,' তিক্ত

বইঘর.কম

শোনাল বেনের গলা, 'ঘাড় ভেঙে খাবে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ধূমপান করল আইনজীবী। সামনে বসা ধূসর চোখ আর দীর্ঘদেহী ক্যাটলম্যানের সাথে ওর জানাশোনা আজকের নয়। ওকে অনেক রকম সমস্যায় পড়তে এবং তা সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে দেখেছে সে। পয়সার বিনিময়ে ও নিজেও সাহায্য করেছে ওবে আইনের জটিল ও সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচকে নিজের কাজে লাগাতে। তবে তাতে ওর আন্তরিকতারও কমতি ছিল না। বেনকে সে বোঝে। কিন্তু আজকের মত এতটা বিরক্ত আর কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। কোণঠাসা বুড়ো ভালুকের মত দেখাচ্ছে ওকে। মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। মরবে কি বাঁচবে, সে চিন্তা করছে না আর।

'মনে হয়,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল সে, 'অতটা চরমে যাওয়া ঠিক হবে না, বেন। রাফকে অন্তত কিছু অংশ হলেও দাও। এতে ওর স্ত্রীকে কিছুটা শান্ত রাখা যাবে। নইলে এ-উইলের বিরোধিতা করবে ও।'

'কিছু অংশ পেয়েই ওই মহিলা খুশি হবে ভেবেছ?' যেন বিস্ফোরিত হলো বেন। 'আরে, না না। এমনকী ও যদি সম্পত্তির অর্ধেক অংশও পায়, বাকি অর্ধেক গ্রাস করার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে। ও তো আমার ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করেনি, ও বিয়ে করেছে বিশাল হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের মালকিন বনার জন্যে। রাফের জন্যে এক বিন্দু সহানুভূতিও ওর নেই।' তা থাকলে তো সে ছেলেটার দেখাশোনা করত। ভদ্র ও সৎ গৃহবধূ হিসেবে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠত। আমি তো ওরকমই চেয়েছিলাম। কিন্তু ও চায় কেবল আমার সম্পত্তি...ও আর ওর বুনো ষাঁড়ের মত গোঁয়ার ছেলেটা আমাদের ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।' কথা শেষ করে রাগের চোটে টেবিলের ওপর একটা রামঘুসি লাগাল বুড়ো র‍্যাঞ্চার।

'তুমি বলছ উইলের বিরোধিতা করবে ও?' আবার শুরু করল

boighar.com

র‍্যাঞ্চার। 'বেশ, করতে দাও। সেটাই ভাল হবে। ফয়সালা কোর্টে হবে। সে জন্যে তুমি আছো। তুমি আইনী লড়াই লড়বে আমার পক্ষে। এমন ব্যবস্থা করবে যেন ভিনার কাছ থেকে ওই মহিলা এক ইঞ্চি জমি কিংবা একটা ডলারও ছিনিয়ে নিতে না-পারে।

'বেশ,' কাঁধ উঁচাল আইনজীবী। 'তুমি চাইলে তা-ই হবে। তবে তাতে ঝামেলা হবে, এই আর কী? তুমি হাঁটাচলায় অক্ষম হলেও এখনও এমন বয়স হয়নি যে, মরে যাবে আমার বিশ্বাস তুমি কমপক্ষে একশ' বছর বাঁচবে।' হাসল বন্ধুর দিকে তাকিয়ে।

ঘোঁৎ করে উঠল বেন থর্নটন। তারপর হাসল। 'এ প্রসঙ্গ থাক। এবার বলো, তুমি কেমন আছো?'

ম্যুর আর বেলেটের সাথে কথা বলে সানডাউন র‍্যাঞ্চে ফিরে এল জন। আবার যখন ইন্ডিয়ান-ফোর্ডের উদ্দেশে র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোল তখন চাঁদ অনেকটা ওপরে। প্রায়-পূর্ণ চাঁদের ঘোলাটে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত পুরো উপত্যকা।

মেইল ভ্যালি রোড ধরে পুবদিকে ঘোড়া ছোটাল ও, কিছুক্ষণ একনাগাড়ে চলে দক্ষিণ দিকে মোড় নিল। ওর ঘোড়া ছুটছে এক তালে। না আস্তে, না জোরে। জন ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না।

দিনের কাজ-কর্ম শেষে সন্ধে বেলায় একদম বেকার হয়ে পড়ে জন। ডেলা সেবাস্তিয়ানা বুড়ো মানুষ, খেয়ে দেয়ে আগেভাগে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। রান্নাঘরে কাজকর্ম সেরে কাজের লোক দুজন অফুরন্ত আড্ডায় মেতে ওঠে।

সন্ধে বেলাটা নিঃসঙ্গতায় ভোগে জন, অস্থির লাগে। তার ওপর আজ এমন দুটো ঘটনা ঘটেছে, যা ওর অস্থিরতা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও। সকাল বেলায় জিল ফ্রাজি আর তার কর্মচারীর সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা, তারপর ভিনার সাথে দেখা হওয়া – দুটো ঘটনাই ওর মনকে চঞ্চল করে তুলেছে। তাই সময় কাটানোর

উদ্দেশে শহরে যাচ্ছে ও।

আজকের দুটো ঘটনাই অপ্রত্যাশিত ছিল ওর কাছে। নিজের কাজে শহরে গিয়েছিল ও। স্লোপারের দোকান থেকে কেনা কাটা সেরে সোজা র‍্যাঞ্চে চলে আসার কথা। অন্যের ঝামেলায় নজর দেয়া কিংবা নাক গলানোর মত ইচ্ছে বা সময় কোনটাই ছিল না। তা-ই করত ও, যদি কাজ সেরে চলে আসার মুহূর্তে মাতাল থর্নটনের সাথে জিল ফ্রাজিরা ও রকম না করত। ব্যাপারটা স্লোপারের ভাল লাগেনি। নিজেই এগিয়ে যাচ্ছিল প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। ওকে বাধা না-দিয়ে যেতে দিলে এক হাতঅলা প্রৌঢ় দোকানদার নির্ঘাত মার খেত ওদের হাতে। তাতে স্লোপারের কাছে এমনকী ওর নিজের কাছেও ছোট হয়ে যেত জন। কাপুরুষ বলে গণ্য হত। শুধু সাহসিকতা নয়, মানবিকতার দিক থেকেও ওর জন্যে ব্যাপারটায় নাক গলানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে না-থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

তবে ওই সময় পিঠটান দিলেও, জিল ফ্রাজি ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নেবে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে ও। যে কোন নোংরা কৌশলের সাহায্যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। লাস্কির বেলায়ও সে-কথা। বিশেষত জনের হাতে মার খেয়ে হেনস্তা হওয়ার কথা কখনও ভুলবে না ও। জন ডেলাকে বলেছে সে-কথা। কিন্তু স্প্যানিশ বনেদীপনায় অহঙ্কারী বুড়ি বলে দিয়েছে, কাজটা নাকি ও ঠিকই করেছে।

ওদিকে আঙ্কেল জেফ রুপার্টের আবদারে রাফ থর্নটনকে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিতে হয়েছে ওকে। রাফের দুর্দশায় হোক বা স্লোপারের খাতিরে হোক, জিল ফ্রাজিদের বাধা দিতে এগিয়ে গেলেও, তাই বলে একটা মাতালকে একদম ওয়্যাগনে চড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। মাতাল যখন পারত, বাড়ি যেত। কিন্তু জেফ রুপার্ট ডেলা সেবাস্তিয়ানার দোহাই দিয়ে বসল। বলে কিনা ডেলা খুশি হবে এতে। ধুৎ! বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাল জন।

boighar.com

রাফকে পৌঁছে দিতে না-গেলে পথে লুৎস অনিয়নের সাথে বসচার ব্যাপারটা ঘটত না। এটাও একটা খারাপ ব্যাপার। তার ওপর থর্নটনদের পারিবারিক অন্তর্কলহে ওর অস্বস্তিকর উপস্থিতি!

কিন্তু এসব কিছুর পরেও ওর মধ্যে আরেকটা চঞ্চলতা কাজ করছে। সেটা হলো ভিনা থর্নটনের সাথে দেখা হওয়া এবং কথা বলার ব্যাপারটা। এমন নয় যে, সেটা এর আগে আর কখনও হয়নি। কিন্তু এই প্রথম ওর মধ্যে এরকম চঞ্চলতা অনুভব করছে ও।

এ-চঞ্চলতা কেন, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করল জন। ওর মনে হচ্ছে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ ঝামেলাপূর্ণ। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, সেটা আজ ও ওখানে উপস্থিত না থাকলে কোন দিন জানতে পারত না। রাফ থর্নটন কেন যে সারাক্ষণ মদে বেহুঁশ হয়ে থাকতে চায়, সেটাও আজ ভার্জিনিয়া থর্নটন আর তার ছেলের আচরণ থেকে বুঝতে পেরেছে সে। ভার্জিনিয়া থর্নটন লোভী, উচ্চাভিলাষী মহিলা। ওর নজর অনেক ওপরে। রাফ থর্নটনের স্ত্রীর অধিকার নিয়ে পুরো র‍্যাঞ্চটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় ও। দুষ্কর্মের সাথী হিসেবে পেয়েছে আগের স্বামীর ঔরসজাত ছেলেকে। বেন থর্নটন আজ যে-ব্যবহার করেছে ও আর ওর ছেলের সাথে, ওটার জের সহজে ফুরোবে না। ম্যাককে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দিলেই যে সে চুপচাপ মেনে নেবে, তা কিন্তু নয়। মা-ছেলে মিলে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করবে। সে-চক্রান্ত বুড়ো বেন সামলাতে পারবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আজ যতই হম্বিতম্বী করুক মা-ছেলের ওপর, আসলে র‍্যাঞ্চের নিয়ন্ত্রণ যে পুরোপুরি ওর হাতে নেই, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লং কোলিতে যে-লোকগুলোকে সে নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ওর বিনা অনুমতিতেই যদি কেউ ওদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার হুকুম দিতে পারে, তা হলে বুঝতে হবে, হুকুমদাতা নিজেও ভেতরে ভেতরে কম প্রভাবশালী নয়। হ্যাকামোর পে-রোলের কেউ কেউ হয়তো এরই মধ্যে নিজেদের আসল মনিব কে, তা বুঝতে

বইঘর.কম
অপচেষ্টা

শুরু করেছে। সময়মত তা ঠেকাতে না-পারলে খুব শীঘ্রই তা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে বেনের। তবে শারীরিকভাবে প্রায় অচল বুড়ো র‍্যাঞ্চারের সে-ক্ষমতা আছে কি না, তা-ই দেখার বিষয়। বেন থর্নটন ব্যর্থ-হলে ভিনার কপালে দুর্ভোগ নেমে আসবে। ঘটনাপ্রবাহ ক্রমে রক্তারক্তি আর খুনোখুনির দিকে এগোবে। কে জানে, ডেলা সেবাস্তিয়ানার আশঙ্কা অনুযায়ী সেটা হয়তো শান্ত নিরুপদ্রব এই ভ্যালীর শান্তি বিনষ্ট করবে। কারণ হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ এলাকার প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চ। এর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ঝাপটা ছোটখাট র‍্যাঞ্চগুলোকেও নির্ঘাত স্পর্শ করবে।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আঙ্কেল রুপার্টের সাথে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিল জন। রুপার্ট আইনজীবী মানুষ, ঘাঘু বুড়ো। অনেক কিছুই আগে ভাগে আঁচ করতে পারে। ওর সাথে কথা বললে হয়তো অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে।

শহরে পৌঁছে হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে আঙ্কেল রুপার্টের অফিসের দিকে গেল জন। অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল। 'দুঃখিত, আঙ্কেল জেফ, তুমি ব্যস্ত...'

আঙ্কেল জেফ মুখ খোলার আগেই ওকে আহ্বান জানাল বেন থর্নটন, 'আরে এসো এসো। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এসো, সাক্ষী হবে।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ডেস্কের কাছে গেল জন। 'সাক্ষী?'

'এটা আমার নতুন উইল, ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল বেন। 'পুরানোটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সাক্ষী হতে আপত্তি আছে তোমার?'

'আঙ্কেল জেফ বললে আপত্তি নেই।'

'হয়ে যাও, জন,' ওকে আশ্বস্ত করল জেফ রুপার্ট। 'কোন সমস্যা নেই।'

বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারের মত তার দস্তখতও বিশাল আর আগ্রাসী হলো। কলমের বেশ কয়েকটা খোঁচা লাগল ওটা শেষ করতে। দলিলটা জনের দিকে এগিয়ে দিল জেফ, কোথায় সাইন করতে হবে

boighar.com

দেখিয়ে দিল। তারপর কলম বাড়িয়ে দিল।

দস্তখত শেষ করে কলমটা ফিরিয়ে দিল জন ওকে। বেনের দিকে চাইল। বেনও চেয়েছিল ওর দিকে, যেন জন কিছু জানতে চাইলে সাথে সাথে জবাব দেবে।

কিন্তু জনকে নিরুৎসুক দেখে নিজেই জানতে চাইল, 'অবাক হচ্ছো না কেন আমি উইলটা নতুন করে তৈরি করলাম?'

'ব্যাপারটা একান্তই তোমার, মি. থর্নটন, স্যার। তুমি নিশ্চয় না-বুঝে কাজটা করছ না। আমি তোমাকে লং কোলি থেকে উৎখাত হওয়া লোকগুলোর কথা বলতে এসেছি। আমি বলেছি তুমি ওদের সাথে কথা বলতে না-যাওয়া পর্যন্ত যেখানে আছে, সেখানে থাকতে। তুমি কি যাবে দু'একদিনের মধ্যে?'

'আগামীকাল সকালেই যাব। আচ্ছা, ওদের যে আমি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি, এটাও তোমার কাছে আশ্চর্যের মনে হচ্ছে না?'

'হয়তো,' ছোট্ট করে জবাব দিল জন।

'এটাকে একধরনের অনুশোচনা বলতে পারো।' মাথা দোলাল বেন। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। একটা মানুষ যখন যৌবন হারিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে; তখন অনেক কিছুতে তার অনুশোচনা হয়। বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে মানুষের সামনে আর কিছুই থাকে না। তখন সে পিছু ফিরে চায় – এবং সেখানে দেখে সে এমন কিছু কাজ করেছে, যেগুলো করা উচিত হয়নি, সেগুলো অগৌরবের। সে সব কাজ করে আসলেই কোন লাভ হয়নি তার।

'আমার জীবনে, বিশেষ করে এ-উপত্যকায় অনেককেই ভিটেমাটি ছাড়া করেছি আমি। আজ সকালেও এ-ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলাম মনে হয় তোমাকে। আমি এমনকী ডন আরগুয়েলোর সাথেও ন্যায্য ব্যবহার করিনি। তবে আমি একা নই, আরও অনেকেই করেছে অন্যায়টা। আরগুয়েলো রেঞ্জের অনেক সম্পত্তি ঢুকেছে অনেক লোকের পেটে। তবে আমার ব্যাপারে বলতে পারি, তুমি আর ডেলা সেবাস্তিয়ানা যদি আমাকে ঘৃণা করো, আমি

বইঘর.কম

তোমাদের দোষ দিতে পারব না।'

'না,' মাথা নাড়ল জন, 'ঘৃণা করি না। কাজটা অনেকেই করেছে, তুমিও করেছ, তুমি না করলে আরেকজন করত। ও হয়তো পুরোটাই গ্রাস করে নিত। এর জন্যে...' একটু থামল জন। 'এটা হয়তো ইতিহাসেরই নিয়ম। কিন্তু ইতিহাসকে দোষ দিয়ে লাভ কী?'

একটু কেশে গলা সাফ করে নিল বেন বলল, 'সেটা ঠিক। আসলে আমরা এখানে নবাগতরা তখন আইন-কানুন নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতাম না। খেলাটা ছিল এরকম, সামনে যা-ই পাও, খামচে ধরো, নইলে আর কেউ নিয়ে যাবে। তুমি হয়তো বলতে পারো, এটা স্বার্থপরতা। আসলেও তাই। মানুষ সব কিছুকে স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবে এমন সব কিছুকে সে সন্দেহের চোখে দেখে। যাকে সে পছন্দ কিংবা বিশ্বাস করে না, তাকে নিজের কাছেও আসতে দেয় না, যেমন আমি চাই না জিল ফ্রাজি আমার ত্রিসীমানায় আসুক। জিলও নিশ্চয় তা-ই চায়। আসলে আমরা দুজনেই সেই পুরানো দিনের মানুষ। আমাদের কখনও পরিবর্তন হবে না।

'সুতরাং লং কোলির চাষাভুষোদের আমি ওখানে থাকতে দিয়েছি আমার স্বার্থে, যাতে করে জিল ফ্রাজি আমার চারণভূমিতে ওর গরু চরানোর সুযোগ না-পায়। আমার হয়ে ওরাই ওকে ঠেকিয়ে রাখবে। কিন্তু এখন আমি ভয় পাচ্ছি, অরক্ষিত লং কোলি অঞ্চলে ও আবার গরু চরানো শুরু করে কি না?'

ওর দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হলো, তবে জন কিংবা আঙ্কেল রুপার্ট কোন কথা বলল না। বেন থর্নটনও তাদের কাছ থেকে জবাব পাবার আশায় বসে রইল না। ওর মধ্যে আরেকটা ভাবনার উদয় ঘটেছে। 'জেফ, অনিয়ন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? আমার বিশ্বাস, ফ্রাজি আর আমার মধ্যে গণ্ডগোলের পেছনে ওর কিছু একটা ভূমিকা আছে। আমাদের দুজনের ঝগড়া-বিবাদ থেকে ফায়দা লোটার তালে আছে ও।'

boighar.com

'ওর সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই আমার,' জবাব দিল রুপার্ট। 'এখানে দেখছি বটে, তবে ওরকম মেলামেশা কখনও হয়নি। কথা হয়েছে একবার কি দু'বার। ওর মধ্যে সব সময় সবাইকে এড়িয়ে চলার, বলতে পারো, কাউকে পাত্তা না-দেয়ার একটা ভাব আছে। দলে থেকেও দলছুট সে, নিঃসঙ্গ নেকড়ের মত। একা থাকতে ভালবাসে।

'ওর মত লোক আরও দেখেছি আমি। এরা মানুষের সাহচর্য পছন্দ করে না। অস্বস্তি বোধ করে অনেক মানুষের মধ্যে। সম্ভবত এমন কোন ভয় ওদের ভেতর কাজ করে যে, আশপাশের মানুষ ওদের পছন্দ করবে না। সব সময় নিজেদের ওরা অপাঙক্তেয় মনে করে। এরা এক জায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারে না। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়ায়। আচরণ দুর্বোধ্য বলে সাধারণ মানুষ এদের বিপজ্জনক মনে করে দূরে সরে যায়। তবে এদের মধ্যে দুটো ভাগ আছে। এরা হয় সবচেয়ে ভাল মানুষ, নইলে সবচেয়ে খারাপ।'

ভুরু কুঁচকে আইনজীবীর বক্তব্য শুনল র‍্যাঞ্চার। ও শেষ করতে মাথা দোলাল। 'হয়তো ঠিকই বলেছ। যদ্দূর জানি, লং কোলিতে গতরাতে ওর কোন কাজ ছিল না। ওর সাথে দেখা হলে কথাটা ওকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।'

ঝুঁকে মেঝে থেকে ক্রাচ তুলে নিল ও, তারপর জনের দিকে চাইল। 'তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে, বাছা। গোলোর সাথে দেখা হলে বলবে, আমি ফিরে যাবার জন্যে তৈরি। স্লোপারের ওখানে বা ক্যানিয়ন হাউসে হয়তো ওকে পেয়ে যাবে।'

'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে, জন?' জানতে চাইল আঙ্কেল রুপার্ট।

'হ্যাঁ। তবে সেটা পরে বললেও চলবে।'

বেরিয়ে গেল জন। ক্যানিয়ন হাউসে পেয়ে গেল গোলোকে। পোকার টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে ছোটখাট গড়নের লোকটা। ওর কাছে গিয়ে বলল, 'মি. থর্নটন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,

গোলো। কাজ শেষ।'

'যাচ্ছি,' মুদুস্বরে বলল গোলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আইনজীবীর অফিসে ফিরে এল ফের জন। চাঁদের আলোয় আলোকিত পথে বেন থর্নটনের ওয়্যাগনটাকে চলতে দেখল ও। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মৃদুস্বরে মন্তব্য করল আঙ্কেল জেফ, 'মহা হারামী লোক। ভাগ্যিস, পা দুটো এখন নেই। থাকলে সে পুরানো দিনের মত পুরো উপত্যকা দাবড়ে বেড়াত এখনও।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' হাসল জন। 'পুরানো উইলটা হঠাৎ পাল্টাল কেন? বলতে অসুবিধে না-থাকলে...'

'আরে, কী বলো? অসুবিধে কীসের? তুমি তো সাক্ষী। কোথায় কীসের সাক্ষী হলে তা জানার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। আগের উইলে বেনের উত্তরাধিকারী হিসেবে ওর ছেলে রাফ থর্নটনের নাম ছিল, নতুন উইলে রাফ থর্নটনের স্থলে নাতনী ভিনা থর্নটনকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছে।' মুচকি হাসল আইনজীবী। 'রাফের বিয়ে করা দ্বিতীয় স্ত্রী যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে, পাগল হয়ে যাবে রীতিমত, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে।'

'কোন ভুল নেই। তুমি এখন যা বললে, আমিও তা নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে এসেছিলাম। তোমার সময় থাকলে...'

'আছে। চলো, ভেতরে চলো। শুনি ব্যাপারটা কী?' নিজের ডেস্কের দিকে এগোল আইনজীবী।

মনিবকে পাশে বসিয়ে ওয়্যাগন চালাচ্ছে গোলো। শহরের উত্তর মাথায় বিনি হালকের লিভারি বার্নের কাছে চলে এল। স্যাগামোর ক্রীকের তীর ঘেঁষে বার্নটা। বার্ন এবং তীরের গাছপালার ছায়া পড়ে জায়গাটা অন্ধকার। বার্নের পাশ ঘেঁষে ওয়্যাগন এগোচ্ছে, বার্নটা প্রায় পেরিয়ে গেছে, এমন সময় অন্ধকার থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল।

boighar.com

প্রথম গুলিটা ওয়্যাগনের একটা ঘোড়ার পিঠে লেগে বেরিয়ে গেল। চিৎকার ছেড়ে সামনে লাফ দিতে চাইল আহত ঘোড়া। দ্বিতীয় গুলিটা ওয়্যাগনের শক্ত হিকরি কাঠের তৈরি চাকায় লেগে চলটা ওঠাল। তৃতীয় ও চতুর্থ গুলিটা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। পঞ্চম এবং শেষ গুলিটা আঘাত করল বেনকে। গুঙিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার, লুটিয়ে পড়ল গোলোর কাঁধে।

অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠল মনিব-অন্তপ্রাণ ছোটখাট মানুষটা। ডাকল, 'মি. থর্নটন···মি.থর্নটন···

এ ছাড়া আর কিছু করতে পারল না ও। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোকে সামলাতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো ওর। একদিকে বেন থর্নটনের বিশাল দেহ ওর কাঁধ আর বাহুর ওপর, নড়াচড়াও করতে পারছে না সে। কয়েক মুহূর্ত প্রায় অন্ধের মত ছুটল ঘোড়াগুলো। বারকয়েক ঝাঁকি খেতে খেতে উল্টে যাবার দশা হলো ওয়্যাগনের। তবে গোলো দক্ষ হাতে সামলাল ঘোড়াগুলোকে। বার বার ওর অভয়বাণী শুনে স্থির হলো ওগুলো। ওয়্যাগনটাকে থামাল ও বার্নের পাশে।

পর পর পাঁচটা গুলির শব্দের রেশ যেন অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল ইন্ডিয়ান ফোর্ডের রাস্তায়। চাঁদের আলোয় বিভ্রান্ত মানুষদের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। জন হিকক আর আঙ্কেল জেফ রুপার্ট বেরিয়ে এল রাস্তায়। পর পর পাঁচটা গুলি কৌতূহল নয়, ভীতির সঞ্চার করেছে আইনজীবীর মনে। 'উঁহু,' মাথা নাড়ল ও। 'জন, এটা কোন মাতালের ছোঁড়া গুলি নয়। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে, মোটেই ভাল ঠেকছে না।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যেই যেন একজনের উঁচু গলা শোনা গেল, 'কে আছো? আমাদের সাহায্য দরকার...'

এক দৌড়ে যেখান থেকে গলার আওয়াজ শোনা গেছে, সেদিকে গেল দুজন। জনের আগেই পৌঁছল আঙ্কেল জেফ। উত্তেজনা আর উদ্বেগে নিজের বয়স আর শরীরের কথা ভুলে গেছে।

বইঘর.কম

গোলোর এক হাতে লাগাম, আরেক বাহুতে বেন থর্নটনের মাথা জড়িয়ে সীটে বসে আছে। এদের দেখে একটা কথাই শুধু বলল, 'মি. থর্নটন আহত। গুলি লেগেছে। ওরা ওকে গুলি করেছে।'

ওদের পেছন পেছন আরও অনেকে এসে গেছে ওদের একজন ন্যাট রোগ। থর্নটনদের হ্যাকামোর আর জিল ফ্রাজির স্পার লেআউটের মধ্যে ওর ছোট র‍্যাঞ্চটা। হাড্ডিসার লোকটা, চিমসে যাওয়া মুখ। দুইটি বিবদমান র‍্যাঞ্চের মাঝখানে চুনোপুটি র‍্যাঞ্চার হিসেবে দুটোকেই সমঝে চলতে হবে ওর। গোপনে সদ্ভাব রেখে চলে দুটোর সাথেই। এ-মুহূর্তে বেন থর্নটনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটা স্পার লেআউটের জন্যে একটা চমৎকার খবর হবে ভেবে আস্তে করে সটকে পড়ল ও।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে স্পার লেআউটে পৌঁছল ও। র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি হতেই অন্ধকার থেকে একটা কর্কশ গলা চ্যালেঞ্জ করল ওকে। 'কে তুমি? কাকে চাই?'

নিজের নাম বলল ন্যাট। 'আমি জিলকে চাই। ওর জন্যে খবর আছে আমার কাছে।'

'কী খবর? আগে আমাকে বলো,' হুকুম দিল কর্কশ গলা।

'বেশ, বলছি। শহরে আজ রাতে কেউ গুলি চালিয়েছে বেন থর্নটনকে লক্ষ্য করে। অ্যামবুশ।'

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল কর্কশ গলার মালিক। ভুরু কুঁচকাল। 'কী বলছ তুমি? বেন থর্নটন মারা গেছে?'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না।' ইতস্তত করতে লাগল ন্যাট। 'ওকে আমি গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছি।'

'ভেতরে চলো,' কর্কশগলা নরম হয়ে গেল। 'বস হয়তো সব কথা শুনতে চাইবে।'

র‍্যাঞ্চ হাউসে ছিল জিল। ফ্রেড লাস্কিসহ আরও কজনকে নিয়ে পোকার খেলছে।

খাওয়া দাওয়া, ঘুম, মলত্যাগ, সম্পত্তি দখল কিংবা রক্ষার মত

boighar.com

কাজগুলো যেরকম গুরুত্বপূর্ণ জিল ফ্রাজির কাছে, পোকার খেলার গুরুত্বও তারচেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ-মুহূর্তে ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ খেলায়। ফ্রেড লাস্কির সাথে রীতিমত স্নায়ুযুদ্ধ চলছে ওর। ওর হাতে বড় তাস, কিন্তু বিস্ময়ের সাথে দেখছে, ফ্রেড লাস্কিও নাছোড়বান্দা। দান নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামাচ্ছে জিল, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে ওর সুযোগ কতটুকু। ঠিক সে-সময় ন্যাট রোগকে দেখে মেজাজ প্রায় সপ্তমে চড়ে গেল ওর। খিঁচিয়ে উঠল, 'ধেত্তেরিকা! তোমার আবার এখানে কী দরকার? আসার আর সময় পেলে না? যাও এখন, যাও। কিছু বলার থাকলে পরে এসো।'

'লাস্কিকে বলল, 'কী? আর বাড়াবে নাকি দান?'

কেশে গলা সাফ করে নিল ন্যাট। 'বেন থর্নটনকে গুলি করা হয়েছে, মি. ফ্রাজি। আমি ভাবলাম, খবরটা হয়তো তোমার...'

তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হলো পোকার খেলোয়াড়ের মধ্যে, ঝট করে মাথা তুলল, তাস পড়ে গেল হাত থেকে। 'কী বললে? কার কথা বললে?'

'বেন থর্নটন। ওকে কেউ গুলি করেছে। কিছুক্ষণ আগে, শহরে। আমি ভাবলাম...

ফ্রাজির ধূসর দুচোখে অশুভ উজ্জ্বল্য ফুটল। 'কী বলছি, বুঝতে পারছ? ব্যাপারটা যদি মিথ্যে হয়, চাবকে তোমার চামড়া তুলে নেব আমি।'

'আমি গুলির শব্দ শুনেছি,' দৃঢ়স্বরে বলল ন্যাট। 'ওকে ধরাধরি করে লিভ ওকে নিয়ে যেতে দেখেছে।'

'মারা গেছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে আঘাত গুরুতর। মড়ার মত দেখাচ্ছিল।' তারপর অভিযোগের স্বরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, খবরটা তুমি শুনতে চাইবে।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, রোগ। আমি খুব খুশি হয়েছি খবরটা বয়ে এনেছ বলে। গুলিটা কে করেছে জানা গেছে?'

'সেটা জানা যায়নি। অন্ধকার থেকে গুলি করেছিল কেউ অ্যামবুশ।'

ফ্রেড লাস্কির দিকে চাইল ফ্রাজি। 'ওঠো, ঘোড়া বের করো। শীঘ্রি। এদিনটার জন্যে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম আমি। এখন পুরো ব্যাপারটা কী জানতে হবে।'

'কোথায় যাবে, জিল? শহরে?'

উঠে দাঁড়াল জিল ফ্রাজি, আড়মোড়া ভাঙল। 'শহরে পরে যাব। তার আগে যে-জমিগুলো আমার হতে যাচ্ছে, সেগুলো ঘুরে দেখব। এবং সেটা এক্ষুনি, আজ রাতেই।'

পাঁচ

ভ্যালি রোড থেকে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দিকে মোড় নিল জনের ঘোড়া। র‍্যাঞ্চ হাউসে এখনও বাতি জ্বলছে। আরেকটু কাছে যেতে অফিসের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর ছটা দেখতে পেল। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে নামল ও, পোর্চ ধরে সামনে এগোল। অফিসের দরজায় এসে নক করল। ভেবেছিল, ভার্জিনিয়া থর্নটনকে দেখবে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ভার্জিনিয়া নয়, দরজা খুলে দিয়েছে ভিনা থর্নটন।

তন্বী তরুণী মেয়েটি। পেছনে বাতির ছটা ওর চুলে ঝিলিক মারল। এক মুহূর্তের জন্যে বিমনা হলো জন। সচকিত হয়ে অভিবাদন জানাল।

অবাক হয়েছে ভিনাও। 'জন, ভেতরে এসো। দাদুর কাছে যদি এসে থাকো, তা হলে আমি দুঃখিত। দাদু শহরে গেছে।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল জন। 'আমি তোমার কাছে এসেছি, ভিনা।

boighar.com

ইয়ে মানে...বেন...

ওর বিষণ্ন মুখ এবং ইতস্তত ভাব লক্ষ করল ভিনা। তীক্ষ্ণস্বরে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, জন? দাদু...দাদুর কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মৃদুস্বরে বলল জন। 'লিভ ওক হোটেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। বিনি হালকের আস্তাবলের সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটা নিয়ে ওর জন্যে হারবিন সিটি থেকে ডাক্তার আনতে গেছে গোলো।'

'কী? কীভাবে?'

'কেউ একজন গুলি করেছে ওকে। পাঁচটা গুলির মধ্যে শেষটা বিঁধেছে গায়ে।'

আচমকা স্থির হয়ে গেল ভিনা। এক হাতে দরজার ফ্রেম চেপে ধরেছে, অন্য হাত চিবুকে। নিজেকে সামলাচ্ছে মেয়েটা। কান্না চাপছে।

'কীভাবে...কীভাবে ঘটেছে, জন?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে বেঁচে আছে এখনও।'

'কাজটা কার, জন? কে করেছে...'

'তাও জানি না। অন্ধকারে কেউ অ্যামবুশ করেছিল। বেনের পাশে গোলো ছিল। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি সেও।' থামল জন, হাসল বিব্রত মুখে। 'দুঃখিত, তোমার জন্যে কেবল দুঃসংবাদ বয়ে আনি আমি, ম্যাম।'

'তবু খবরটা তুমি নিয়ে এসেছ। আমি কৃতজ্ঞ, জন।' চোখ নামিয়ে পরনের পোশাক দেখল। 'আমি শহরে যাব। তার আগে কাপড় পাল্টাতে হবে। তুমি কি দয়া করে আমার ঘোড়ার পিঠে স্যাডলটা চড়াবে?'

'অবশ্যই।' ঘুরে করালের দিকে গেল জন।

অফিসের ভেতর দিকের দরজার সামনে সৎ মার সাথে দেখা হলো ভিনার। ভার্জিনিয়ার গায়ে চাদর, পায়ে স্লিপার। মাথার চুল আঁচড়ে পরিপাটী করা 'কে এসেছিল?' জানতে চাইল সে। 'এত রাতে কেন?'

বইঘর.কম

মহিলাকে প্রথমে উপেক্ষা করার কথা ভাবল ভিনা। পরে মত পাল্টাল। কাজটা ঠিক হবে না এখন। রুক্ষস্বরে জবাব দিল, 'জন হিকক। শহরে দাদুকে গুলি করেছে কেউ। সে খবর নিয়ে।'

'গুলি করেছে? মারা গেছে ও?'

ওর প্রতিক্রিয়াটা কেমন যেন লাগল ভিনার। মাথায় রাগ চড়ে গেল। কাটা কাটা স্বরে বলল, 'না, দাদু মারা যায়নি। কেন,' চোখ সরু হয়ে উঠল ওর, 'তুমি কি তা-ই আসা করেছিলে?'

ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল ভিনা। একটা ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটু থমকাল। এ-ঘরটায় ওর মাতাল বাবা শুয়ে আছে। মদের প্রভাব কাটেনি এখনও। ঘুমোচ্ছে বেহুঁশের মত। একবার ভাবল, বাবাকে ডেকে তুলে ঘটনাটা জানাবে কিনা। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এ-অবস্থায় দিন কয়েক নিজের কিংবা পরের কোন রকম সাহায্যে আসবে না রাফ থর্নটন। ওকে এখন এসব জানানো বৃথা। আরেকটু সামনে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল ভিনা। কাপড় পাল্টাতে শুরু করল।

করালে জনের সাথে কথা বলছে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের পুরানো কাউবয় বুড়ো হিন মেইন্স। ভিনার সোরেলে স্যাডল চড়াতে দেখে প্রশ্ন করল, 'তুমি...মানে মিস থর্নটন কি দূরে কোথাও যাচ্ছে, জন?'

'শহরে।'

'শহরে যাওয়ার জন্যে এখন অনেক রাত. আপত্তির সুর বুড়োর গলায়। 'মানে...'

'কারণ আছে।' বুড়োকে পাত্তা দিচ্ছে না জন। 'লিভ ওক হোটেলে বেন থর্নটন শুয়ে আছে। গুলি করা হয়েছে ওকে।'

'কী!' আঁতকে উঠল হিন। 'তুমি যদি মনে করো... শুরু করতে গেল।

'পাঁচটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওকে লক্ষ্য করে। একটা ওর গায়ে লেগেছে। আমি যখন শহর ছেড়ে আসি, তখন পর্যন্ত জীবিত ছিল।

boighar.com

তবে অবস্থা খুব ভাল নয়। এ বয়সে...আচ্ছা, একটা জিনিস কি তুমি বুঝতে পারো, হিন? তুমি তো বহুদিন ধরে হ্যাকামোরের কাজ করছ, বুড়োর যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যায়, তা হলে এ-র‍্যাঞ্চের কী অবস্থা হবে?'

'উম...ম,' চোয়াল ঘষল বুড়ো। 'সেটা জানি না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারি, খবরটা শোনামাত্র ম্যাক র‍্যামন এসে হাজির হবে। আগের মত হম্বিতম্বি শুরু করবে ফের। তারচেয়ে বেশি করবে ওর মা? তারাই সবকিছুর হাল ধরতে চাইবে।'

'ও কীভাবে ফিরে আসবে? ওকে তো বেন থর্নটন র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'দিয়েছিল। বেন না-থাকলে ওর ফিরে আসায় বাধা দেবে কে? ও আবার ফিরে আসবে, আর ওর মা...ভাল কথা, তুমি তো জানোই ওর সম্পর্কে।' মুখ বাঁকাল হিন।

'রাফ সুস্থ হয়ে উঠলে হয়তো সবকিছু নিজের হাতে সামলাবে,' যুক্তি দেখাল জন। 'বাবার মৃত্যু হয়তো ওর চেতনা ফিরিয়ে আনবে। নিজের স্বার্থেই শক্ত হবার চেষ্টা করবে।'

'হুঁ,' ঘাড় নাড়ল বুড়ো; 'এটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু হবে তো?' থুতু ফেলল অন্ধকারে।

শহরে ফেরার সময়টা নীরবে কাটাল ওরা। বারবার সোরেলের পাঁজরে পা ছোঁয়াচ্ছে ভিনা, আরও দ্রুত চলার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। ওর তাড়াহুড়া এবং নীরবতাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিল জন। দাদুর জন্যে মেয়েটার টান কতটা গভীর, জানে ও। তবে এমনিতে বাইরে থেকে ওর মনের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। শান্ত, অবিচল মুখ। চোখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন, জরুরি কোন কাজে শহরে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে যেমন যায়। মেয়েটার সাহস আছে, ভাবল জন, ব্যক্তিত্বও।

রাত বাড়ছে আস্তে আস্তে, বাড়ছে চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতাও। প্রায়-পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকালে মনে হয় গোলাকার, সাদা একটা

বইঘর.কম

শক্ত পাথরখণ্ড ভাসছে আকাশে। অল্প কয়েকটি তারার ম্রিয়মাণ উপস্থিতি তার আশেপাশে। কেমন যেন একটা ঝিমধরা ভাব চারদিকে। মাঝেমধ্যে নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। দিগন্ত আর পাহাড়ের ওপর হালকা কুয়াশার চাদর।

লিভ ওক হোটেল আর আঙ্কেল রুপার্টের অফিস ছাড়া আর কোথাও বাতি জ্বলছে না। শহরে পৌঁছে হোটেলের হিচরেইলের সামনে ঘোড়া থামাল ভিনা।

জন এসে দাঁড়াল ওর পাশে। 'তোমার সোরেলটা আমার জিম্মায় ছেড়ে দাও। তুমি তো এখানে থাকবে, না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ভিনা। 'আর...তোমাকে আবার ধন্যবাদ, জন।'

জনের বাহুতে হাত রেখে ঘোড়া থেকে নামল ও। দ্রুত ঢুকে গেল ভেতরে। সোরেলকে হিচরেইলে বেঁধে জন অনুসরণ করল ওকে।

হোটেলের ছোট্ট লবিতে ওরা চারজন বসে আছে। হোটেল মালিক মুন হিথ, আঙ্কেল জেফ রুপার্ট, স্যাম স্লোপার আর ফিল বেগিন। ভিনা ঢুকতে উঠে দাঁড়াল সবাই, ওকে সম্মান জানাল। বেগিন এগোল অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে। ভিনা নজর দিল না ওর দিকে। সোজা আঙ্কেল জেফ রুপার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রশ্নভরা চোখে চাইল ওর দিকে।

'সব ঠিক আছে, ভিনা,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল আইনজীবী। 'যা যা দরকার, সবই করা হচ্ছে।'

মিসেস হিথ ঢুকল লবিতে। ভারী শরীরের সাদাসিধে চেহারার মহিলা। ভিনার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিক হাসল। 'ভেতরে চলো, বাছা।'

আবার কথা বলার চেষ্টা করল বেগিন। কিন্তু ভিনা ততক্ষণে মিসেস হিথের সাথে চলতে শুরু করেছে। ওদের পেছনে তাকিয়ে রইল বেগিন। ওর মুখ লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। একজন

boighar.com

রাজনীতিবিদ হিসেবে মনের যে কোন ভাব গোপন রেখে সারাক্ষণ ওকে মুখে এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওর হাসি আরও চওড়া হয়ে উঠল। কারণ ইতোমধ্যে চোখের কোনায় ওর ওপর বাকি তিনজনের কৌতূহলী দৃষ্টি অনুভব করেছে ও তবে মুহূর্তের জন্যে ওর চোখ জ্বলে ওঠাটা কারও দৃষ্টি এড়াতে পারেনি

জন আর শ্যামকে চোখের ইঙ্গিতে নিজের অফিসের দিকে দেখিয়ে বেরিয়ে গেল রুপার্ট একটু পরে ওরাও অনুসরণ করল ওকে।

অফিসে ওরা বসল মুখোমুখি। আইনজীবী বলল, 'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একবার কথা বলা উচিত। আমি তোমাদের মতামত জানতে চাই। স্যাম, তুমি কী ভাবছ?'

'অনেক কিছুই ভাবছি এবং তার কোনটাই আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বিরস মুখে জবাব দিল দোকানদার। 'আমাদের ভ্যালিতে দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জেফ। 'হুঁ। সে আগের দিনের মতই। বুড়ো হয়ে গেলেও বেন থর্নটনের প্রভাব এখনও এই ভ্যালিতে কম নয়। ও যদি এখন মারা যায়

'কেন, তুমি কি ওর বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছ?'

শ্রাগ করল আইনজীবী। 'বুলেটটা ওর শরীরে রয়ে গেছে। ওটা বের করতে পারলে আশা আছে। সেটা নির্ভর করছে ডাক্তারের সময়মত উপস্থিতি এবং দক্ষতার ওপর। তবে বেন বুড়ো ঘাগু। কাটিয়ে উঠতেও পারে। কিন্তু সেরে উঠলেও এখানকার নেকড়েগুলোকে সামাল দেবার মত ক্ষমতা ওর আগের মত থাকবে কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়।'

'ভিনাকে ডেকে আনতে গিয়ে হিন মেইন্সের সাথে কথা হয়েছে আমার।' বলল জন। 'আমি ওকে বলেছিলাম, র‍্যাঞ্চের হাল ধরার জন্যে। ও অনেক দিনের পুরানো লোক। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে

অনেক কিছুই ওর জানা। ও বলল, চেষ্টা করবে। তবে ওর ধারণা, ম্যাক র‍্যামন র‍্যাঞ্চে ফিরে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে।'

'ওর ধারণা অমূলক বলা যাবে না। ম্যাক আর তার মা সে চেষ্টাই করবে।'

'আমি,' মুখ খুলল স্লোপার, 'আমি ভাবছি, বেনকে গুলি করার পেছনে ম্যাক র‍্যামনের হাত আছে কিনা। ওকে আমি বিশ্বাস করি না।'

একটু ভাবল আইনজীবী। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমিও না। কিন্তু ওকে আমি গুলি করতে দেখিনি। আমার মনে হয়, ও যতটা নয়, তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ কতে চায় নিজেকে।'

'সে যেমনই হোক, তবে সে লোভী। একজন লোভী মানুষ করতে পারে না, এমন কিছু নেই,' স্লোপার বলল। 'তা ছাড়া এর পরেও আছে মিল আর বেরিং। ম্যাকের সাথে ওদের হৃদ্যতার শেষ নেই। ওরা তিনজনেই আজ রাতে শহরে ছিল।'

'মিল আর বেরিংকে বরখাস্ত করার সময় আমি ওখানে ছিলাম,' তথ্য যোগাল জন। 'কাজটায় দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছিল বেন। হাতে পয়েন্ট থার্টি-থার্টি কারবাইন, ট্যাঁ ফোঁ করার সাহস পায়নি মিল। একদম নিরীহটি বনে গিয়েছিল। তবে বেরিং অবশ্য কিছুটা শিঙ নাড়াতে ছাড়েনি।'

'তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, ও গুলি করেছে,' ওকে নাকচ করে দিল আঙ্কেল জেফ। 'আমরা এখানে বসে হাজারটা জল্পনা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না। আমরা জিল ফ্রাজি কিংবা লুৎস অনিয়নকেও সন্দেহের তালিকায় রাখতে পারি। এরা দুজনেই লোভী, ভ্যালিতে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে চায়। তবে সেজন্যে বেনকে সরিয়ে দিতে হবে তাদের।' অস্থির দেখাচ্ছে আইনজীবীকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে শুরু করল ঘরময়। 'তবে রাফ থর্নটন যদি অর্ধেক মানুষও হত, তা হলে তার বাবার...

boighar.com

'ও কখনও মানুষ ছিল না,' রুক্ষস্বরে বলে উঠল স্লোপার। 'হবেও না। একসময় আমিও ভাবতাম, একদিন না একদিন ওর চৈতন্য হবে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে, নিজের ভাল-মন্দ বোঝার চেষ্টা করবে। কিন্তু এখন আর সে আশা করি না। ও একেবারেই গেছে। এখন সামনের দিনগুলো ভিলার জন্যে যে কীরকম কঠিন আর ভয়াবহ হবে, ভাবতেও পারছি না।'

'এটাই হলো আসল কথা, স্যাম,' পায়চারী থামিয়ে মাথা দোলাল আইনজীবী। 'এখন হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে একজন পুরুষ দরকার, যার ওপর ও নির্ভর করতে পারবে, নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারবে সব দায়িত্ব। আমি জনের কথা ভাবছি।'

নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল জন। আইনজীবীর কথা কানে ঢুকতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল প্রায়। 'কী? তুমি...মানে আমি...মানে...! ধ্যাৎ, আঙ্কেল জেফ, ঠাট্টা করছ তুমি, না? আমার নিজের কাজের অন্ত নেই...'

'ঠাট্টা করছি না, বাছা, সত্যি বলছি।' নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল আঙ্কেল জেফ রুপার্ট। 'তোমার নিজের কাজ আছে আমি জানি। তবে সেটা হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দেখাশোনার মাধ্যমে সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবে।'

হাঁ হয়ে গেল জন। আইনজীবীর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। ঢোক গিলল বিরক্তির সাথে। 'কী আবোলতাবোল বকছ? হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দেখাশোনা করলে আমার র‍্যাঞ্চের কাজ হয়ে যাবে, এটা কেমন কথা?'

দুহাত মিনারের চুড়োর মত উঁচু করে মাথার ওপর তুলল আঙ্কেল জেফ, চেয়ারে পিঠ ঠেকাল। 'স্টেট সিনেটর থাকাকালে একবার বোগাস মাউন্টিন কাউন্টিতে গিয়েছিলাম। ভোটসংক্রান্ত কাজ ছিল। সে-সময় ওখানকার এক চারণভূমিতে কী করে যেন আগুন লেগে গিয়েছিল। ওটার সবচেয়ে কাছের যে-র‍্যাঞ্চ, সে-র‍্যাঞ্চের মালিক স্পার এলাকাটা নিজের র‍্যাঞ্চের অধীনে নয় বলে আগুন নেভাবার

কোন চেষ্টা করেনি। কিন্তু এরপর যখন বাতাস দিক পরিবর্তন করে তখন আগুন উল্টো বাইতে শুরু করে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে র‍্যাঞ্চার মরিয়া হয়ে ওঠে আগুন নেভানোর জন্যে। কিন্তু আগুন তখন অনেক শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে এসেছিল বটে, তবে ওই র‍্যাঞ্চারের জান বেরিয়ে গিয়েছিল...

'মজার ব্যাপার,' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল জন। 'কিন্তু তার সাথে এর সম্পর্ক কী?'

'এখানেও ঠিক আগুন লাগার মত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তাই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে, তোমার জন্যে, নিজেই আগেভাগে শুরু করে দেয়া। এবং তা এক্ষুণি। সেটা তোমার র‍্যাঞ্চ থেকে হোক, আর হ্যাকামোর থেকে হোক।'

আবার চেয়ার ছাড়ল আঙ্কেল জেফ, পায়চারী শুরু করল।

'জন,' আবার শুরু করল আইনজীবী। 'বয়সে আমি তোমার অনেক বড়। এ-উপত্যকার রাজনীতি আমার নখদর্পণে। এখানকার প্রত্যেককে আমি চিনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এখানে পুরানো কিছু শত্রুতার মূল অনেক গভীরে। আপাতত স্তিমিত হয়ে থাকলেও শেষ হয়ে যায়নি। এগুলো যদি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা হলে এ-জায়গা এমন অশান্ত হয়ে উঠবে যে, নরককেও হার মানাবে। এক সময় এখানে জমি নিয়ে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি হয়েছিল। কামড়াকামড়িতে যারা জিতেছিল, তাদের মধ্যে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ বেন থর্নটন আর জিল ফ্রাজি। জিল ফ্রাজির অনেক সম্পত্তি বেন থর্নটনের কবলে চলে যায়। তবে বেনের বিরুদ্ধে তেমন কিছু সুবিধা করতে পারেনি জিল। কিন্তু এখন যদি বেন মারা যায়, তা হলে ওর সম্পত্তির ওপর নেকড়ের মত হামলে পড়বে ও। এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবে না।'

'তাতে আমার কী করার আছে?' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল জন। 'অবশ্য আমি চাই না ভিনা থর্নটন কিংবা তার মত নিরীহ কেউ এ-উপত্যকায় নিগৃহীত হোক কিন্তু আমার তাতে জড়িয়ে পড়ার কোন

boighar.com

উপায় নেই। আমার বুড়ো দাদী আছে, তাকে দেখাশোনা করতে হবে। তা ছাড়া আমার বাবা অন্যের ঝামেলায় নিজের প্রাণ দিয়েছিল। আমি তা ভুলিনি। চাইব না আমার বেলায়ও তা-ই ঘটুক।'

ভুরু কুঁচকে গেল প্রবীণ আইনজীবীর। বিরক্ত হয়েছে। 'তুমি নিশ্চয় এটা বোঝাতে চাইছ না যে, তোমার বাবা দায়িত্বহীন কিংবা নির্বোধ ছিল। তাই সে অন্যের লড়াইয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। তোমার বাবা দায়িত্বশীল ছিল। এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস ছিল ওর মধ্যে। সেটা হচ্ছে সাহস। আমি বলছি না যে, তুমি ভীতু। স্বার্থপরও নও। তোমার মধ্যে যেটার অভাব, সেটা হলো বুদ্ধি। তোমার চিন্তাশক্তি কম, বাছা।'

আইনজীবীকে রহস্যময় একটা হাসি উপহার দিল জন। 'এই একই কথা তুমি আগেও একবার বলেছিলে, আঙ্কেল জেফ। কিন্তু আমার সাথে পীড়াপীড়ি করতে গিয়ে তুমি একটা কথা ভুলে বসে আছ। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের দেখাশোনা করার জন্যে আরও লোক আছে। হিন মেইন্স, ড্যানি হিক – এদের কথা তুমি একবারও ভাবোনি।'

'কাউহ্যান্ডদের কথা বলছ? ওরা নিজেদের কাজ ভালই বোঝে। কিন্তু ওদের বলে দিতে হয়, কী কী করতে হবে। কখন কী করা উচিত, সেটা বোঝে না।'

'বলতে চাও আমি সেটা বুঝব?'

'নইলে কে এতক্ষণ বক বক করত? ধৈর্য ও সময় দুটোরই অপচয় ঘটিয়ে?' ঘোঁৎ করে উঠল আইনজীবী

'ঠিক বলেছ। এতক্ষণ ধরে দুটোরই অপচয় করেছ তুমি।' নিজের আসন ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগোল জন। 'তুমি দুঁদে আইনজীবী। তোমার সাথে কথায় পেরে ওঠা আমার কর্ম নয়। তোমার কথার প্যাঁচে আটকা পড়ার আগেই পালাচ্ছি আমি। কাল আসব আবার বেনকে দেখতে। অবশ্য ততক্ষণ যদি টিকে থাকে।

বইঘর.কম

অ্যাডিয়ুস, জেন্টলমেন।'

নিজের ঘোড়া আর ভিনার সোরেলটাকে নিয়ে বিনি হালকের আস্তাবলে গেল ও। ওখানে কাউকে দেখতে না-পেয়ে সোরেলটাকে স্টলে বাঁধল। বেরিয়ে এসে বাড়ির পথ ধরল।

ওর চিন্তা-ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, যা ভাবছে, তা ঠিক কি না। আঙ্কেল জেফ রুপার্টের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে সে, আপত্তির কারণ হিসেবে যে-দুটো যুক্তি দেখিয়েছে, তা ফ্যালনা নয়। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার অধিকার ওর আছে। তা ছাড়া ওর কর্তব্য বুড়ো দাদীকে দেখাশোনা করা। সবচেয়ে বড় কথা, পরের জন্যে মাথা ঘামাতে গিয়ে ওর বাবা অকালে প্রাণ হারিয়েছে, তার বেলায়ও ঠিক তা-ই ঘটুক, চায় না সে।

তবে আঙ্কেল জেফ রুপার্টের মত লোক ফালতু কথা বলে না। তার কথায় নিশ্চয় কার্যকারণ আছে। হয়তো জন তা বুঝতে পারছে না। চঞ্চল হয়ে উঠল ওর মন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

আচ্ছা, ভাবল সে, আঙ্কেল জেফ থর্নটন পরিবারের ভাল-মন্দ দেখার জন্যে কেবল ওকে বেছে নিচ্ছে কেন? জন কি থর্নটন পরিবারের কাছে কোনভাবে ঋণী? অবশ্য একথা ঠিক, বুড়ো থর্নটন লোক হিসেবে সমীহ পাবার যোগ্য আর ওর নাতনী ভিনা থর্নটন...

স্যাডলের ওপর নড়েচড়ে বসল জন। চমৎকার মেয়ে ভিনা। এ-এলাকায় ওর মত মেয়ে দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, ওর কথা বারবার ভাবছে জন। অন্যরকম এক আকর্ষণ অনুভব করছে।

কিন্তু পুরো থর্নটন পরিবারে ওরা মাত্র দুজন। রাফ থর্নটনও আছে। তবে লোকটা মাতাল। অযোগ্য। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের বিরাট কর্মকাণ্ডে ওর স্থান কোথায়? সারাক্ষণ বোতল নিয়ে পড়ে আছে ও। ব্যক্তিত্বহীন। নিজের ভাল-মন্দটুকু পর্যন্ত বোঝার ক্ষমতা নেই ভার্জিনিয়া থর্নটনের খাপ্পরে পড়ে নির্বীর্য হয়ে বেঁচে আছে কোনমতে।

হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে এখন মাথা ঘামানোর মানে হলো

boiglar.com

স্রেফ ঝামেলা কাঁধে নেয়া। এ-ঝামেলা সহজে মিটবে না। যারা এতে সংশ্লিষ্ট থাকবে, অনেক বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তাদের। এটা তাদের ধ্বংসও করে দিতে পারে। প্রাণহানি হতে পারে নিজের, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের। নষ্ট হবে টাকা-পয়সা, ধনসম্পদ। সুতরাং ও-পথে না-যাওয়াই ভাল। সবচেয়ে ভাল, ব্যাপারটা একদম ভুলে যাওয়া।

নিজেকে সতর্ক করল ও, *'অবশ্যই, জন, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। যেটা যাদের সমস্যা, সেটা তাদের সামলাতে দাও।'*

একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত নিতে পেরে নিজের ওপর খুশি হলো জন। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জীবনের কাজগুলো এত সরল সোজা নয় যে, আগে থেকে ছক কেটে রাখা যাবে। ধ্যাত্তেরি, আঙ্কেল জেফ, আইনজীবীর ওপর বিষম বিরক্ত হলো ও। বুড়ো ঘাগু আইনজীবীকে যুক্তিতে হারানোর ক্ষমতা ওর নেই।

অস্তাচলে হেলে পড়া চাঁদের দিকে চাইল ও। রাত শেষ হয়ে আসছে। ভোরের হাওয়া বইছে। স্নিগ্ধ, সজীব। পকেট থেকে সিগারেট বের করল ও। ঘোড়াটা চলছে এখন নিজের মত করে, মন্থর পায়ে। সারারাত পরিশ্রম করে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেচারা।

লাগাম ছেড়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালাল জন, দু'হাতের আড়ালে জ্বলন্ত কাঠি মুখের কাছে সিগারেট ধরাল। ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস টানার শব্দে চমকে উঠে মাথা সোজা করল।

ওর সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে জনাকয়েক অশ্বারোহী। অস্তায়মান চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে একজনকে চেনা গেল নাকি সুরে কথা বলে উঠতেই। জিল ফ্রাজি।

'আরে, এ যে দেখছি তরুণ হিকক! আমি অবাক হব, ছোকরা

বইঘর.কম

যদি সেরকম তেজ দেখাতে পারে, যেমনটি দেখিয়েছিল ক্যানিয়ন হাউসের সামনে। ব্যাপারটা পরখ করে দেখা যাক। ধরো ভাইয়েরা ওকে। ফ্রেড, তুমি আগে বসো।'

'নিশ্চয়, বস,' মোটা আমুদে গলা শোনা গেল লাস্কির। 'পরখ করেই দেখা যাক।' ঘোড়া নিয়ে সামনে বাড়াল ও, সাথে অন্যরাও।

প্রমাদ গুণল জন। এ সময় একটা অস্ত্রও যদি ওর কাছে থাকত। যে-অস্ত্রটা লাস্কির কাছ থেকে ক্যানিয়ন হাউসের সামনে কেড়ে নিয়েছিল, সেটা থেকে গুলি বের করে ওয়্যাগন বেডে রেখে দিয়েছিল। এখনও সেটা রয়ে গেছে। ওর নিজের অস্ত্রটাও সাথে নেই। র‍্যাঞ্চে রেখে এসেছে।

ওরা প্রায় গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে ওকে। বের হওয়ার কোন পথ দেখছে না। তা ছাড়া ব্যূহ ভেঙে বেরোতে পারলেও বেশিদূর যেতে পারবে না ও। ওর ক্লান্ত ঘোড়া ধরা পড়ে যাবে।

পালানোর কথা চিন্তা করতে ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল ওর। এই আউটফিটটাকে ঘৃণা করে ও। জঘন্য লোক জিল ফ্রাজি, ওর লোকগুলোও সেরকম। এদের কাছে দুর্বলতা দেখাতে রাজি নয় সে। তারচেয়ে যা ঘটায়, তা ঘটকু। নিজের সাধ্যমত প্রতিরোধের চেষ্টা করবে ও।

সামান্য পিছিয়ে গেল ও ঘোড়াসহ। বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'হাহ, ফ্রেড লাস্কি! একদম দলেবলে ভারী হয়ে এসেছ দেখছি। একা আসতে সাহসে কুলোয়নি বুঝি? স্বাভাবিক। তোমার বীরত্ব তো কেবল মাতালের ওপর।'

জবাবে আরও একটু সামনে বাড়াল লাস্কি। ওর ঘোড়াটা প্রায় জনের ঘোড়ার ওপর এসে পড়ল। যেন ধাক্কা মেরে ওটাকে রাস্তা থেকে ফেলে দেবে। স্বজাতির এহেন বিজাতীয় ব্যবহার দেখেই যেন চিঁহিঁ হিঁ করে প্রতিবাদ জানাল কর্মক্লান্ত ঘোড়াটা। বাকি ঘোড়াগুলো ওটাকে এবার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আবছা আলোয় একজনকে ঘুসি মারার ভঙ্গিতে ঝুঁকতে দেখল জন। বিদ্যুৎ গতিতে

boighar.com

ওকে আঘাত করল, পরপর দুবার। ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, ব্যথা পেয়েছে। তবে পিছু হটল না, আবার ঘুসি হাঁকাল। পেছনে হেলে গিয়ে ঘুসি কাটানোর চেষ্টা করল জন। ওর কাঁধ থেকে পিছলে নেমে এল আক্রমণকারীর হাত, তবে কলার খামচে ধরল। টান দিল লোকটা, ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করল।

একই সময়ে আরেকজন আরেক দিক থেকে ওর কোমরের বেল্ট আঁকড়ে ধরল। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সামনে পেছনে হাত চালাল জন। তবে লাভ হলো না। আনাড়ি নয় লোকগুলো। ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে আলগা করে ফেলল, তারপর একসাথে ছুঁড়ে দিল। ভূমিতে গিয়ে পড়ল জন দড়াম করে।

অপমানিত বোধ করল ও। শীতল একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মন। ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওকে ঘিরে ফেলল তস্কররা। সবাই নেমে এসেছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। অন্ধের মত হাত-পা দুটো চালাল জন। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না।

বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না লড়াই। চারদিক থেকে মুহুর্মুহুঃ ঘুসি আর বুটপরা পায়ের লাথি খেয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল ও। মাটিতে পড়ে গেল। একসময় অন্ধকার নেমে এল ওর চোখে। জ্ঞান হারাল।

সকাল। না-আলো, না-অন্ধকার চারদিকে। পুবাকাশ আবীরমাখানো। সূর্য ওঠার পূর্বমুহূর্ত।

জন হিককের জ্ঞান ফিরে এসেছে। শক্ত মাটিতে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর একটা চোখ ফুলে উঠেছে ভীষণ। আরেকটা চোখে পিট পিট করে তাকাচ্ছে। উদয়াচলের সোনারঙ সচেতন করে তুলল ওকে। নাকে মাটির গন্ধ পেল। বেঁচে আছে ও।

সব কিছু মনে পড়ছে জনের। জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কি দলবল নিয়ে হামলা করেছিল ওর ওপর। নির্মমভাবে মেরেছে। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে গেছে। একদম জানে শেষ করেনি। দরকার মনে করেনি হয়তো। ভেবেছে, এতেই তার শিক্ষা হবে।

বইঘর.কম

নয়তো মনে করেছে, মরে গেছে ও। কিন্তু জন মরেনি, বেঁচে আছে। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া মিষ্টি পরশ বুলাচ্ছে ওর শরীরে।

অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে জন। শরীরের সাথে মনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে অবসন্নতায়।

চিৎ হয়ে শোয়ার চেষ্টা করল জন। মুখ বিকৃত করে স্থির হয়ে গেল। ব্যথার তীক্ষ্ণ অনুভূতি স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। নিজের এ-দুর্দশা মেনে নিতে পারছে না ও, অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে ওকে। জিল ফ্রাজির সাথে ওর ব্যক্তিগত কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। ক্যানিয়ন হাউসের সামনের ঘটনা স্রেফ তাৎক্ষণিক। রাফ থর্নটনের মত মাতালকে বদ মতলবে না-ঘাঁটালে জিলের সাথে ওর কোনও ঝামেলাই হত না।

কিন্তু জিল ফ্রাজি মানুষ হিসেবে একদম ভাল নয়; দুরাচার। একজনের বিরুদ্ধে দশজন নিয়ে মারপিট করতে এসেছে। অন্ধকারে শেয়ালের মত হামলে পড়েছে ওর ওপর সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়। নিজের লড়াই অন্যকে দিয়ে করিয়েছে ও, তাও অন্যায়ভাবে। অসৎ লোকটা, ভীরুও।

হাত, বাহু, পা প্রত্যেকটি আলাদাভাবে স্পর্শ করল ও। সবগুলো ঠিক আছে। সাড়া দিচ্ছে ঠিকমত। তবে বাকি শরীরের খবর সে জানে না। মারের চোটে মুখের এখানে ওখানে কেটে গিয়েছে। যন্ত্রণা থেকে টের পাচ্ছে। ফুলে উঠেছে মুখ, ভারী ঠেকছে। বাম চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। মাথার ভেতর হাতুড়ি পেটার অনুভূতি। ভোঁতা যন্ত্রণায় অবশপ্রায়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দুই পাঁজরের। সূচ ফোটানোর মত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হচ্ছে ওখানে। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে জন। উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো ওর। চিকন ঘাম বেরিয়ে এল।

খুরের শব্দে সচকিত হলো ও। একটু পরে দেখল ঘোড়াটাকে লাগাম মাটিতে গড়াচ্ছে। ওর নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে

boighar.com

প্রভুভক্ত ঘোড়াটা।

তিনবারের চেষ্টায় ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। তবে আশঙ্কা করছে, যে কোন মুহূর্তে লুটিয়ে পড়তে পারে। ওর পা দুটো শরীরের ভর সাইতে পারছে না। কাঁপছে থর থর করে – আকাশ-মাটি যেন দুলছে সাথে সাথে। কতক্ষণ জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে শরীরের ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করল জন, তারপর মাতালের মত টলতে টলতে ঘোড়ার দিকে এগোল।

স্টিরাপে পা রেখে ঘোড়ার পিঠে চড়তে প্রচুর সময় নিল ও। রাফ থর্নটনের কথা মনে পড়ল কাজটা করার সময়। ওই লোকটার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যেই ওকে আজকের এ-দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। লোকটা যদি মাতাল না-হত, তা হলে ওইদিন সে ঠিকই ঘোড়ায় চড়তে পারত; জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কির মত নিম্নস্তরের মানুষ ওকে নিয়ে ওরকম মজা করার সুযোগ পেত না। তা হলে সেদিন জনকেও ওর ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে জিল ফ্রাজির শত্রুতা কিনতে হত না। খিস্তি করল ও মনে মনে। পরমুহূর্তে ভুরু কুঁচকাল। জিল ফ্রাজির মত লোকের শত্রুতা কেনার জন্যে কোন কারণ লাগে না। এরা সব সময় সবার শত্রু। নিজের ছাড়া।

বিশ্বস্ত ঘোড়ার পিঠে ধীরে ধীরে বাড়িমুখো হলো সে। সারাক্ষণ সামনে ঝুঁকে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে রইল পড়ে যাবার ভয়ে। তা ছাড়া পাঁজরের ব্যথাও কিছুটা কম লাগছে এতে। ওকে মাটিতে ফেলে লাস্কি আর তার দলবল মন ভরে হাত আর পায়ের সুখ মিটিয়েছে। বেশ, দিন এটাই শেষ নয়, আরও দিন আছে। সেটা হবে ওর দিন। সেদিন সুদে-আসলে মিটিয়ে দেবে ও নিজেও ফ্রাজি আর লাস্কির ঋণ।

অবাক হলো জন। ফ্রাজি আর লাস্কির ঋণ মিটিয়ে দেয়ার চিন্তাটা ওর এতক্ষণ ধরে আড়ষ্ট হয়ে থাকা শরীর ও মনে হঠাৎ একটা চাঙাভাব নিয়ে এল। রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে উঠল ওর, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠল, শারীরিক যন্ত্রণাও যেন কমে গেল অনেকটা।

এমন কী ওর মাথাও আগের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করতে শুরু করল। ঘোড়া নিয়ে সরাসরি করালের সামনে গিয়ে থামল ও। কিচেনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ব্রেকফাস্টের আয়োজন চলছে সম্ভবত। তুলিও গেরস্থালী কাজে ব্যস্ত।

জনের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে চমকে উঠল ও। দ্রুত চলে এল ওর কাছে। '*মিগুয়েলিটো*... তোমার মুখে কী হয়েছে? তুমি...আহত?'

'সে রকমই,' সংক্ষেপে বলল জন। 'মারাত্মক কিছু নয়।... তুমি একটু সাহায্য করো আমাকে। ঘোড়াটাকে করালে নিয়ে যাও। দানাপানি খেতে দাও ওকে। সারারাত প্রচুর ধকল গেছে ওর ওপর দিয়ে।'

তুলিওর হাত ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও। ঘরের দিকে এগোল।

ঘণ্টাখানেক পর একটু সুস্থির হয়ে বসেছে জন। ডেলা সেবাস্তিয়ানা আর রিতা ওর মুখ আর পাঁজরের পরিচর্যা করার পর একটু আরাম বোধ করছে এখন। তুলিওর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ঘটনা শোনার পর ওর চোখে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। গালাগালের চোটে অনুপস্থিত জিল ফ্রাজি আর ফ্রেড লাস্কির চোদ্দপুরুষের ভূত ছাড়াচ্ছে। রিতার চোখের কোণে জল, চিক চিক করছে। *মিগুয়েলিটো*কে কেউ মেরেছে, এটা অসহ্য লাগছে ওর।

কেবল সম্পূর্ণ স্থির আর শান্ত মুখে বসে আছে ডেলা সেবাস্তিয়ানা। জন পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে জানাতে ক'মুহূর্তে চুপচাপ বসে রইল সে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'তোমার এখন সবার আগে যা দরকার, তা হলো ঘুম।'

দাদীর স্থৈর্য সংক্রমিত করল নাতিকেও। সব রাগ আর দুর্ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘুমোতে গেল সে যখন জাগল, তখন ঘরের ভেতর প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাথার কাছের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। বাইরে গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়ায়।

boighar.com

লোকাসটের ঝাড়ে কিকেডাসের মৃদু একটানা ডাকে ঝিম ঝিম করছে চারদিক।

শরীরের অবস্থা বোঝার জন্যে প্রথমে আস্তে আস্তে নড়াচড়া করল জন। আড়মোড়া ভাঙল। ব্যথা কমে এসেছে আগের চেয়ে, ক্লান্তিও চলে গেছে। মাথার ভেতর আগের সে ভোঁতা যন্ত্রণা এখন নেই। চমৎকার সাড়া দিচ্ছে পেশীগুলো। তবে একটা জিনিস খুব তীব্রভাবে অনুভব করছে ও। ক্ষুধা! প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওর।

আস্তে করে বিছানা থেকে নামল সে। কাপড় পরে নিল। বুট পরার জন্যে ঝুঁকতে গিয়ে টের পেল, পাঁজরে ব্যথা রয়ে গেছে এখনও। তবে তা এমন বেশি কিছু নয়। ধীরেসুস্থে বুটপরা শেষ করে সোজা হলো সে। হেঁটে দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে টের পেল, সকালের মত এক চোখে নয়, দু'চোখেই এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

'আরে!' অস্ফুটে বিড়বিড় করল জন, নিজের পিঠ চাপড়ে দিল মনে মনে। 'তুমি তো দেখছি এখন পুরো ফিট। মনে হচ্ছে, কালকের চেয়েও অনেক বেশি। বুদ্ধিও নিশ্চয় সে অনুপাতে খোলতাই হয়েছে।' রসিকতা করল নিজের সাথে।

ওপাশের দেয়ালে চোখ গেল ওর। ওখানে অস্ত্র টাঙানো আছে কয়েকটা। একটা হেনরি রাইফেল, দুটো উইনচেস্টার। একটা গ্রীনার শটগান, ডন এমিলিওর সময়ের একটা অস্ত্র। অস্ত্রটার বাঁটে সোনার কারুকাজ। একটা ভারী কোল্ট রিভলবার। ওটা জনের বাবার। ওটা হাতে নিয়েই মারা গিয়েছিল ওর বাবা। বাবার হোলস্টার আর বেল্টটাও টাঙানো আছে কোল্টের পাশে।

কোল্টটা নামিয়ে হাতে নিল জন, উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। ওয়ালনাটের শক্ত বাঁট। অতি ব্যবহারে মসৃণ, কালো। মাঝে মাঝে চটকে গেছে ধাতব অংশের নীল প্রলেপ। কিন্তু অস্ত্রটা এখনও প্রায় নতুনের মতই কাজের। হোলস্টারে ঢোকানোর আগে ওটা হাতে নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউই জানে না,

বইঘর.কম

ভাবল সে, তবে ভবিষ্যতের যে কোন ঝামেলার জন্যে আগেভাগে তৈরি থাকা ভাল।

সরু প্যাসেজ ধরে কিচেনের দিকে এগোল ও। কিচেনে রিতা ব্যস্ত পট আর প্যান নিয়ে। গুনগুন করে নাকে পুরানো লোকসঙ্গীতের সুর ভাঁজছে। জনকে দেখে গান থামাল মেয়েটা। উদ্বিগ্ন চোখে মনিবের দিকে চেয়ে একটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। হাসল জন ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। বোঝাতে চাইল হাঁটতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না ওর। বলল, একমাত্র অসম্ভব খিদে পাওয়া ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই ওর। তা ছাড়া, অসম্ভব তৃষ্ণার্তও সে। কফির তৃষ্ণা। হাতের কাছে পেলে গ্যালন খানেক কফি এখন ঢক ঢক করে গিলে নিতে পারবে। তবে আপাতত কাপ দুয়েক পেলেই চলবে।

হেসে মনিবকে অভয় দিল রিতা। বলল, এখনই সব তৈরি করে দিচ্ছে। বিড়বিড় করে জনাকয়েক সাধুসন্তের নাম ধরে তাকে রান্নার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে আবেদন জানাল।

চেয়ার টেনে কিচেন টেবিলের পাশে বসল জন। ডেলা সেবাস্তিয়ানা কোথায় গেছে জানতে চাইল। জবাবে রিতা জানাল, ডেলা তুলিওকে নিয়ে শহরে গেছে, সন্ধেয় সন্ধেয় ফিরে আসবে বলে গেছে।

ভরপেট গরম খাবার আর দুই মগ কফি শেষ করে জনের মনে হলো, ওর গায়ে অন্যরকম শক্তি এসে গেছে। খাবার মানুষকে, ভাবল সে, শরীর ও মন দুদিক থেকে চাঙা রাখে।

ভরপেট খেল ও। কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে উঠানের যেটুকু অংশে এখনও রোদ আছে, সেখানে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার খুর আর সাথে গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনতে পেল। ডেলা সেবাস্তিয়ানা ইন্ডিয়ান ফোর্ড শহর থেকে নিজের র‍্যাঞ্চে ফিরছে। গাড়ি উঠানে এসে থামতেই জন উঠে গিয়ে দাদীকে গাড়ি থেকে

boighar.com

নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল। অভিজাত ভঙ্গিতে ওর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করল সেবাস্তিয়ানা। নিজে নেমে এল। 'এত তাড়াতাড়ি তোমার নড়াচড়া করা ঠিক হচ্ছে না, *মিগুয়েলিটো*। তোমার আরও বিশ্রাম দরকার।'

'বিশ্রামের দরকার আর নেই, *আবুয়েলা*। আমার দরকার ওই হারামীগুলোকে আচ্ছামত পিটুনি দেয়া। দেখবে আমি ভাল হয়ে গেছি।'

জরিপের ভঙ্গিতে নাতির দিকে চাইল ডেলা সেবাস্তিয়ানা। 'খুব শীঘ্রই তুমি তা করবে। আমি তোমাকে চিনি তো। *মিগুয়েলিটো*, আমি দেখতে পাচ্ছি, আগুন জ্বলে উঠেছে। এবার পোড়ানোর পালা শুরু হবে।... তার আগে তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

উঠানে পেতে রাখা একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল সেবাস্তিয়ানা। জন বসল দাদীর পাশে। 'বেন থর্নটন? কেমন আছে ও?' জানতে চাইল।

'বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তার এসে বুলেট বের করেছে। বলেছে, এখন কেবল অপেক্ষার পালা।' একটু থামল ডেলা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অপেক্ষা করাটা খুব কষ্টের কাজ, বাছা। আসল কথা হলো, সিনর থর্নটন শীঘ্রই আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। খুব শক্ত লোক ছিলেন তিনি, চূড়ান্ত বিচারে ভাললোক। উনি মারা গেলে এখানে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হবে।'

'হয়তো।' মাথা দোলাল জন।

'হয়তো না, বাছা, অবশ্যই,' প্রতিবাদ করল ডেলা সেবাস্তিয়ানা। 'আগুন লাগার পর কে বলতে পারে কখন নিভবে?'

'তুমি আঙ্কেল জেফের সুরেই কথা বলছ,' অভিযোগের সুরে বলল জন।

'ঠিক বলেছ। অন্যরাও বলছে। এ-শহরের শান্তিকামী মানুষেরা সেটাকেই ভয় পাচ্ছে।'

'তুমি মনে হয় কিছু একটার নেতৃত্ব দিচ্ছ,' সন্দেহের গলায় বলল জন 'ব্যাপারটা কী বলো তো?'

বইঘর.কম

ইতস্ততভাব দেখা গেল মহিলার মুখে। বলবে কিনা ভাবছে। শেষে দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'সিনর থর্নটন যদি এ-যাত্রা বেঁচে যায়, তা হলে এর পরেও বহুদিন বেঁচে থাকবে এবং আগের চেয়ে ভালভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে। কিন্তু ওর অবর্তমানে শান্তিকামী মানুষদের একজন নেতার দরকার হবে। সেক্ষেত্রে তারা তোমার কথাই ভাবছে, বাচা। আমার ছোট্ট সোনা!'

বলতে বলতে জনের দিকে চোখ তুলল বুড়ি। জনের হাসিমুখ দেখল। দেখবে জানতই। খুব বেশি আবেগ এলে নাতিকে এই নামে ডাকে ও। জন শুনে হাসে। মহিলাকে ছোট একটা পাখির মত অসহায় আর করুণ দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু তারপরও ওর মুখে দৃঢ়তার অভাব নেই। মুখটা যেন জনের কাছে সাহস আর অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস।

'এখন বুঝলাম,' হাসিমুখে বলল জন। 'শহরে তুমি আঙ্কেল জেফের সাথে কথা বলে এসেছ।'

'অন্যদের সাথেও,' স্বীকার করল ডেলা। 'ভালমানুষদের সাথে।'

সিগারেট ধরিয়েছিল জন, শেষ হলে অংশটা আঙুলের টোকায় ছুঁড়ে দিল একদিকে। 'আসলে তুমি কী চাও?'

'আমি চাই তুমি ওদের সাথে কথা বলো, *মিগুয়েলিটো*। মানুষের সম্মানবোধ ও কর্তব্যবোধ দুটোই থাকা উচিত।'

আবার চিবুক উঁচাল সেবাস্তিয়ানা। নাতির দিকে চাইল। বুড়ির চোখে এখন শুধু খরতা নয়, কোমলতাও। চোখের কোণে পানি। একটা বাহু দিয়ে ওকে বেষ্টন করল জন। 'তোমার ইচ্ছাকে আমি সম্মান করি, *আবুয়েলো*। তোমার কথামতই কাজ হবে। তবে তোমার চোখে পানি যেন না-দেখি। তা হলে...'

'খুব সাবধান থাকবে, *মিগুয়েলিটো*।'

'অবশ্যই থাকব,' প্রতিশ্রুতি দিল জন। 'চলো, এবার অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। চমৎকার কোন বিষয় নিয়ে...

বাঁ হাতে চোখের পানি মুছে নিল সেবাস্তিয়ানা। হাসছে।

boighar.com

ছয়

রুমে ঢুকে দাদুর অবস্থা দেখে প্রথমে ভয় পেল ভিনা। কম্বলের নীচে মড়ার মত পড়ে আছে দাদু, মুখ ফ্যাকাসে, চোখ বোজা। পরমুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দেখে কিছুটা স্বস্তি পেল। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী, তবে স্বাভাবিক গতিতে ওঠানামা করছে বুক।

ওর কাঁধে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল মিসেস হিথ। বলল, 'তাৎক্ষণিকভাবে যা করার, তা করা হয়েছে, বাছা। এখন শুধু হারবিন সিটি থেকে ডাক্তার আসার অপেক্ষা। তুমি ততক্ষণে বরং আরেকটা রুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

ওকে ধন্যবাদ জানাল ভিনা, তবে অন্য ঘরে যেতে রাজি হলো না। একটা চেয়ার টেনে দাদুর মাথার কাছে বিছানার পাশে বসল।

বাকি রাতটুকু ঘুম এল না ওর। দাদুর পাশে বসে রাতের প্রতিটি প্রহর গুণে গুণে কাটাল। ও জানে, ঘুম আসবে না। ওর দাদুর, সংসারে যে ওর সবচেয়ে আপন, জীবন দুলছে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর। যে কোনও মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা। সেখানে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে কী করে? আস্তে আস্তে রাতের শেষ প্রহর কেটে পুবাকাশ রক্তিম হয়ে উঠল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো এসে ঘরে ঢুকল। ঠায় বসে রইল ভিনা, একটুও ক্লান্তি বোধ করছে না।

ঘরে ঢুকল মিসেস হিথ। জানাল, কফি আর নাশতা রেডি।

দাদুর দিকে এক নজর তাকিয়ে চেয়ার থেকে উঠল ভিনা। বেশবাস ঠিক করে নিল একটু, তারপর কিচেন সংলগ্ন ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকল। কিচেন থেকে আসা রান্নার সুবাসে ম ম করছে ডাইনিং হল।

রুমে আর কেউ নেই। একটা টেবিলে গিয়ে বসল ও চেয়ার টেনে। ঠিক সে-সময় আরেকজন এসে ঢুকল। মুখ তুলে ফিল বেগিনকে দেখল ভিনা। বেগিন ওর টেবিলে এসে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল মুখোমুখি। 'আশা করি, বিরক্ত হচ্ছ না, ভিনা। কালরাতে অমন ঘটনার পর... কথা শেষ করল না ও, বাকিটা ঝুলিয়ে রাখল।

'বসো, ফিল,' শান্তস্বরে বলল ভিনা। 'গতরাতে তোমার সাথে যদি রুক্ষ ব্যবহার করে থাকি, দুঃখিত। আসলে দাদুর অবস্থা দেখে তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' তাড়াতাড়ি ওকে সমর্থন জানাল বেগিন। 'আশা করি বেনের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়নি। আমি ভাবছি, কে ওকে গুলি করতে পারে?'

মাথা নাড়ল ভিনা। 'কেউ কিছু বলতে পারছে না।' একটু থেমে তিক্তস্বরে বলল, 'কী রকম কাপুরুষ হলে একজন মানুষকে অন্ধকার থেকে গুলি করা যায়!'

'আমার মনে হয়, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কেউ হয়তো ভুল করে তোমার দাদুকে গুলি করেছে। এমনও হতে পারে গুলিটা করা হয়েছে তোমাদের...ওই কী যেন নাম, গোলো? হ্যাঁ, ওকেই।'

'গোলোকে আবার কে গুলি করতে যাবে? ওতে কার কী লাভ? ও তো দাদুর ছায়ামাত্র। কারও সাতে পাঁচে থাকে না।'

একটা কাঁধ উঁচাল বেগিন। 'হ্যাকামোরে আসার আগে লোকটা কোথায় কাজ করত কে জানে? ওর সত্যিকারের পরিচয় কী? ওর এরকম অদ্ভুত নাম কেন? এটা কি ক্রিশ্চিয়ান নাম? তুমি জানো না এ ধরনের লোক পেছনে কত কেলেঙ্কারি ফেলে আসে।'

পলকের জন্যে ওর চোখে চোখ রাখল ভিনা। তারপর চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল। 'গোলোর ব্যাপারে আমি কখনও খারাপ চিন্তা করতে পারব না। দাদু ওকে বিশ্বাস করে মন থেকে। আমিও।'

ডাইনিং হলের দোরে আরও উপস্থিতির আভাস পাওয়া গেল।

boighar.com

মুখ তুলল ভিনা। আঙ্কেল জেফ রুপার্ট আর দোকানদার স্যাম স্লোপার ভেতরে ঢুকল। ভিনাকে দেখে তাড়াতাড়ি ওর পাশে চলে এল আঙ্কেল জেফ। 'বেন? কী অবস্থা ওর?'

'আগের মতই,' জবাব দিল ভিনা। 'কিন্তু...কিন্তু...ওহ্, আঙ্কেল জেফ...'

ওর চোখ জলে ভরে গেল হঠাৎ, গলা কেঁপে গেল। কাল রাত থেকে জমে ওঠা শোকাবেগ আচমকা বেরোবার পথ পেয়ে গেল যেন জেফের কাছ থেকে আন্তরিকতা আর সমবেদনার ছোঁয়া পেয়ে। সারারাত নিঃসঙ্গ কেটেছে ওর মরণাপন্ন পিতামহের শিয়রে বসে। এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলেনি। এখন আইনজীবীর সহানুভূতিপূর্ণ গলার স্বর ওর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল।

একটা হাত ওর কাঁধে রাখল আঙ্কেল জেফ, আশ্বাসের ভঙ্গিতে চাপ দিল। মৃদুস্বরে বলল, 'বেন এরচেয়ে অনেক কঠিন লড়াইয়ে জিতেছে। এবারও জিতে যাবে দেখো। ভিনা, তুমি কিছুক্ষণ পরে আমার অফিসে এসো। কিছু ব্যাপারে আলাপ আছে তোমার সাথে।'

ওর হাত চেপে ধরল ভিনা, তারপর হাসল।

আরেক টেবিলে স্যাম স্লোপারের পাশে গিয়ে বসল জেফ। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগল ভিনা। রুমালের আড়াল থেকে তাকাল বেগিনের দিকে। আঙ্কেল জেফের দিকে বিষ নজরে চেয়ে আছে লোকটা। এক মুহূর্ত পরে চোখ নামিয়ে আন্তরিক হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল।

রুমাল পকেটে পুরে সামনে রাখা ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভিনা। সুস্বাদু কফি। চুমুক দিল ও। ওর সামনে বসা লোকটার কথা ভাবতে লাগল। লোকটার ব্যাপারে ওর সত্যিকার মনোভাব কী, বুঝতে চাইছে।

ব্যাপারটা নিয়ে আগেও অনেক ভেবেছে ভিনা। কখনও সঠিক জবাব পায়নি ভেতর থেকে। হতে পারে জবাব পাবার মত ততটা গুরুত্বপূর্ণও নয় প্রশ্নটা। এখনও টের পাচ্ছে, লোকটার প্রতি তেমন

বইঘর.কম

কোনও উষ্ণ অনুভূতি খুঁজে পাচ্ছে না মনের কোথাও।

ফিল বেগিন ঘন ঘন হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে যাওয়া-আসা করে। এটা কীসের টানে, সেটা না-বোঝার মত বোকা মেয়ে নয় সে। ওর প্রতি লোকটার আকর্ষণ সুস্পষ্ট। মনের ভেতর থেকে তেমন কোনও সাড়া না-পেলেও ওকে পুরোপুরি অস্বীকার করা সহজ নয় ভিনার পক্ষে। কারণ লোকটা একজন স্টেট সিনেটর, ক্ষমতাবান। একদম ফেলে দেয়ার মত কেউ নয়।

তবে এ-মুহূর্তে, নতুন এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ নিজের মনোভাব পরিষ্কার বুঝতে পারল ভিনা। লোকটাকে গ্রহণ করা ওর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। লোকটার আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততায় সব সময় কেমন একটা সন্দেহের ভাব ছিল ওর মনে। ওকে কখনও খোলা মনের মানুষ বলে মনে হয়নি। কীসের যেন একটা মুখোশ পরে থাকে। ওর দাদুর মনোভাবও এরকম। দাদু ওর সাথে মিশত যথেষ্ট সমীহ এবং দূরত্ব বজায় রেখে। দাদুর বিচার শক্তিতে ভিনার আস্থার অভাব নেই। ওর যে কোনও চিন্তায়, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দাদুর প্রভাব পড়েই। সুতরাং ফিল বেগিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তা ছাড়া আরেকটা ব্যাপারও আছে। বেগিনের ব্যাপারে ওর সৎমার মনোভাব বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। সেটা ভিনার চোখে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেটা অনাগ্রহের সৃষ্টি করেছে ওর মধ্যে।

বেন থর্নটন এখন মারাত্মক আহত। শয্যাশায়ী। বাঁচে কি মরে, বলা যাচ্ছে না। ভিনা বুঝতে পারছে, এটা ওর জীবনের সন্ধিক্ষণ। ওকে এ-মুহূর্তে ওর ভবিষ্যৎ চলার পথ ঠিক করে নিতে হবে। নিজের সমস্যা এখন থেকে নিজেকেই মোকাবিলা করতে হবে, সিদ্ধান্তও নিতে হবে। এ-মুহূর্তে সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। জীবনের সর্বপ্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সেটা হচ্ছে, ওর জীবনে ফিল বেগিনের কোনও স্থান নেই এবং কখনও হবেও না।

boighar.com

মুখ তুলল ভিনা। বেগিন দেখছে ওকে তীক্ষ্ণ চোখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যেন ভিনার মুখ দেখে মনের ভাব পড়ে নিচ্ছে।

'তোমার সামনে এখন অনেক লম্বা পথ, ভিনা,' মৃদুস্বরে বলল বেগিন।

'আমিও তা-ই ভাবছি,' স্বীকার করল ভিনা।

'বুঝতে পারছি আমি,' মাথা দোলাল বেগিন। 'তুমি নিশ্চয় জানো, যে কোনও ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমি এক পায়ে খাড়া। যদি...মানে, যদি...খারাপ কিছু ঘটেই যায়, আমি জানি, বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ক্ষমতা তোমার আছে। সেক্ষেত্রে অনেক ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে। আর তখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত।'

'আসলে,' এক মুহূর্ত থেমে আবার শুরু করল বেগিন, ওর স্বর গাঢ় হয়ে উঠল, 'এমন একটা দিনের জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছি আমি। তোমার ভাল-মন্দ, লাভ-অলাভ আমি দেখব, তোমাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ-পরামর্শ দেব। তুমি আর আমি একত্রে...আমরা দুজনে...'

ছোট্ট একটা কটাক্ষ থামিয়ে দিল ওর মুখ। 'প্লিজ, ফিল। আমার যদি এসব কথা শোনার ইচ্ছে থাকেও, সেটা অন্তত এখন নয়, এ-পরিবেশে নয়।'

আশ্বাস নয়, বলা যায় প্রত্যাখ্যান। তবে বেগিনের উচ্ছ্বাস তাতে কমল না। 'আমরা দুজনে খুব ভাল বন্ধু হতে পারব, ভিনা। এ ব্যাপারে আমার আগ্রহের শেষ নেই। তোমার তরফ থেকেও আশা করি তার কমতি হবে না।...আমি তোমাকে সামাজিক প্রতিপত্তি, আর্থিক নিরাপত্তা...নিশ্চয় একজন সিনেটরের স্ত্রী হিসেবে তুমি...'

'ফিল, থামো বলছি!' তীক্ষ্ণস্বরে ধমকে উঠল ভিনা। ওর চোখে রাগের আভাস। 'তুমি তোমার অধিকারের বাইরে কথা বলছ। এরকম সময়ে এ ধরনের কথা বলে আমাকে অপমান করছ। কিন্তু তুমি যখন তা বুঝতে চাইছ না, তা হলে তোমার সব কথার জবাব

বইঘর.কম

দিচ্ছি আমি। সেটা হচ্ছে, না। সাধারণ বন্ধুত্ব ছাড়া তোমার প্রতি আমার আর কোনও ধরনের অনুভূতি নেই। এরচেয়ে বেশি কিছু আর হবেও না। সুতরাং এ নিয়ে আলোচনা এখানে শেষ। ঠিক আছে?'

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের জোয়ারে যেন হঠাৎ পাহাড়ের বাধা। কথা বলতে বলতে টেবিলের ওপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকে গিয়েছিল বেগিন, হাত গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল, তারপর পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। ওর মুখ এখন আগ্রহে উজ্জ্বল নয়, রাগে কালো। দু'ঠোঁট সেঁটে বসেছে পরস্পরের ওপর। 'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ, এটাই।'

তবে *শেষ কথা* শোনার পরও থামার ইচ্ছে ছিল না বেগিনের। আবার মুখ খুলতে যাচ্ছে, এমন সময় স্পারের ঝুনঝুন শব্দ আর হৈ চৈ শুনে থেমে গেল। তিনজন লোক এসে ঢুকল ডাইনিং হলে। এদের একজন লুৎস অনিয়ন, পেছনে আরও দুজন, ওর চেলা সম্ভবত। নতুন একপট কফি হাতে নিয়ে কিচেন থেকে ডাইনিং হলে ঢুকতে যাচ্ছে মিসেস হিথ, অতিথিদের দেখে থমকে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, বিপন্ন বোধ করছে। ওর দিকে চাইল অনিয়ন, মহিলার মনের ভাব বুঝতে পেরে সামান্য হাসল। 'সবাই বলে তোমার রান্না নাকি চমৎকার, ম্যাম। তাই পরখ করতে এলাম।'

নিজের লোকজন নিয়ে একটা খালি টেবিল দখল করল সে। হাসি-মুখে পুরো ঘরের ওপর চোখ বুলাল। ভিনার ওপর চোখ পড়তে এক মুহূর্ত স্থির রইল ওখানে। তবে তাতে অশোভন কোনও ভাব দেখা গেল না। তবু অস্বস্তি বোধ করল ভিনা।

ব্রেকফাস্ট সেরে ওর টেবিলে এসে আঙ্কেল জেফ ওকে উদ্ধার করল। ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্ষুনি আমার অফিসে যাবে নাকি, ভিনা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলার সাথে চেয়ার ছাড়ল ভিনা। 'অবশ্যই।'

boighar.com

আইনজীবীর সাথে ডাইনিং হল ছাড়ল ও। ওদের পেছন পেছন স্লোপারও। হোটেলের পোর্চে এসে চাপা স্বরে বলল, 'লুৎস অনিয়ন লিফলেট বিলাচ্ছে। ওতে বলা হয়েছে, "সাবধান ভায়েরা, সামনে ঝামেলা, মহা ঝামেলা।" '

নিজের দোকানের দিকে রওনা হলো ও। ভিনাকে সাথে নিয়ে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল আঙ্কেল জেফ। অফিসের জিনিসপত্র এলোমেলো। কাল রাতে গুলির শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি বেরোতে গিয়ে গোছানো হয়নি। একটা চেয়ার টেনে বসল ভিনা। তালা খুলে ড্রয়ার থেকে এক তাড়া কাগজ বের করল জেফ। 'তোমার দাদুর নতুন উইল এটা। গতরাতেই করা হয়েছে। সাক্ষী সাবুদ, সইটই সব ঠিক করা আছে।' একটু থামল। 'খোদা না করুক, বেনের যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের একমাত্র মালিক তুমিই। এর প্রতি একর জমি, প্রতিটি গরু-বাছুর, প্রতিটি ডলার, সব কেবল তোমারই।'

খবর এবং গুজব দুটোই এক সাথে ছড়াল যথাসম্ভব দ্রুত এবং দূর দূরান্তে। 'বেন থর্নটন মারা গেছে, বেন থর্নটন মারা যায়নি, বেন থর্নটন মারাত্মক আহত, বেন থর্নটন সামান্য আহত, বেন থর্নটনকে জিল ফ্রাজি গুলি করেছে, বেন থর্নটনকে লুৎস অনিয়ন গুলি করেছে...ওরা নয়, থর্নটনকে যে কে গুলি করেছে, কেউ জানে না।'

এভাবে কেবল ডালপালা বাড়তেই লাগল। বিভ্রান্তির জালে আটকে গেল মানুষ। বুঝতে পারল না আসলে কী ঘটেছে। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে, যারা একটু বেশি কৌতূহলী, তারা কাজকর্ম শিকেয় তুলে শহরে যাত্রা করল। কারণ এ-উপত্যকায় এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চকে পছন্দ না-করলেও সমীহ করে। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের সাথে তাদেরও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।

রাস্তায় অনেক লোকের আনাগোনা। ঘোড়ার খুরের দাপটে ধুলো

বইঘর.কম

উড়ছে। ক্যানিয়ন হাউসে খদ্দের গিজগিজ করছে, চলছে হৈ চৈ, চেঁচামেচি।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে জিল ফ্রাজিকে। সাথে ফ্রেড লাস্কি সহ নিজের আউট ফিটের আরও কয়েকজন। ক্যানিয়ন হাউসের দূরের প্রান্তে পোকার টেবিলে বোতল আর গ্লাস নিয়ে ব্যস্ত। পানের বহর আর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে স্পার লেআউটের জন্যে আজকের দিনটা বিশেষ একটা দিন। দিনটাকে উপভোগ করছে ওরা। বেন থর্নটনের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র উদযাপন শুরু হবে।

একটু পরে স্পারের ঝুনঝুন শব্দ তুলে লুৎস অনিয়ন আর ওর সাঙ্গপাঙ্গ এসে ঢুকল। বারের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পান করতে শুরু করল ওরা। ওদের দিকে চেয়ে ফ্রেড লাস্কিকে কিছু একটা বলল জিল। সাথে সাথে নিজের চেয়ার ছেড়ে বারের কাছে গেল ফ্রেড। একগাল হেসে লুৎসকে বলল, 'জিল তোমাদের ওর সাথে বসে ড্রিঙ্ক করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।'

সামান্য, প্রায় বোঝাই যায় না, এমনভাবে হাসল লুৎস লাস্কির দিকে চেয়ে। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'ফ্রাজিকে গিয়ে বলো, এক বোতল হুইস্কি লুৎস অনিয়নকে ওর সাথে টেবিলে বসাবার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়। ওর মদের পয়সাটা নেহাত জলে যাবে। ওর মত কিপ্টের জন্যে ওটা অনেক টাকা। শেষে হার্টফেল করে মারা যাবে বেচারা।' ঢেঁকুর তুলল। 'যাও লাস্কি, যাও। কথাটা ওকে বুঝিয়ে বলো।'

হতভম্ব হয়ে গেল লাস্কি। লুৎসের মুখে এরকম জবাব আশা করেনি। অন্তত আজকের দিনে।

কথা না-বাড়িয়ে ফ্রাজির কাছে ফিরে গেল ও ওর আমন্ত্রণের জবাবে লুৎস অনিয়ন কী বলেছে, হুবহু শুনিয়ে দিল ওকে। রাগে আগুনের মত লাল হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চারের দু'চোখ। মুখ ভেঙচাল। 'শালা বেজাত দোআঁশলা! নিজেকে কী ভাবে ও? আচ্ছা রোসো,

boighar.com

শালার ফুটানি বের করছি আমি। সময় আসুক, ওকে বাপ ডাকিয়ে ছাড়ব আমি।'

বিকেল। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে আজ কাজ-কর্ম নেই বললেই চলে। হিন মেইঞ্জের নেতৃত্বে নেহাত না-করলে নয় এমন টুকটাক কাজগুলো সেরে নিচ্ছে ক্রুরা। সবার চোখ বারবার সূর্যের দিকে চলে যাচ্ছে। সন্ধে হবার অপেক্ষা করছে ওরা।

সন্ধের ঠিক আগে র‍্যাঞ্চ হাউসে স্বামীকে নিয়ে কফি খাচ্ছে ভার্জিনিয়া থর্নটন। দ্বিতীয়বার স্বামীর কফির কাপ ভর্তি করে দিল ও। দু'হাতে ধরে মগটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল রাফ। ওর দু'হাত কাঁপছে। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার কুফল।

কাপটা পুরোপুরি শেষ না-করে টেবিলে রাখল ও। চেয়ারে হেলান দিয়ে ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'ব্যস, আর না। আর খাব না এখন। শোব এবার।'

ওঠার চেষ্টা করল ও। কিন্তু ভার্জিনিয়া ওর কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, 'না, তুমি এখন শোবে না। এখানে বোসো। কথা আছে তোমার সাথে। জরুরি।'

মদের প্রভাবে লাল দুচোখের ভোঁতা দৃষ্টি মেলে তাকাল রাফ স্ত্রীর দিকে। ওর চোখের কোণে রাগের আভাস ফুটল। কিন্তু ক্ষণিক পরেই মিলিয়ে গেল তা। এ-মহিলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করার শক্তি ওর নেই। ভাল করেই জানে সে। সে-শক্তি তার অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে।

ওর মুখে অবসাদের চিহ্ন, কাতরধ্বনি ঝরে বলল, 'কীসের এত জরুরি কথা?'

'র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ। তোমার আর আমার র‍্যাঞ্চ।'

বিভ্রান্ত দেখাল রাফকে। 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ তো বেনের। বেন এটা চালাচ্ছে। সব সময় চালিয়ে এসেছে, সব সময় চালাবেও।'

বইঘর.কম

'বেশিদিন আর না, উৎফুল্ল শোনাল ভার্জিনিয়ার গলা। হাসছে ও, ক্রূর হাসি। 'গতরাতে গুলি করা হয়েছে ওকে।'

বেকুবের মত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল রাফ। কী বলছে বোঝার চেষ্টা করছে যেন। সোজা হলো। 'মানে...তুমি বলতে চাইছ, ও...ওই বুড়ো মরেছে?'

'মরেনি এখনও, তবে মরবে। ও মরলেই তো র‍্যাঞ্চটা তোমার, তাই না? তোমার হলে আমারও। তুমি আর আমি, আমরা এটা চালাব নিজেদের মত করে। কিন্তু এবার তোমাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে, ডার্লিং। সবকিছু নিজে দেখাশোনা করতে হবে।'

চোখ পিটপিট করল রাফ, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। 'কে গুলি করেছে ওকে? কেন করল?'

'যে-ই করুক আর যে জন্যেই করুক, তাতে কিছু আসে যায়?' মুখ বেঁকাল ভার্জিনিয়া। 'ওর দিন শেষ হয়েছে আমাদের দিন শুরু হবে বলে। এটাই হলো কথা। আমার আর তোমার দিন।' মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল।

ভার্জিনিয়ার কণ্ঠে পরিষ্কার অবজ্ঞা। ওকে ঘৃণা করে রাফ। মেয়ে লোকটা ওকে পাত্তাই দেয় না। স্বামীর কথা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিংবা পছন্দ-অপছন্দের কোনও গুরুত্ব নেই ওর কাছে। সবকিছুকে নিজের হিসেবমত চালাতে চায়। এ-মুহূর্তে রাফের ইচ্ছে হচ্ছে মহিলাকে মুখের ওপর বলে দেয়, ওকে কতটা ঘৃণা করে সে। কিন্তু কথাটা ওর, মনেই রয়ে গেল, মুখ দিয়ে বেরোল না। তার বদলে দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করল, 'ওভাবে বোলো না। বেন সম্পর্কে তোমার শ্বশুর। তোমাকে ছেলের বউ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে নিজের ঘরে এনে তুলেছে। তোমার বাপমরা ছেলেটাকেও আশ্রয় দিয়েছে। মানুষ হিসেবে তোমার উচিত, ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।'

'কেন কৃতজ্ঞ থাকব?' ফুঁসে উঠল ভার্জিনিয়া। 'গতকালই তো মাত্র বেন থর্নটন আমার ছেলেটাকে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বের করে দিয়েছে। বলে দিয়েছে আর কখনও যেন না-আসে। ও আমাকেও

boiRboi.com

বেরিয়ে যেতে বলেছে। ওই বুড়ো শয়তানের কাছে কোনওভাবেই ঋণী নই যে, কৃতজ্ঞ থাকব।'

এখানেই থামত না ভার্জিনিয়া, আরও কিছু বলার ছিল ওর। কিন্তু হঠাৎ বাইরে গেট খোলার শব্দ হতেই থামল। কান পাতল। পায়ের শব্দ শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত হলো একটু। ভিনা এসে ঢুকল ওদের ঘরে।

ওকে ক্লান্ত আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু তার পরেও ওর মধ্যে একটা দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ চোখে পড়ল ভার্জিনিয়ার। মেয়েটাকে সাবালক দেখাচ্ছে, গতকালও এটা চোখে পড়েনি তার।

ওদের টেবিলের সামনে চলে এল ভিনা, বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কাঁধে একটা হাত রেখে জানতে চাইল, 'এখন কেমন বোধ করছ, বাবা? আগের চেয়ে কিছুটা ভাল, না?'

নিজের কম্পমান দু'হাতে মেয়ের হাতটা ভরে নিল রাফ। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'বেন...তোর দাদু...কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, বাবা, সত্যি।' মাথা দোলাল মেয়ে।

'খুব খারাপ অবস্থা?'

'খুব খারাপ। আমি হারবিন সিটির ডা. লোম্বার্ডের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। ও আসার পর ওর সাথে কথা বলেছি। দাদুর ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলতে পারল না। বলেছে অপেক্ষা করতে। আমরা এখন অপেক্ষা করছি আর আশা করছি, দাদু সেরে উঠবে।'

'এ-সময়...আমি...এ-সময়...ওফ... অস্ফুট স্বরে খেদোক্তি করল রাফ, 'ভিনা, তুমি নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করছ, বাছা।'

বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়ে। 'তোমাকে ঘৃণা করব কেন, বাবা? কখনও না। ও কথা কখনও বলবে না।'

ভিনা বুঝতে পেরেছে, সে এখানে অসময়ে এসে ঢুকেছে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু একটা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, যা তার

বইঘর.কম

শোনার নয়। সুতরাং এখান থেকে দ্রুত চলে যাবার তাগিদ বোধ করল ও মনে মনে। এখানকার হাওঁয়া এখন থমথমে। সৎমার দিকে তাকাল ও। 'আমি চাই, বাবার মদ খাবার ব্যাপারটা বন্ধ হোক।'

মাথা দোলাল ভার্জিনিয়া, হৃষ্টস্বরে বলল, 'এই মাত্র আমিও ওকে এ-কথাই বলছিলাম। বলেছি, তোমাকে এখন এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সোজা, শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। অনেক দায়িত্বশীল হতে হবে। কারণ হ্যাকামোর এখন ওর র‍্যাঞ্চ। ওর স্ত্রী হিসেবে আমারও।' চিবুক উঁচাল। 'আমি এর অধঃপতন সহ্য করব না।'

ওর কথায় যতটা না বক্তব্য, তারচেয়ে বেশি ইঙ্গিত: মালিকানার দম্ভ। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, ও যেভাবে চাইবে, সেভাবে চলবে র‍্যাঞ্চ।

শান্ত চোখে বিমাতাকে জরিপ করল ভিনা। ওর ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটল। মৃদুস্বরে বলল, 'আমার মনে হয়, একটা কথা তোমাদের দুজনেরই জানা দরকার। এক্ষুনি। দাদু এখনও মরেনি, বেঁচে আছে। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ এখনও ওর। যখন সে মারা যাবে, তখন থেকে এটা আমার। পুরোটাই।'

'তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল ভার্জিনিয়া। 'হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ তোমার? আমি জানি, বেন থর্নটন তার ছেলের নামেই উইল করেছে। ওর ছেলেই এটার একমাত্র উত্তরাধিকারী। ওর ছেলে আমার স্বামী। সে অর্থে...'

'ওটা আগের উইল', মহিলাকে থামিয়ে দিল ভিনার শান্ত স্বর। 'ওটা এখন বাতিল। বেন থর্নটন নিজেই বাতিল করেছে। এজন্যেই শহরে গিয়েছিল সে। ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উইল করেছে। নতুন উইলে এটার মালিকানা আমাকে দেয়া হয়েছে।' নিচু হয়ে বাবার খোঁচা খোঁচা দাঁড়িঅলা চিবুকের সাথে নিজের চিবুক ঠেকাল। 'আশা করি, ব্যাপারটাকে তুমি অন্যভাবে নেবে না, বাবা। তুমি তো আমার বাবা, আমি সবসময় তোমার দেখাশোনা করব।'

'অন্যভাবে নেব? আমি?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাফ। 'বাছা,

boighar.com

তোর বুড়ো দাদু তার জীবনের সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজটা করেছে আগের উইল বাতিল করে দিয়ে, বুঝলি?'

সোজা হয়ে বিমাতার নিষ্ঠুর, ক্রূর চোখে চোখ রাখল ভিনা। তাকিয়ে রইল। মহিলার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখে ঠোঁটদুটো বার দুয়েক কেঁপে কেঁপে উঠল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু কথা খুঁজে না-পেয়ে চুপ হয়ে গেল। ঝট করে ঘুরল সে, বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভিনার কাছ থেকে সোরেলটাকে নিয়ে করালে বাঁধল হিন মেইন্স। তারপর আরও কিছু টুকটাক কাজ সেরে সবে মাত্র দাঁড়িয়েছে, এসময় ভ্যালি রোড ধরে দ্রুত একজন ঘোড়সওয়ারকে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে আসতে দেখল। একটু পরে হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে থামল লোকটা।

পকেট থেকে মেকিংস বের করে সিগারেট বানাল মেইন্স আয়েশী ভঙ্গিতে। লোকটা সে গড়পড়তা সাইজের, আপাদমস্তক একজন কাউহ্যান্ড, নিজের কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে মনিবের চোখে নিজেকে নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন করেছে। শান্ত, নির্বিরোধী চেহারা, কোনও গোলমাল বা ঝামেলায় নেই, দেখেই বোঝা যায়। নিজের কাজটা ঠিকমত করতে পারলেই খুশি। তবে এসব কিছুর পরেও ওর মধ্যেকার দৃঢ়তা ও ঠাণ্ডাভাব চোখ এড়ায় না।

করাল গেইটে হিন মেইন্সের সামনে এসে দাঁড়াল ঘোড়সওয়ার। ম্যাক র‍্যামন। ঘোড়ার পিঠ থেকে তাকাল কাউহ্যান্ডের দিকে। 'থর্নটনের কি অবস্থা শুনেছ নাকি?'

'শুনেছি।'

'বেশ। এখন র‍্যাঞ্চের চার্জটা কাউকে বুঝে নিতে হবে।'

'অবশ্য। সেটা ওরা বুঝে নেবে।'

'আমি সেজন্যেই এসেছি।'

'গতকাল বিকেলে না তোমাকে বেন র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বের

করে দিয়েছে এবং আর কখনও আসতে নিষেধ করেছে?'

হিনের কাছ থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমীহ পাবে আশা করেছিল ম্যাক। কিন্তু ওর গলায় পরিষ্কার অবজ্ঞা। বুঝতে পারছে লোকটা ওকে পাত্তাই দিচ্ছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর। 'আরে, ওটা ছিল গতকাল, আর এটা আজ। এ-র‍্যাঞ্চ এখন আমার মায়েরও। রাফের স্ত্রী হিসেবে ওরও অধিকার আছে এতে। আমি সেটাই তদারক করতে এসেছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেইন্স। 'তোমার মার অধিকার আছে কি নেই, সে-ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে এটা জানি যে, বুড়ো থর্নটন গতকাল তোমাকে এ-র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল, আর কখনও এখানে না-আসার জন্যে।'

'আমি কী বলেছি...আমি বলেছি, সেটা ছিল গতকাল,' ঘোড়া থেকে নামল ম্যাক, বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে কাউহ্যান্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। 'মনে হয় তুমি অন্য কিছু বলতে চাইছ?'

নিজের অর্ধেক বয়সী ছেলেটার দিকে করুণার চোখে চাইল হিন। ছেলেটা আস্ত গোঁয়ার, অর্বাচীনও। 'বাছা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল। 'ওরকম কোরো না। শক্তিতে আমি তোমার সাথে পারব না, ঠিক আছে। কিন্তু আমার গায়ে একটা আঙুলও যদি ছোঁয়াও, তা হলে তোমাকে গুলি করে খুন করব আমি। কেউই বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং ঝামেলা না-পাকিয়ে সময় থাকতে ভাগো। দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' শূন্যে হাত ছুঁড়ল ম্যাক, মুখ বিকৃত করে খিস্তি আওড়াল, ঘুরে হাঁটতে শুরু করল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। ওর পেছনে তাকিয়ে রইল মেইন্স, এ-মুহূর্তে কী করণীয় ঠিক বুঝতে পারছে না।

জানালা দিয়ে ছেলের আগমন দেখল ভার্জিনিয়া। ম্যাক যখন র‍্যাঞ্চ হাউসের পোর্চ ধরে অফিসের দিকে এগোচ্ছে, বেরিয়ে এসে

boiRboi.com

ওর সামনে দাঁড়াল। 'হাই মাম,' হাসি কানের গোড়া ছুঁলো ম্যাকের। 'ব্যাপারটা তা হলে শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল...

ছেলের হাসি স্পর্শ করল না মাকে। 'ম্যাক, কথা আছে তোমার সাথে।'

'বলে ফেলো। আমি তো এসে গেছি। আর ফিরে যাব না। এবার আর কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবে না আমাকে।'

মায়ের সাথে অফিসে গিয়ে ঢুকল ও। খুশির চোটে টেবিলের চারপাশে চক্কর লাগাল। তারপর ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ওর মা বসল না, পায়চারী করতে লাগল অস্থিরভাবে। 'ওই মেয়ে, ভিনা...ও তোমার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে। বেন থর্নটন মরেনি এখনও।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাক। 'শহরে নানান গুজব। আমার ধারণা, এখনও না-মরলেও মরার আর খুব বেশি দেরি নেই।'

'ওকে কে গুলি করেছে? তুমি?'

'আমি? নাহ।'

'তা হলে হয়তো গ্রেস নইলে টড...

'ওরাও করেনি। ওরা তখন ক্যানিয়ন হাউসে আমার সাথে ছিল। কিন্তু তাতে কী? এ নিয়ে এত চিন্তার কী আছে? এটা তো ভালই হয়েছে। তোমার মাতাল অপদার্থ স্বামী এখন এটার মালিক। তুমি ওকে নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারবে। এমনকী বুড়ো যদি নাও মরে, আগের সে তেজ এখন আর থাকবে না। দেখবে আমি আর তুমি এখন থেকে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের সত্যিকারের মালিক বনে যাব। হা হা!'

'ভুল।' মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া হতাশার সাথে। 'ওকে যে-ই গুলি করুক, গুলিটা শহরে যাওয়ার পথে করা উচিত ছিল, আসার পথে নয়।'

মায়ের দিকে তাকাল ম্যাক ভুরু কুঁচকে, কী বলেছে, বুঝতে চাইল।

'বুড়ো শয়তানটা উইল পাল্টেছে। গতকাল। আগের উইলটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন উইলে ওর সব সম্পত্তি দান করেছে নাতনীকে। ওর ছেলে,' লাল টকটকে হয়ে উঠল ভার্জিনিয়ার চোখ, 'এতে খুশির সীমা নেই। বলছে, বুড়ো নাকি জীবনে এরচেয়ে বেশি বুদ্ধির কাজ আর কখনও করেনি। সুতরাং বুঝতে পারছ নিশ্চয় যে, আমাদের অবস্থান এখন কোথায়?'

মায়ের বিষ মাখানো কথাগুলো এক নাগাড়ে শুনে গেল ম্যাক, তারপর দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। ঝুঁকল সামনে। 'ও তো র‍্যাঞ্চিংয়ের কিছুই বোঝে না। ওর একজন পুরুষের প্রয়োজন হবে। তা হলে আমিই হব সে-পুরুষ,' সদম্ভে ঘোষণা করল ম্যাক।

'গাধার মত কথা বোলো না তো!' ধমকে উঠল মা 'তুমি জানো না মেয়েটা ওর দাদার ন্যাওটা? ওর দাদা যেখানে তোমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছে, কী করে ভাবছ যে, ও তোমাকে বরমাল্য পরিয়ে র‍্যাঞ্চে এনে তুলবে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে,' গাঁক করে উঠল ম্যাক, সবে মাত্র বুনতে শুরু করা ওর কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল মায়ের কথার চাবুকে 'তা এখন কী করতে চাও, বলো।'

'ফিল বেগিন সম্ভবত একটা বুদ্ধি দিতে পারবে। আমি কথা বলতে চাই ওর সাথে।'

'শহরেই আছে ও। হোটেলের যে-কামরাটায় সব সময় থাকে, সে-কামরাতেই।'

'আরে, তাই নাকি!' আচমকা উৎফুল্ল হয়ে উঠল ভার্জিনিয়া 'তা হলে ওকে গিয়ে বলো আজ রাতে ও যেন ভ্যালি রোডে বেড়াতে আসে। আমি ওখানে কোথাও ওর সাথে দেখা করব।'

'এমনকী কাজ,' গোমড়া মুখে বলল ম্যাক। 'যা আমরা পারব না অথচ ও পারবে?'

'হয়তো কিছুই না,' রহস্যময় হাসি হাসল ওর মা 'হয়তো অনেক কিছু। যাও তুমি গিয়ে ওকে খবরটা দাও গে

boighar.com

বাইরে, আরেকজনের র‍্যাঞ্চে ফেরার আভাস পাওয়া গেল। গোলো শহর থেকে র‍্যাঞ্চের বাকবোর্ডটা নিয়ে এসেছে। করালের সামনে ম্যাক র‍্যামনের ঘোড়াটা দেখল ও। এক মুহূর্ত জরিপ করল ওটাকে। তারপর বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখে বাঙ্কহাউসের দিকে গেল। ওখানে হিন মেইন্সকে দেখল। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু একটা বলতে গেল মেইন্স, কিন্তু গোলোর মুখভাব লক্ষ করে থেমে গেল।

গোলোর মুখ শক্ত, দৃষ্টি শীতল। চোখের নীচে রাত জাগার কারণে কালি পড়েছে। ওর চেহারায় এক ধরনের ভাব, কিছু একটা চেপে রাখার প্রাণান্তকর প্রয়াস যেন। মেইন্সের দিকে তাকিয়ে করালের দিকে মাথা ঝাঁকাল ও। 'ম্যাক র‍্যামন। না?'

কেশে গলা সাফ করে নিল মেইন্স। 'হুঁ।'

'মি. থর্নটন ওকে র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তুমি জানো নিশ্চয়?'

'জানি।' বিব্রত দেখাল মেইন্সকে। 'কিন্তু আমি ওর সাথে গায়ের জোরে এঁটে উঠতে পারতাম না। তা ছাড়া ও আমাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেছিল যে, অস্ত্রের জন্যে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া...পরিস্থিতিও নিশ্চয় এখনও অতটা খারাপের দিকে গড়ায়নি।'

'ভুল করেছ,' কাঠখোট্টা স্বরে বলল গোলো। একটু থেমে বলল, 'মি. থর্নটন আর নেই...। মারা গেছে বিশ মিনিট আগে।'

মেইন্সকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল গোলো, নিজের বাঙ্কের কাছে গেল। ওখানে দেয়ালের সাথে ঝোলানো একটা স্ক্যাবার্ড উইনচেস্টার। উইনচেস্টারটা নামিয়ে নিল ও। বাঙ্কের ওপর রাখল। ওয়্যারব্যাগ খুলে ভেতর থেকে বের করে নিল কার্তুজ বেল্টসহ একটা সিক্সশুটার। অয়্যার ব্যাগটা বন্ধ করে বাঙ্কের নীচে রেখে দিল এবার বের করে আনল একজোড়া স্যাডল ব্যাগ। ব্যাগদুটো কাঁধে ফেলে আর উইনচেস্টারটা বগলদাবা করে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরল।

'এক মিনিট,' মেইন্স থামাল ওকে। 'মি. থর্নটন...সত্যি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ,' ক্লিষ্ট শোনাল গোলোর গলা। 'মারা গেছে।'

'আর তুমি...' কথা শেষ করল না মেইন্স।

ভ্যালি রোড পেরিয়ে সিডার রিমের ওপর চলে গেল গোলোর চোখ। 'কেউ একজন খুন করেছে মি. থর্নটনকে। অন্ধকার থেকে অ্যামবুশ করেছে। আমি জানতে চাই, লোকটা কে? জানবই।'

বাঙ্ক হাউস থেকে বেরিয়ে করালের দিকে গেল ও। একই সময়ে ভেতর থেকে বেরোল ম্যাক। গোলোকে দেখে গতি কমে গেল ওর। চোখ চলে গেল ওর সাথে ব্যাগদুটো আর বগলদাবা করা রাইফেলের ওপর। কোমরে গোঁজা সিক্সশুটারটাও চোখ এড়াল না।

স্যাডল ব্যাগদুটো নীচে নামাল গোলো, রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল ওগুলোর সাথে। ম্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে, র‍্যামন।'

অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাক। তবে তা বুঝতে দিতে চাইছে না গোলোকে। গলায় কর্তৃত্বের সুর ফোটাতে চেষ্টা করল। 'কী কথা?'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে নিরীক্ষণ করল গোলো। তারপর বলল, 'মি. থর্নটন তোমাকে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে আর না-আসতে বলেছিল।'

রাগে ফেটে পড়ার চেষ্টা করল ম্যাক। 'বলেই যদি থাকে...বলেই যদি...তাতে তোমার কী?'

ওর রাগ সামান্যতম প্রভাবও ফেলল না গোলোর ওপর। শান্ত, কঠিন স্বরে বলল, 'এইবার শেষবার। দ্বিতীয় বার যদি তোমাকে এ-র‍্যাঞ্চের ত্রিসীমানায় দেখি, স্রেফ ওখানেই পুঁতে ফেলব। কথাটা মনে থাকে যেন।'

আরও খেপে গেল মার্ক। ঝাঁপিয়ে পড়ে অদ্ভুত নামের অপসৃষ্টটাকে আচ্ছামত শিক্ষা দেবার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করল, এই লোক হিল মেইন্স নয়। এর সাথে শক্তিতে কুলিয়ে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটার মধ্যে কেমন যেন একটা

boighar.com

ভাব। ছোটখাট শক্ত শরীর যেন পাথরে তৈরি। একে ঘাঁটানোর মানে বিপদ ডেকে আনা। কষ্টে ইচ্ছেটাকে দমন করল ও। চোখ নামিয়ে নিয়ে গোলোর পাশ কেটে বেরিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে।

নিজের মালপত্র নিয়ে করালে ঢুকল গোলো। একটু পর বেরিয়ে এল ঘোড়া নিয়ে। উঠানে মেইন্সের পাশে থেমে বলল, 'মিঙ থর্নটনকে খবরটা তুমি দিও। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেইন্স, কথা বলল না। গোলোর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল।

সাত

গ্রীষ্মের সন্ধেয় ধীর গতিতে অন্ধকার নামছে স্যাগামোর ভ্যালিতে। সব কোলাহল থেমে গিয়ে চারদিকে বিশ্রামের আমেজ। দিনের তাপ কমতে কমতে নেমে এসেছে আরামদায়ক উষ্ণতায়।

আধ অন্ধকারে ক্রীকের দিকে যাচ্ছে জন হিকক। একটা প্রাচীন পাথরখণ্ডের পাশে ঘোড়া থামিয়ে নামল। কোমর থেকে অস্ত্র আর বেল্ট খুলে ঝুলিয়ে রাখল স্যাডল হর্নে। পাথরের একপ্রান্তে বসে পা থেকে টান মেরে খুলল বুট আর মোজা। তারপর ঝরনার যেখানে পানি জমে ছোটখাট একটা কূপের সৃষ্টি হয়েছে, ওখানে নামল।

প্রথম সংস্পর্শে ঠাণ্ডায় গা সামান্য শিউরে উঠল ওর। তবে শীঘ্রই আরামদায়ক মনে হলো। গা ডলতে শুরু করল ও। গতরাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি ধুয়ে যেতে লাগল। সাথে সাথে দুদিনের ঘটনার ঘনঘটায় মনের ভেতর জমে ওঠা সব দুশ্চিন্তাও যেন

বইঘর.কম

মুছে যেতে লাগল।

সাঁতার কাটতে লাগল ও ধীরে ধীরে। আলস্যে গা ভাসিয়ে দিল স্রোতে। মৃদু স্রোত ওকে নিয়ে গেল কূপের শেষ প্রান্তে। ওখান থেকে সাঁতরে ফিরে এল আবার এই মাথায়। এখান থেকে আবার গা ভাসিয়ে দিল।

আজন্ম পরিচিত এ-জায়গাটা ওর ভারী প্রিয়। শৈশব থেকে এখানে গোসল করেছে ও, সাঁতার কেটেছে। এখানে এলে নিজেকে খুব মুক্ত আর নির্ভার মনে হয় ওর। এখানে গোসল করলে মনে হয়, ওর শরীরের ময়লার সাথে মনের কালিমাও কেটে গেছে। এরকম চিন্তার পেছনে কোন যুক্তি নেই, তবু এরকমই ভাবে ও। ভাবতে ভাল লাগে।

আজ রাতে জায়গাটাকে আরও ভাল লাগছে জনের। সাঁতার কাটতে কাটতে ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছে ও। ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা অনুমান করার চেষ্টা করছে। ঝরনার ঠাণ্ডা পানি ওর শরীর ও মন দুটোকেই সতেজ করে তুলছে ধীরে ধীরে।

দুদিনে ওর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেমন স্যাডল হর্নে আটকানো পিস্তল আর বেল্ট, স্যাডলব্যাগ ভর্তি বুলেট। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি, সশস্ত্র অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবে ও। ও নিজেও পারেনি। অস্ত্রের কথা ভাবতে হেসে ফেলল ও। লোহার তৈরি মানুষ মারার একটা যন্ত্র কত সহজেই যে একজন মানুষের ভোল পাল্টে দিতে পারে!

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে, তার ছটা এসে পড়েছে পুলের জলে। গোসল সেরে কূলে উঠল জন। কাপড় পরে নিল। তারপর ডাউনস্ট্রিম ধরে সামনে এগোল। বার্জ ম্যুর আর তার লোকদের সাথে ওর আরও কথা আছে।

মিডৌর কাছে চাষাদের ক্যাম্পে সাপার খাওয়া শেষ। সেরিনা ম্যুর মাকে সাহায্য করছে থালাবাসন ধুয়ে মুছে তুলে রাখার কাজে।

ক্যাম্পফায়ারের ওপাশ থেকে ওকে দেখছে তরুণ জিম বেলেট। চোখে চোখ পড়তে হাসল মেয়েটা। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করে কাছের ক্রীক থেকে পানি আনার জন্যে বালতি হাতে নিল।

একটু পর দুজন হাঁটতে শুরু করল ঝরনার দিকে।

চুপচাপ হাঁটছে ওরা, কথা বলছে না। পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছে। জিমের ধূসর চোখদুটো শান্ত, আন্তরিক। সেরিনার দিকে যখন তাকায় সরল আর মুগ্ধ ভাব ফুটে ওঠে ওগুলোয়। সেরিনা অন্তর দিয়ে অনুভব করে সে-চাউনির অর্থ। জিমের দু'চোখ ওর কাছে নির্ভরতার প্রতীক বলে মনে হয়। হাসিমুখে পথ হাঁটছে ও এখন ছেলেটির সাথে।

ক্যানিয়ন হাউসে মদের বোতল নিয়ে সময় কাটাচ্ছে টড বেরিং। চাকরি হারিয়ে মন-মেজাজ ভাল নেই ওর। তখন থেকে মদের বোতলকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানিয়েছে। ওর সঙ্গী গ্রেস মিল শহরে নেই, কোথায় গেছে বলে যায়নি ওকে।

বোতলের পর বোতল টেনেও মাথা ঠিক করতে পারছে না টড। সে রাতে লং কোলিতে চাষাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে বিরাট এক সমস্যা বাধিয়ে এসেছে ও। সমস্যার পেছনে একটা মেয়ে। ওরা যখন আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল, তখন একটা ঘরের সামনে একটা মেয়ের ভয়চকিত মুখ দেখেছিল সে। মুখটা ভুলতে পারছে না এখন। বারবার ওর স্মৃতিতে জেগে উঠছে ওর চেহারা আর যুবতীর শরীরটা। মেয়েটার সোনালি চুলগুলো আগুনের আভায় চক চক করছিল। মনে হয়েছে যেন একটা সোনালি ক্যাপ পরেছে মেয়েটা মাথায়। সে থেকে মাথা খারাপ হয়ে আছে টডের। মেয়েটা ওর চেনা। সেরিনা ম্যুর।

সেদিনের সে উচ্ছেদ অভিযানের ঘটনা নিয়ে শহরে লোকদের আলাপ আলোচনা শুনেছে টড। আলোচনাগুলো অবশ্য তাদের বিরুদ্ধেই। তবে টড জেনেছে, উচ্ছেদ হওয়া চাষারা এখন স্যাগামোর ক্রীকের কাছে সানডাউন র‍্যাঞ্চে ক্যাম্প করেছে।

মেয়েটার কথা মনে হলে টডের শরীরে আগুন জ্বলে। মেয়েটাকে ভোগ করার নেশায় ও পাগল হয়ে উঠেছে।

সন্ধের একটু আগে ঘোড়ায় চড়ে শহর ছাড়ল ও। ক্রীক ট্রেইল ধরে উত্তরে চলল। সূর্য ডোবার পরে আবছা আঁধারে চাষাদের ক্যাম্পের আলো দেখতে পেল।

একটা উইলো ঝোপের কাছে ঘোড়া থামাল সে। বাঁধল ঝোপের সাথে। পায়ে হেঁটে কিছুদূর গিয়ে ক্যাম্পের কাছে একটা ঝোপের পাশে গা ঢাকা দিল। ওখানে বসে ক্যাম্পের লোকদের সাপারের আয়োজন দেখল। একটু পরেই বুকটা ধক করে উঠল ওর। সেরিনা ম্যুর! গেরস্থালী কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতে মেয়েটাকে ক্রীকের দিকে যেতে দেখল ও। ওর সাথে যাচ্ছে জিম বেলেট নামের ছোকরাটাও। আড়াল থেকে বেরিয়ে বেড়ালের মত ক্ষিপ্র কিন্তু নরম পায়ে ঝরনার দিকে এগোল সেও।

চাষারা যেখানে ক্যাম্প করেছে, সেটা একটা লম্বা বাঁকানো জায়গা। সিডার রিম এবং স্যাগামোর ক্রীকের মাঝখানে। ক্রীক এবং ক্যাম্পের মাঝখানে উঁচুমত একটা জায়গা, ওক গাছে ছাওয়া। সেরিনা এবং জিম উঁচুমত জায়গাটার ওপাশে চলে যেতে ক্যাম্পের সাথে একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেল। জায়গাটা ঢালু হয়ে আস্তে আস্তে ঝরনার দিকে নেমে গেছে। জিম একটা হাত বাড়িয়ে দিল সেরিনার দিকে নিশ্চিন্তে। বাড়ানো হাতটা নিজের হাতে নিল সেরিনা, সলজ্জমুখে।

বালতি হাতে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসার সময় মেয়ের ওপর চোখ ছিল মায়ের। সুতরাং জিম বেলেট যখন ওর সঙ্গী হয়, মায়ের চোখ এড়ায়নি তা। ওদের দুজনকে একত্রে ঝরনার দিকে যেতে দেখে মনে মনে প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছে মিসেস ম্যুর। তরুণ-তরুণীর মন, ভেবেছে ও, একে অপরের সান্নিধ্য তো চাইবেই। এদের তো স্বপ্নের শেষ নেই। আর তা দেখার সময় এখনই।

boiRboi.com

হাত ধরাধরি করে ক্রীকে নামল ওরা, পানির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছুঁয়ে আছে ওরা একে অন্যের হাত। চারদিক নীরব, সুনসান। ঝরনার মৃদু স্রোতে অবিরাম সঙ্গীত। জলের আয়নায় তারার ছটা।

চুপিচুপি ঝরনায় নামল টড বেরিং, বেড়ালের পায়ে ওদের একদম পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আচমকা পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে ঝট করে পেছনে ঘুরতে গেল ওরা।

ততক্ষণে হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে ফেলেছে টড। একলাফে বাকি দূরত্বটা পেরিয়ে জিমের মাথায় পিস্তলের বাড়ি লাগাল। অস্ফুট আর্তনাদ করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল জিম। টডের এক হাতে পিস্তল, খালি হাতটা দিয়ে পেছন থেকে সেরিনাকে আঁকড়ে ধরে ওর মুখ চেপে ধরতে গেল সে। মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেরিনা। পরমুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঘুরে তস্করের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে সামলানোর চেষ্টা করল টড। কিন্তু সেরিনা বুনো বেড়ালের মত ফোঁস করে উঠল। দু'হাতে আঁচড়ে খামচে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। বামহাতে পিস্তল ধরে থাকায় ওকে সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠল টডের জন্যে।

পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে মেয়েটাকে একটু শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিল টড বেরিং। রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে ওর। পুঁচকে একটা মেয়ে ওর মত শক্ত কঠিন একজন পুরুষের ভয়ে আধমরা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা না হয়ে উল্টো ফুঁসে উঠছে, ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ও মেয়েটাকে। এক হাত দিয়ে ওর একটা হাত আর পিঠে বেড় দিল ও, বাকি হাতটা চেপে ধরল মুখের ওপর, যাতে চেঁচাতে না-পারে। ওর চেঁচামেচি শুনতে পেলে ক্যাম্প থেকে নির্ঘাত ছুটে আসবে চাষারা। তখন টডের নিজের জান বাঁচানো দায় হয়ে পড়বে। কিন্তু এর ফলে একটা হাত মুক্ত পেয়ে গেল সেরিনা। মুক্ত হাতে টডের মখে খামচি মারল সে. নখ বিঁধিয়ে দিল চামড়ায়।

বইঘর.কম

আচমকা চোখে গুঁতো খেয়ে ককিয়ে উঠল টড। গলা ছেড়ে খিস্তি আওড়াল, গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল মুখ দিয়ে।

ইতোমধ্যে আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে জিম। সেরিনাকে লোকটার বিরুদ্ধে বুনো বেড়ালীর মত লড়তে দেখে দাঁড়িয়ে গেল সে। ছুটে গিয়ে ওকে লোকটার কবল থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। টড ওকে আবার ঘুসি মারল। চোয়ালে মুগুরের আঘাত খেয়ে যেন উল্টে পড়ল জিম। ঝরনার ঢালু জমিতে পড়ে গড়িয়ে গেল পানির দিকে। ক্ষণিকের জন্যে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল।

শীতল পানির স্পর্শে চেতনা ফিরে এল ওর। আস্তে করে নিজেকে টেনে তুলল পানি থেকে। ওর মাথা দপ দপ করছে যন্ত্রণায়, চোয়াল অসাড়। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ফের। ওভাবে পড়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। এর মধ্যে সেরিনার গোঁ গোঁ আওয়াজ আর লোকটার হিংস্র চাপা হুঙ্কার শুনল সে। ধীরে ধীরে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রবল ব্যথা সহ্য করতে করতে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জিম। ক্লান্তিতে দুই হাঁটু থর থর করে কাঁপছে। পাত্তা দিল না ও। ঝরনার ভেতর অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগোল যুদ্ধরত নারী-পুরুষের দিকে। পেছন থেকে পুরুষটাকে জড়িয়ে ধরল ও, দুর্বল হাতে ঘুসি মারল ওর মাথার পেছনে। ঘুসি খেয়ে মাথা ঝাড়া দিল টড। ছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। সেরিনার খামচি থেকে এক মুহূর্তের জন্যে রেহাই পাচ্ছে না বেচারা। পেছন থেকে আরেক উপদ্রবে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হলো ওর। মরিয়া হয়ে পা চালাল পেছন দিকে। হাঁটুতে আঘাত খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল জিম, পড়ে যাবার উপক্রম হলো। কিন্তু লোকটাকে ছাড়ল না ও, পড়ে যেতে যেতে ওর কোমর আঁকড়ে ধরল। ওর একটা হাত গিয়ে পড়ল লোকটার হোলস্টারে ঢোকানো পিস্তলের বাঁটে।

এক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করল, তারপরই হ্যাঁচকা টানে হোলস্টার

boighar.com

থেকে পিস্তলটা বের করে নিল জিম। বিদ্যুৎ গতিতে হ্যামার টানল। ব্যাপারটা টের পেতেই সেরিনাকে ছেড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ওর দিকে ঘুরতে গেল টড। ঠিক এসময় গুলি করল জিম। চিবুকের নীচে গুলি খেল টড, মাথা ভেদ করল বুলেট। সাথে সাথে মারা গেল লোকটা। কাটা কলাগাছের মত জিমের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। ছিটকে সরে গেল জিম এক পাশে। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল হাঁ করে।

'জিম!' ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল সেরিনা।

'রিনা!' পিস্তল ফেলে দিল জিম, মুখ গুঁজল সেরিনার বুকে। দুজনে কাঁপছে ওরা ভয়ার্ত শিশুর মত।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে গুলির আওয়াজ চাষাদের ক্যাম্পে পৌঁছল। মিডৌর শেষপ্রান্তে জন হিককও শুনল। সতর্ক হয়ে উঠল জন, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সামনের দিকে। অন্ধকার জেঁকে বসেছে। বেশিদূর যাচ্ছে না দৃষ্টি।

হৈ চৈ আর ডাকাডাকির শব্দ শোনা গেল ক্যাম্পে। দ্রুতপায়ে এক সাথে অনেকের ছোটাছুটির শব্দ। ক্যাম্প থেকে ঝরনার দিকে ছুটছে সবাই, জন খেয়াল করল।

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাম্পের কাছে চলে এল ও। ঝরনা থেকে মানুষ ততক্ষণে আবার ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। আঁধারে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। একটা লোক কিছুটা কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, জন গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, ভাই? গুলির শব্দ কীসের?'

জবাবে লোকটার কর্কশ বেসুরো গলা শুনল ও। 'কে রে? কোন শালা রে? সব শালা ঘোড়াঅলা বজ্জাতের হাড্ডি!'

'আস্তে বন্ধু, শান্ত হও,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল জন। 'সুন্দর একটা প্রশ্নের জবাব সুন্দরভাবেই দেয়া উচিত, তাই না? আমি হিকক বলছি।'

'হিকক?' বেসরো গলাটা আবার শোনা গেল, তবে বেসুরো

হলেও এবার রীতিমত ভদ্র। 'আমি ভেবেছিলাম বুঝি আরেক হ্যাকামোর রাইডার।'

'হ্যাকামোর রাইডার? কেন, কী হয়েছে ওদের?'

'ঝরনার কাছে পাওয়া গেছে একজনকে। জীবিত নয়, লাশ। লোকটা সেরিনা ম্যুরকে অপহরণ করতে চেয়েছিল।'

'অপহরণ করতে চেয়েছিল! কে লোকটা? কী নাম?'

'তা জানি না। বার্জ বলেছে, ও একজন হ্যাকামোর রাইডার।'

'কে খুন করেছে ওকে?'

'জিম বেলেট। জিম আর সেরি পানি আনতে গিয়েছিল ঝরনায়। লোকটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ধস্তাধস্তির সময় জিম ওর পিস্তল কেড়ে নিয়ে খুন করে ওকে।'

ঘোড়া থেকে নামল জন। 'বার্জ কোথায়?'

'এই খানে।' ঘোঁৎ করে উঠল একজন অন্ধকারে। 'কে তুমি?'

'হিকক। ক্রীকে শুনলাম একজন হ্যাকামোর রাইডারের লাশ পড়ে আছে? সত্যি নাকি?'

'সত্যি। তুমি বলেছিলে বেন থর্নটন নাকি কয়েক জনকে বরখাস্ত করেছিল। এ-লোক তাদের একজন। এর নাম টড বেরিং।'

বলতে বলতে জনের সামনে এসে দাঁড়াল বার্জ ম্যুর। জন এখন চিনতে পারছে ওকে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মেয়েকে নাকি শুনলাম অপরহণের চেষ্টা করা হয়েছিল?'

'চেষ্টা করেছিল?' খ্যাপাটে স্বরে বলল বার্জ। 'জিম যদি ওকে খুন না-করত, এতক্ষণে বেরিয়ে পড়তাম আমি অস্ত্র হাতে। যেখানে পেতাম, খুন করে ওখানেই পুঁতে ফেলতাম জানোয়ারটাকে!'

'ঘটনাটায়,' চিন্তিত স্বরে বলল জন। 'গোলমাল শুরু হতে পারে।'

'ঠিক বলেছ,' তেতো স্বরে স্বীকার করল বার্জ। 'একজন চাষার পক্ষে একজন কাউহ্যান্ডকে খুন করা রীতিমত অন্যায়। অনেকেই এটাকে চাষাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ার উপযক্ত কারণ

boighar.com

হিসাবে নিতে পারে।'

'ব্যাপারটা আমাকে দেখতে দাও, বার্জ। মনে হয়, একটা কিছু করতে পারব। তার আগে পুরো ঘটনা কী, তা জানতে হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। আমি নিজেও এখনও ভাল করে শুনিনি। সেরিনা আর ওই ছেলেটি এখনও পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারেনি।' হতাশা ভর করল বার্জ ম্যুরের কণ্ঠে। 'মনে হচ্ছে, তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকেও পাততাড়ি গুটাতে হবে। খোঁদা! দুনিয়াতে চাষাদের জন্যে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইও রাখোনি?'

'চিন্তা কোরো না তো।' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল জন। 'আমার মনে হয়, তেমন কিছু ঘটবে না। আগে টড বেরিংকে দেখতে হবে।'

'তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসো। তারপর ক্যাম্পে এসো,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ম্যুর।

ট্রেইল ধরে ঝরনার দিকে গেল জন। পানির কাছে নিচু হয়ে যাওয়া সমতল জায়গাটায় অন্ধকারে লাশটা দেখল। লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দেশলাই জ্বালাল। কোন ভুল নেই, মাথা নাড়ল ও, লাশটা টড বেরিংয়ের। এক হাতে লাশটা ছুঁলো। ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে উঠেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। সিগারেট বানিয়ে ধরাল। চাষাদের ক্যাম্পের হৈ চৈ এখন গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে। শব্দ বলতে ওইটুকুই। বাকিটা কেবল রাতের একটানা নৈঃশব্দ্য। ব্লু রিজের ওপরে আকাশ সাদা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চাঁদ উঠবে একটু পরে। দূর থেকে একটা গরুর হাম্বা ধ্বনি ভেসে এল। রাতের মৌনতাকে আরেকটু স্পষ্ট করে দিয়ে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

পরিবেশটাকে অবাস্তব মনে হচ্ছে জনের কাছে। অপ্রাকৃতিকও। কিন্তু ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা টড বেরিংয়ের লাশটা অবাস্তব নয়। এটা সত্যি। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ থেকে বরখাস্ত হওয়া কাউবয় টড বেরিং কিছুক্ষণ আগেও জীবিত ছিল। একটা মেয়েকে অপহরণ করতে এসেছিল মজা লোটার জন্যে। কিন্তু এখন প্রাণ হারিয়ে নিশ্চল

পড়ে আছে। কোন মেয়ে কিংবা কোন কিছুতেই এখন আর তার কিছু আসে যায় না।

দীর্ঘ টানে সিগারেট শেষ করে গোড়াটা ক্রীকের জলে ছুঁড়ে দিল জন। পানির সংস্পর্শে ছ্যাঁৎ করে আগুন নিভে যাওয়ার শব্দটা রাতের প্রেক্ষাপটে মোটামুটি জোরাল শোনাল।

ঝরনা থেকে পাড়ে উঠে ফিরতি ট্রেইল ধরল জন। ক্যাম্পের দিকে চলল। ওকে ছাওয়া উঁচুমত জায়গাটা পেরোতে ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে পড়ল। আরেকটু কাছে যেতেই একটা চিন্তা আচ্ছন্ন করল ওর মনকে। সামনে যে ক্যাম্পফায়ারের আলো জ্বলছে, ওখানে যারা আছে, ওর প্রতি রয়েছে ওদের পুরানো বিদ্বেষ। ক্যাটলম্যান আর চাষাদের জাতশত্রুতা আর পারস্পরিক ঘৃণার কালিমা। ও তাদের প্রতি যতই সহানুভূতিশীল হোক, তাতে বছরকে বছর ধরে জমে ওঠা সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পাথরে সামান্য আঁচড়ও কাটবে না। যত যা-ই হোক, সে নিজেও একজন ক্যাটলম্যান এরা কি বিশ্বাস করবে ওকে? নির্ভর করবে ওর ওপর?

ক্যাম্পে এসে সেরিনা ম্যুর আর জিম বেলেটকে দেখল ও। আগুনের পাশে বসে আছে সেরিনা, একটুকরো ভেজা কাপড় জড়িয়ে রেখেছে মুখে। টড বেরিংয়ের থাবায় ক্ষতবিক্ষত মেয়েটার মুখ। ওর পাশে বসে আছে মা, মেয়ের সোনালি চুলে হাত বুলোচ্ছে। রোল করা একটা কম্বলের পাশে মুখ নিচু করে বসে আছে জিম বেলেট। শান্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে, কিছুটা বিষণ্ন। এ-মুহূর্তে ও আর সেরিনাকে মনে হচ্ছে নিরীহ দুটি হরিণ শিশুর মত। জিমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জন, ওর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'সত্যিকারের সাহসী এবং ভাল একজন মানুষের সাথে কথা বলতে পারলে আমি খুশি হব।' হাসল সে।

দাঁড়ানোর আগে জনের মুখের দিকে চাইল ছেলেটা। চোখে অনিশ্চিত ভাব ফুটল। বুঝতে পারছে না কী বলবে। শেষে ওর হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল। 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারিনি,' বিড়বিড় করে

boighar.com

বলল। 'আ-আমার আর কিছু করার সময় ছিল না। আমি কেবল... কেবল...' থেমে গেল, বুঝতে পারছে না ঠিক কী বলা উচিত।

'তুমি কেবল যা করা উচিত ছিল, তা-ই করেছ, ম্যান। আমি আবার বলছি, সত্যিকারের একজন ভালমানুষ তুমি। সাহসীও।'

চোখ থেকে অনিশ্চিত ভাব কেটে গেল জিমের। মুখে ফুটল গর্বের হাসি। বাকি কাজটা দ্রুত সম্পন্ন হলো। বার্জ ম্যুর এসে মেয়েকে ঠিক কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করল। অল্পক্ষণের মধ্যে সেরিনা আর জিম পুরো ঘটনা জানাল ওদের।

'এখন,' জনের দিকে চাইল বার্জ, 'সবই তো শুনলে। কী করবে ভাবছ?'

জন কিছু বলার আগে মুখ খুলল চাষাদের আরেকজন। সিম নোয়া ওর নাম। তীব্র অভিযোগের সুরে বলল, 'ভাবাভাবির কিছু নেই। সোজা কথা হলো, আমাদের ভাগতে হবে এখান থেকে। এখানে ক্যাম্প করাটাই উচিত হয়নি। ওরা আমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার পর উচিত ছিল এখান থেকে একদম চলে যাওয়া। যতদূরে সম্ভব। তা হলে অন্তত আজকের এ-দুর্ঘটনা ঘটত না।'

'হয়তো ঘটত না, হয়তো ঘটত। সেটা কি জোর দিয়ে বলা যায়?' লোকটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল ম্যুর। জনের দিকে চাইল। 'জন, তুমি হয়তো কিছু করতে পারবে বলেছিলে।'

'ও তোমাকে কী বলেছিল জানি না, তবে আমার কথা আমি বলছি। কাল সকালে সূর্য ওঠার আগে আমার ওয়্যাগনের চাকা ঘুরতে শুরু করবে। চলে যাব আমি এখান থেকে,' নিজের মতামত পরিষ্কার জানিয়ে দিল নোয়া।

'তুমি থামো, সিম!' ধমকে উঠল ম্যুর। 'হিককে কথা বলতে দাও।'

সবার ওপর চোখ বুলাচ্ছে জন, মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে। 'একটা কথা,' মুখ খুলল ও। 'আমি সরাসরি বলে রাখছি, তোমরা এখান থেকে চলে যাবার মতলব করলে আমি তোমাদের জন্যে

বইঘর.কম

কিছুই করতে পারব না।'

কথাটা বলে আধমিনিট চুপ করে রইল ও। সবার ওপর ওর কথার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করল।

মাইক বেলেট তাগাদা দিল ওকে, 'বলে যাও, আমরা শুনছি।'

'বেশ,' বলল ও। 'তোমরা হয়তো বেন থর্নটনের আহত হবার খবর শুনেছ। গুলি করা হয়েছে ওকে। ও যদি মারা যায়, তা হলে এখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। মারাত্মক একটা লড়াই বাধবে এখানে। এই ভ্যালির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করার লড়াই এই লড়াইয়ে এখানকার প্রত্যেকটা মানুষকে কোন না কোন পক্ষে যেতে হবে। আমাকেও। গতকাল সন্ধেয় তা বুঝতে পেরেছি। আগে বেন থর্নটনের নেতৃত্বে ভ্যালির প্রায় সব ব্যাপারে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। লং কোলিতে তোমাদের থাকতে দেবার ব্যাপারে নিশ্চয় বেনের সাথে তোমাদের কোন রকম বোঝাপড়া ছিল। আমি জানতে চাইব সেটা কী?'

'হ্যাঁ, একটা বোঝাপড়া ছিল। চুক্তি বলতে পারো। কথা ছিল আমরা লং কোলিতে থাকব, এটা আমাদের কাছে বন্দোবস্তি দেয়া হবে। প্রত্যেকে পুরো এক সেকশন করে পাব।'

'হাহ্, চুক্তি!' ঘোঁৎ করে উঠল সিম নোয়া। 'এমন চুক্তি যে, আমাদের যদি ওখান থেকে কেউ ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয়, কারও কিছু বলার থাকবে না। এখন তো ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আমাদের ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কই, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ তো এ ব্যাপারে একটা আঙুলও উঁচাতে পারল না। বিপদে আপদে আমরা বেন থর্নটনকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু আমাদের বিপদে তো থর্নটন কিছুই করতে পারল না,' চ্যালেঞ্জের সুরে কথাগুলো বলে নোয়া থামল, তাকাল সবার মুখের দিকে, যেন কেউ ওর সাথে একমত না-হলে এরচেয়ে মোক্ষম জবাব দিতে তৈরি সে। সরু হাড্ডিসার মুখটা একে তাকে সবার দিকে ঘুরিয়ে মাথা নাড়ল। থোঃ করে একদলা থুতু ফেলল আগুনে। 'ধ্যাত্তেরি, বলিনি

boighar.com

ও সব শুধু কথার কথাই।'

'ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো,' মৃদুস্বরে বলল জন। 'তোমাদের লং কোলি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে থর্নটনের হুকুমে নয়; ঘটনাটা ওর অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। ও ঘটনাটা জানার আগেই তোমরা লং কোলি ছেড়ে চলে এসেছ। কিন্তু আমি জানি, ও চায় তোমরা ওখানে ফিরে গিয়ে ফের ঘর-বাড়ি তৈরি করো।'

'ধ্যাৎ! বলিনি ওসব কেবল কথার কথা? আমাদের জন্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখান থেকে চলে যাওয়া।' সিম নোয়া তার সিদ্ধান্তে অটল।

'চলে যাবে?' অসহিষ্ণু শোনাল জনের গলা। 'কোন চুলোয় যাবে? সারা জীবন তো কেবল যাওয়ার ওপরই রইলে। পায়ের তলায় মাটি পেয়েছ কোথাও? আমি জানি, তোমাদের সাথে বেনের চুক্তিটা ভালই। এমনকী, সে মারা গেলেও। কারণ ওর সব সম্পত্তি ও নাতনীর নামে উইল করেছে। আর ভিনা থর্নটন ওর দাদুর করা যে কোন এগ্রিমেন্টকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে।'

'কিন্তু আমি এখানে এমন কাউকে দেখছি না যে লড়বে।' ওর সাথে কোনভাবেই একমত হতে পারছে না সিম নোয়া। 'বিশেষ করে আজ সন্ধেয় যা ঘটল। এখানে এমনকী আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়।'

'লড়বে, যখন দেখবে জিম বেলেটের মত কেউ এসে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে,' যুক্তি দেখাল জন।

'একদম ঠিক কথা,' ওকে সমর্থন জানাল মাইক বেলেট। গর্বিত পিতা একটা হাত রাখল পাশে দাঁড়ানো পুত্রের কাঁধে। 'চলে যাও, জন। তুমি নিশ্চয় চমৎকার কিছু ভাবছ?'

'বিশেষ কিছু নয়,' জন সংক্ষেপে ওর পরিকল্পনার কথা ভেঙে বলল আমরা যদি হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের পেছনে দাঁড়াই, তা হলে হ্যাকামো তার আগের প্রতিপত্তি নিয়ে চলতে পারবে। এর মানে তোমাদের জন্যে একটা সুন্দর, নির্ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যৎ।'

বইঘর.কম

'কিন্তু আমাদের তো থাকারই জায়গা নেই,' ওকে মনে করিয়ে দিল বার্জ। 'এভাবে ভাসমান অবস্থায় তো আমরা কিছু করতে পারব না।'

'এটা কোন সমস্যা নয়,' ওকে আশ্বস্ত করল জন। 'তোমরা সানডাউন র‍্যাঞ্চে থাকতে পার নিশ্চিন্তে। আমার দাদু ডন এমিলিও র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারটা অনেক বড় করে বানিয়েছিল। কারণ তখন সানডাউন র‍্যাঞ্চের আয়তন ছিল বিশাল, আর লোকজনও ছিল প্রচুর। র‍্যাঞ্চ ছোট হয়ে এলেও হেডকোয়ার্টারটা এখনও আগের মতই রয়ে গেছে। যতগুলো ঘর আছে, তোমাদের সবার হয়ে আরও থাকবে। তোমাদের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত ওখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।'

'শুনতে তো ভালই মনে হচ্ছে,' মুখ বাঁকাল নোয়া। 'কিন্তু এর বদলে নিশ্চয় তোমার এবং হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের জন্যে আমাদের লড়াই করতে হবে?'

'তাই তো মনে হয়,' সহজ স্বীকারোক্তি জনের। 'কিন্তু নোয়া, তুমি নিশ্চয় কিছু না-দিয়ে কিছু পেতে পারো না। তোমার বউ-বাচ্চাকে মানুষের মর্যাদায় বাঁচাতে চাইলে তোমাকে লড়াই করতেই হবে। যেখানে যাও, সেখানেই। এর কোন বিকল্প নেই।'

ম্যুর হিসেবী মানুষ, মন দিয়ে শুনছিল ওদের বাদানুবাদ, এবার মুখ খুলল, 'জবাবটা তোমাকে কাল জানালে কেমন হয়, হিকক? আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ-আলোচনা তো চাই।'

'খুব ভাল কথা,' রাজি হলো জন। 'এখন তা হলে চলো বেরিংয়ের একটা ব্যবস্থা করা যাক। ও তো আর পায়ে হেঁটে শহরে যাবে না। ওর ঘোড়াটা বোধ হয় কাছেপিঠেই আছে। খুঁজে নিতে হবে।'

'তুমি কি ওকে – মানে লাশটাকে শহরে নিয়ে যেতে চাও?' অবাক হলো নোয়া।

'হুঁ।'

boighar.com

অস্বস্তি ভরে মাথা নাড়ল নোয়া। 'সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তারচেয়ে এখানে একটা গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেয়া যাক।'

'না।' ওর সাথে একমত হলো না জন। 'শহরের লোকদের অবশ্যই জানতে দিতে হবে কী ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে? তা হলে ওরা ব্যাপারটা মনে রাখবে।'

'মি. হিককের সাথে আমি একমত,' এই প্রথম কথা বলল জিম বেলেট। 'আমিও চাই লোকে জানুক, আমি কী করেছি এবং কেন করেছি?'

'এ-ব্যাপারে কথা বলার অধিকার জিমেরই সবচেয়ে বেশি,' দাবি করল ওর গর্বিত পিতা। 'ও যা বলবে, তা-ই হবে। চলো, সবাই ঘোড়াটাকে খুঁজে আনি।'

ঝরনার কাছে একটা উইলো ঝোপের কাছে পাওয়া গেল ঘোড়াটাকে। মানুষের সাড়া পেয়ে নিজে থেকেই দেখা দিল পোষা ঘোড়া। এগিয়ে এল। তস্করের লাশটা ওটার পিঠে স্যাডলের সাথে আড়াআড়ি করে বাঁধা হলো। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল জন। বলল, 'জিম, আমি চাই আঙ্কেল জেফ, স্যাম স্লোপার আর বিনি হালকের মত লোকেরা তোমাকে সমর্থন করুক। তা হলে তোমার আর ভয়ের কিছু থাকবে না। নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে।'

অন্ধকারে ঘাড় নাড়ল জিম। 'ধন্যবাদ, মি. হিকক। আমিও তা-ই চাই। তুমি ঠিক সেভাবে কাজ করছ।'

আট

শান্ত শহর, চুপচাপ। স্লোপারের স্টোর অ্যান্ড অয়্যার হাউস বন্ধ হয়ে গেছে। বাতি জ্বলছে ক্যানিয়ন হাউস আর আঙ্কেল জেফ রুপার্টের

অফিসে। বিনি হালকের লিভারি বার্নের কাছ দিয়ে আসার সময় লণ্ঠনের আলোর ছটা দেখে ওদিকে গেল জন। ওর সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে হালকের বিরক্তিমাখা গলা ভেসে এল, 'কে আবার এল এত রাতে? কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি বলো। আমি ঘুমোতে যাচ্ছি।'

'ঘুমানোর জন্যে সারারাত পড়ে আছে, বিনি,' গলা উঁচাল জন। 'এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, সাহায্য করো আমাকে।'

এবার বিরক্তির জায়গায় বিস্ময় হালকের। 'জন! এত রাতে কী ব্যাপার বলো তো? খবর শুনে এসেছ নাকি?'

'খবর?' এবার বিস্ময়ের পালা জনের।

'বেনের। ও মারা গেছে, জন। ডা. লোম্বার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কাজে আসেনি।'

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে রইল জন। তারপর ওর বিষণ্ন গলা শুনল আস্তাবল মালিক। 'আমারও সে-ভয় ছিল, বিনি। এদিকে আরেক কাণ্ড ঘটে গেছে। লণ্ঠনটা নিয়ে বাইরে এসো।'

বিনি লণ্ঠন নিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়ি বাঁধা লাশটা দেখে বলল, 'হা ঈশ্বর! এ যে দেখছি টড বেরিং! কীভাবে...কখন?'

'পরে বলব,' বলল জন। 'আগে লাশটা তোমার হারনেস রুমে নিয়ে রাখতে হবে। আর ব্যাপারটা এখন চেপে যেতে হবে। অন্তত আঙ্কেল জেফ কিছু না-বলা পর্যন্ত। হাত লাগাও আমার সাথে।'

কাজটা কষ্টকর। তবে শেষ করার পর জন বলল, 'ব্যাপার কী জানতে চাইলে জেফের অফিসে চলো। জেফ এখনও ঘুমায়নি। বাতি জ্বলতে দেখেছি অফিসে।'

'আমার ধারণা, বেনের মৃত্যুটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে বেচারার। ওরা দুজন অনেক দিন থেকে ভাল বন্ধু,' মন্তব্য করল বিনি হালক।

বিনি হালক লোকটা জাতে আইরিশ। গাল দুটো ফোলা, রক্তাভ। বাঁকানো পা। এক সময় নাগাড়ে ঘোড়ায় চড়ার ফল। বিপত্নীক লোকটা। দুনিয়ায় কোন কিছুতে উৎসাহের অভাব নেই

boighar.com

ওর। আস্তাবলের পেছনে ছোট্ট একটা ঘরে নিজের এগারো বছর বয়সী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে থাকে। ছেলেকে ঘুমন্ত রেখে বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে এল ও। জনের সাথে আঙ্কেল জেফের অফিসে চলল।

'জানতাম, এরকম কিছু ঘটবে,' যেতে যেতে বলল সে। 'মন থেকে অনুভব করছিলাম। বেন থর্নটন মরে গেলে এরকম কিছু ঘটতে বাধ্য। আমার কথা শুনে রাখো, জন, এই-ই মাত্র শুরু...

অফিসে একা নয় আইনজীবী, স্যাম স্লোপার সঙ্গ দিচ্ছিল ওকে। জন আর বিনি ঢুকতে অর্ধেক হয়ে আসা হুইস্কির বোতলটা ঠেলে দিল ওদের দিকে। কোণার কাবার্ড থেকে দুটো গ্লাস বের করল। 'স্যাম আর আমি খাচ্ছিলাম। সময় কাটাচ্ছিলাম বলতে পারো। জন, খবরটা শুনেছ নিশ্চয়?'

'হুঁ। বিনি বলল এইমাত্র।' নিজের আর আস্তাবল মালিকের গ্লাস ভর্তি করল জন হুইস্কি ঢেলে। 'তোমাকে আরেকটা খবর দিচ্ছি, আঙ্কেল. জেফ। আরেকটা লাশের।'

'কী বলছ তুমি?' ভুরু কুঁচকাল আইনজীবী।

'হ্যা। লাশটা এই মাত্র শহরে এনেছি আমি। বিনির হারনেস রূমে রেখে এসেছি।'

'কী আবোলতাবোল বকছ? কার লাশ?'

'টড বেরিংয়ের। ঘটনা হলো...'

খুলে বলল জন। শেষ করতেই ঘোঁৎ করে উঠল দোকানদার। 'একটুও খারাপ লাগছে না আমার। এদের মত নোংরা কুকুরগুলোর এটাই উচিত সাজা। আরে. হপ্তাদুয়েক আগে মেয়েটিকে দেখেছি আমি ম্যুরের সাথে। আমার দোকানে এসেছিল। সুন্দরী মেয়েটি, কিন্তু একেবারেই বয়স কম। উচিত সাজা পেয়েছে বেরিং।'

'আমিও তা-ই মনে করি।' চাষাদের সঙ্গে ওর আলোচনার সারসংক্ষেপ শোনাল জন ওদের। পরে বলল, 'ওদের আমি সানডাউন র‍্যাঞ্চে থাকতে বলেছি। আমি চাই. এলাকার সবাই জানুক

বইঘর.কম

ওরা আমার লোক। কেউ যেন ওদের বিরক্ত না-করে।'

'শেষবার তোমার সাথে যখন কথা হয়েছিল,' বলল জেফ। 'তুমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলে যে, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এখন...'

কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'ওহ্, অবশ্যই। এখনও তা-ই বলছি। আমাকে আমার মত থাকতে দিলে আমি কাউকে বিরক্ত করব না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই আমার মত ভাবে না...'

স্পার লেআউটের হাতে মার খাবার কথাটা খুলে বলল ও জেফকে। 'দেখা যাচ্ছে জিল ফ্রাজি খেলার নিয়ম বোঝে না, কিংবা বুঝলেও মানে না। সুতরাং আমিও ওর সাথে ওর নিয়মে খেলব।'

'সেবাস্তিয়ানার মত কী? ও রাজি?'

'অবশ্যই। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছে ওই।'

'বলছ সানডাউনে থাকলে চাষারা তোমার বিপদে আপদে সাহায্য করবে। ফ্রাজির বিরুদ্ধে লড়বে তো?'

'আমি ওই ভাবে বলেছি। তা ছাড়া আমি অন্য কাজে র‍্যাঞ্চের বাইরে থাকলে সেবাস্তিয়ানাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওকে আর একা থাকতে হবে না।'

'অন্য কাজে চলছ। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের কাজে? একটু চুপ থেকে প্রশ্ন করল জেফ।

'ভিনা যদি চায়।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল জেফ। 'বেশ, এবার তা হলে অন্য প্রসঙ্গ। জন, তুমি জানো, এ-উপত্যকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের নেতৃত্ব দরকার। ছোট ছোট র‍্যাঞ্চগুলো আগে যেমন এ-ব্যাপারে হ্যাকামোরকে বিশ্বাস এবং সম্মান করত, এখনও তা-ই করবে। এটা যদি সম্ভব হয়, তা হলে জিল ফ্রাজির মত বেয়াড়া লোকেরা ঠিকই সমঝে চলবে। যখন তখন যে সে ব্যাপারে নাক গলাবার সুযোগ পাবে না। বরং যতটা সম্ভব দূরে থাকাকে ভাল মনে করবে।'

boighar.com

'লুৎস অনিয়ন,' স্মরণ করিয়ে দিল স্যাম। 'ওর কথা ভুলে যাচ্ছ তোমরা।'

'ও আমাদের নজরে থাকবে। তবে ওর কাছ থেকে জিল ফ্রাজির মত বড় কোন সমস্যা আসবে বলে মনে হয় না। ও ফ্রাজির মত দূরাকাঙ্ক্ষী নয়। সামনে যেটুকু আছে, ওখান থেকে ফায়দা ওঠাতে পারলেই ও খুশি। ফ্রাজির মত অতটা লোভ ওর নেই। ফ্রাজি অল্পতে সন্তুষ্ট নয়, ওর সারা দুনিয়া চাই।'

চুপচাপ শুনছিল বিনি হালক। ফাঁক পেতেই হাই তুলল। তোমরা কেবল কী হতে পারে আর পারে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ। আমি ওসব নিয়ে ভাবছি না। এ-মুহূর্তে আমার হারনেস রূমে যে-লাশটা পড়ে আছে, সেটার ব্যাপারে কী করবে...

'যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন,' ওকে সমর্থন করল জন হিকক। 'জেফ, তুমি বলো টডের লাশ নিয়ে কী করব?'

'ডাক্তার লোম্বার্ডের সাথে আজ সন্ধেয় আমার কথা হয়েছে। বেন থর্নটনকে কবর দেয়া পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ফোর্ডে থাকবে ও। আমি বেরিংয়ের ব্যবস্থা করার কথাও ওকে বলব। এরপর পুরো ঘটনাটা জানাব এখানকার লোকদের। বলব, নিষ্পাপ একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে গিয়ে কীভাবে গুলি খেয়ে মরেছে বেরিং। আমার মনে হয় না কেউ ওর পক্ষে কথা বলবে।'

দরজার দিকে এগোল জন, ঘাড় ফেরাল। 'বেনকে কবর দেয়া হবে কোন সময়?'

'কাল বিকেলের দিকে,' জবাব দিল আঙ্কেল জেফ 'তুমি থাকবে নাকি?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল জন। 'গোলোকে দেখেছ কেউ?'

'অনেকবার,' বলল বিনি হালক। ''আমার আস্তাবলের চারপাশটা ধরতে গেলে চষে ফেলেছে। শিকারী কুকুরের মত শুঁকে শুঁকে দেখছে প্রতি ইঞ্চি মাটি। বেনকে কে গুলি করেছে, সে ব্যাপারে কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না খুঁজছে। এক হাজারটা প্রশ্ন করেছে

আমাকে ও যদি আঁচ করতে পারে খুনি কে, তা হলে লোকটার কোন আশাই নেই। মাটির নীচ থেকে হলেও তুলে আনবে ওকে গোলো। গোলোকে দেখলে এখন সরাসরি মৃত্যুর কথা মনে পড়বে।'

'আজ বিকেলে কেন্ট ব্রেইরির কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল ও,' হালকের কথা লুফে নিল স্লোপার অনাবিল হাসিতে মুখ ভরে উঠেছে ওর। 'কেন্টের কাছে জানতে চেয়েছিল সেদিন রাতে বেনকে গুলি করার সময় ক্যানিয়নে কে ছিল আর কে ছিল না। কেন্ট প্রথমে পাত্তা দিতে চায়নি, যেমন ওর স্বভাব আর কী? কিন্তু গোলো আচমকা চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর, গলা টিপে ধরেছিল। ব্যস, কেন্টের জারিজুরি শেষ। পরে ওর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেবার সময় ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে। রীতিমত গলা খুলে গান গেয়েছে বলা যায়।'

শুকনো স্বরে মন্তব্য করল আঙ্কেল জেফ, 'এ রকম একটা শিক্ষা ওর দরকার ছিল। তবে তাতে খুব একটা ইতরবিশেষ হবে না।' আস্তাবলে মালিকের দিকে চাইল। প্রকাণ্ড হাই তুলছে বিনি। চোখ নাচাল জেফ। 'ঘুমের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, না?'

'ফিল বেগিন ফিরতে দেরি না-করলে। আরও আগে ঘুমিয়ে পড়তাম। সন্ধের সময় এসে বাকবোর্ড আর ঘোড়া ভাড়া করল। বলল, উপত্যকার কোথায় নাকি কী একটা কাজে যাবে। ফিরে আসবে খানিকক্ষণের মধ্যে। কিন্তু সে যে গেল আর ফেরার নাম নেই। যখন ফিরল, দেখলাম মেজাজ খুব চড়া। যেন পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে এসেছে।'

আঙ্কেল জেফের চোখ সরু হলো, ধূর্ততার ঝিলিক দেখা গেল তাতে। 'তুমি বলেছ শহর থেকে উত্তর দিকে গিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভ্যালির উজানে কোথাও। আর সেখান থেকে যখন ফিরল, দেখে মনে হলো, লেজের নীচে কাঁটা পুঁতে দিয়েছে কেউ।'

জনের সাথে সাথে বেরোতে যাচ্ছিল স্লোপারও। ঘাড় ফিরিয়ে

boighar.com

বলল, 'মনে হচ্ছে, কালকের দিনটা আরও খারাপ যাবে।' ওর গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

বাইরে এসে যার যার পথে গেল ওরা। বিনি আর জন আস্তাবলে ফিরল। স্যাম স্লোপার গেল দোকানের সাথে লাগোয়া ওর শোবার ঘরে। এখানে ওর সাথে একই ঘরে ঘুমায় ওর সার্বক্ষণিক কাজের লোক রস হুইলার। নাক ডাকছে রসের, ঘুমাচ্ছে। দরজা খুলে ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় মদের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল স্যামের নাকে।

ভুরু কুঁচকাল স্যাম। বিতৃষ্ণ বোধ করছে লোকটার ওপর। নিজের বিছানায় গেল ও। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার হুইস্কির বোতল নিয়ে বিছানায় যেতে দেখল বসকে। আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছে লোকটা। এর মানে আগামী দিন কয়েক ঘরে-বাইরে তেমন কোন কাজে লাগবে না সে।

অবাক হলো স্যাম। কিছু মানুষের এরকম আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পায় না ও। কিছু মানুষ আছে, সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরে কিছু ঘটলেই বেদিশা হয়ে পড়ে। দৃঢ়ভাবে কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না। যে কোন ধরনের ভায়োলেন্স, যেমন বেন থর্নটনকে গুলি করে খুন করার ব্যাপারটা অনেক দিক দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবে। কিছু লোক বেপরোয়া হয়ে লুটপাট শুরু করবে। বেরিংয়ের মত লোকদের ভেতর পশুত্ব জেগে উঠবে, রস হুইলারের মত ব্যক্তিত্বহীন কিছু মানুষ এই হাঙ্গামায় বেসামাল হয়ে মদ খেতে শুরু করবে। বড় চিন্তা হচ্ছে স্লোপারের, সামনের দিনগুলোয় না জানি কী ঘটে!

দুপুরের প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পরে শহর থেকে একটু পুবে ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট একটা সিমেট্রিতে কবর দেয়া হলো বেন থর্নটনকে। কবরটা হলো ওর অনেক আগে মৃত স্ত্রীর পাশেই। প্রচুর লোক সমাগম হলো কবর দেবার সময়। সবাই এসেছে র‍্যাঞ্চারকে

বইঘর.কম

তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। বিশেষ করে ছোট ছোট র‍্যাঞ্চ মালিকদের উপস্থিতি অবাক করার মত। তাদের গম্ভীর করুণ মুখ দেখে মনে হলো, তারা যেন এমন একজন অভিভাবককে হারিয়েছে, যে তাদের বিপদে আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াত।

শহরের বেশির ভাগ লোক শবযাত্রী হলো। বিনি হালক, স্যাম স্লোপার, আঙ্কেল জেফ রুপার্ট, মিস্টার ও মিসেস হিথ সবাই এল সিমেট্রিতে। এমনকী হালকের কিশোর ছেলে ডিন ও তার দশ বছর বয়সী বন্ধু টিন হিথও এসে বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন গম্ভীর মুখে বড় বড় চোখ মেলে শেষকৃত্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করল। আসেনি কেবল দুজন। রস হুইলার আর বারটেন্ডার কেন্ট ব্রেইরি। রস হুইলার মদ খেয়ে টাল হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, হ্যাঙওভার চলছে ওর; কেন্ট কেন আসেনি সে-ই জানে। গোলোর ওপর অভিমান করেই কিনা কে জানে।

মসৃণ পাইন কাঠে তৈরি কফিনটাকে ধীরে ধীরে কবরে নামিয়ে দেয়া হলো। বাইবেল থেকে স্তোত্র পাঠ করল আঙ্কেল জেফ। কবরের পাশে পাশাপাশি দাঁড়ানো রাফ আর তার মেয়ে ভিনা থর্নটনের চোখের সামনে আস্তে আস্তে মাটিতে ঢেকে গেল তাদের প্রিয়জনের লাশের কফিন। ডাক্তার লোম্বার্ড নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু তত্ত্বাবধান করল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভয়াবহ গম্ভীর মুখে সব কিছু দেখল গোলো।

জন আর তার দাদু সেবাস্তিয়ানাকে নিয়ে বাকবোর্ডটা এসে দাঁড়াল সিমেট্রির পাশে। আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে তাদের। নাতির হাত ধরে বাকবোর্ড থেকে নামল সেবাস্তিয়ানা, ধীর গম্ভীর অভিজাত ভঙ্গিতে হেঁটে ভিনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তরুণীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল প্রাচীনা, সান্ত্বনার ভঙ্গিতে মৃদু চাপ দিল। আন্তরিকতার ছোঁয়া পেল ভিনা মহিলার সামান্য স্পর্শেই, ফিরে নিজের দু'হাতে চেপে ধরল ও মহিলার ছোট বয়সী হাতটা। আবেগে ঠোঁট দুটো তিরতির করে কেঁপে উঠল ওর। ওর মাথায়

boighar.com

একটা হাত রাখল সেবাস্তিয়ানা।

মৃতের জন্যে প্রার্থনা শুরু হলো আঙ্কেল জেফের নেতৃত্বে। তার এক মুহূর্ত আগে দ্রুত পায়ে তাদের সাথে এসে যোগ দিল ফিল বেগিন।

খুব তাড়াতাড়ি এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে শেষ হয়ে গেল শেষকৃত্যানুষ্ঠান। একটা মানুষ দুনিয়ায় এল সময়ের একটা বিন্দুতে, দু'একটা আঁচড় কাটল মহাকালের বুকে, তারপর হারিয়ে গেল আরেকটা বিন্দুতে; তার বেঁচে থাকার সময়টা ছিল বর্তমান, মৃত্যুর সাথে সাথে তা অতীত হয়ে গেল।

তবে অতীতও বর্তমানের একটা অংশ বটে বর্তমানের মানুষ বাঁচিয়ে রাখে অতীতের মানুষকে তার স্মরণে। বেন থর্নটনের দেহ চোখের আড়াল হয়ে গেলেও তার স্মৃতি বেঁচে থাকবে আরও অনেক দিন তার প্রিয়জন এবং অনুগ্রহভাজনদের মনে।

সিমেট্রি থেকে চলে যেতে লাগল সবাই মলিন মুখে। ভিনা আর তার বাবা র‍্যাঞ্চের পথ ধরল, তাদের অনুসরণ করল হ্যাকামোর ক্রুরা। জন আর সেবাস্তিয়ানা চলল সানডাউন র‍্যাঞ্চে।

র‍্যাঞ্চে কয়েকজন চাষা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। এদের মধ্যে রয়েছে বার্জ ম্যুর আর মাইক বেলেট। বলল, জনের অফারটা যদি এখনও থাকে, তা হলে ওরা থেকে যেতে রাজি আছে। সিম নেয়ার ব্যাপারে তারা জানাল, সকালে উঠে নিজের সামান্য মালপত্র ওয়াগনে ভরে পরিবার নিয়ে চলে গেছে সে। না, কোথায় যাবে বলেনি, তারাও জানতে চায়নি।

ওদের দেখে খুশি হলো জন। খারাপ লাগল সিম নোয়া চলে যাওয়ায়। তা আর কী করা? প্রত্যেকেরই নিজের স্বার্থে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে।

নিজের অফিসে গম্ভীর মুখে বসে আছে আঙ্কেল জেফ, মুখে সদ্য ধরানো সিগারেট। আকাশ-পাতাল ভাবছিল আইনজীবী। বেনের এভাবে মৃত্যু কষ্ট দিয়েছে ওকে। একটু পর দরজায় নক শুনে

বইঘর.কম

সচকিত হলো। তাকাল দরজার দিকে।

পাল্লা ঠেলে যে ঢুকল সে ফিল বেগিন। অবাক হয়ে সোজা হয়ে বসল জেফ। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখাল অতিথিকে। 'একদম অপ্রত্যাশিত, ফিল, তোমার আসাটা। বিশেষ কোন কাজ?'

চেয়ারে বসে সিগার ধরাল ফিল বেগিন। লম্বা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর কথা বলল ধীরে ধীরে, যেন প্রতিটি শব্দ বাছাই করে করে, 'বেন সম্ভবত ওর উইল পাল্টেছিল, না?'

'হুঁ' সংক্ষেপে জবাব দিল আইনজীবী। ওর চোখ সরু হয়ে উঠল।

'কাজটা তুমি করেছ, না?'

'সেটাই স্বাভাবিক। বেন তার সব কাজ আমার হাতে করাত।'

'সাক্ষী কারা কারা?'

'জন হিকক আর আমি।'

'উইলে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ। বেন তার ছেলের বদলে নাতনীকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছে।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না?'

'হতে পারে। তবে বেন যেভাবে চেয়েছে, সেভাবে হয়েছে। রাফ সারক্ষণ মদ নিয়ে পড়ে থাকে, বেন তাই ওর ওপর ভরসা করতে পারেনি। ও হয়তো ভেবেছে ছেলের বদলে নাতনীর হাতেই হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ভবিষ্যৎ অধিকতর নিরাপদ।'

তথ্যটা চুপচাপ হজম করল বেগিন। তারপর হালকা স্বরে, যেন এমনি কথার কথা জানতে চাইছে, বলল, 'উইলে ভার্জিনিয়া থর্নটনের জন্যে কী রেখে গেছে? ও রাফের স্ত্রী, সে হিসেবে তো কিছু প্রাপ্য আছে ওর...'

'ফিল, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ?' চ্যালেঞ্জের স্বরে জানতে চাইল আঙ্কেল জেফ।

'বলতে চাইছি, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে ভার্জিনিয়ারও অধিকার

boighar.com

আছে।' পাল্টা চ্যালেঞ্জের সুর বেগিনের গলায়।

'ওর অধিকার হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর নয়, ওর স্বামীর সম্পত্তির ওপর। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর ওর স্বামীরই যেখানে অধিকার নেই, ওর আসছে কোত্থেকে? হ্যাকামোর এখন ভিনার সম্পত্তি। পুরোটাই। তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছ না, ভিনার সম্পত্তির ওপরও ভার্জিনিয়ার দাবি আছে। তবে ভিনা যদি ওর সৎ মায়ের জন্যে কিছু করতে চায়, তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এ ছাড়া ভার্জিনিয়ার আর কোন কিছু পাওয়ার উপায় নেই। বেন থর্নটন সে উপায় রাখেনি।'

'বেনের কথাই শেষ কথা নয়। আরও কারও বক্তব্য থাকতে পারে নিশ্চয়।' ঠোঁট থেকে সিগারটা হাতে নিল বেগিন, ওটার আগায় জমে ওঠা ছাইয়ের দিকে তাকাল মনোযোগ সহকারে।

'কার বক্তব্য?'

'আমার। ভার্জিনিয়া থর্নটনের পক্ষ থেকে।'

'আ-চ্ছা! এই তা হলে ব্যাপার?' চিকন হাসি ফুটল আইনজীবীর ঠোঁটে। চেয়ারে হেলান দিল। 'তুমি তা হলে উইলের বিরোধিতা করতে চাও?'

'যদি প্রয়োজন হয়।' ছাই ঝাড়ল বেগিন, মুখ তুলল। 'তবে যদি একটা সম্মানজনক সমঝোতা হয়ে যায়...' কথা শেষ করল না বেগিন, বাকিটা বোঝার ভার ছেড়ে দিল প্রতিপক্ষের ওপর।

মুখের হাসি আরও স্পষ্ট হলো আইনজীবীর। 'বুড়ো বেনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ধুরন্ধর বুড়ো আগে থেকেই টের পেয়েছিল কার কোথায় গা চুলকানি। ও আমাকে ঠিকই ইঙ্গিত করেছিল। বেকুবের মত আমিই শুধু ভার্জিনিয়ার পক্ষে ওকালতি করেছিলাম।' একটু চুপ করল ও। তারপর আবার বলল, 'তা তুমি যদি বিরোধিতা করতে চাও, বেগিন, তা হলে করো, জবাব ঠিকই পাবে।'

'আমার মনে হয়, সিদ্ধান্তটা নেবার আগে ভিনার সাথে পরামর্শ

করলে ভাল করবে। কারণ আমি যদি শুরু করি, তা হলে তার শেষ না দেখে ছাড়ব না। যতগুলো আদালত তুমি দেখতে চাও, সবগুলো...

'ফিল,' মুখের হাসি মিলিয়ে গেল আঙ্কেল জেফের, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। 'আমাকে আদালতের ভয় দেখিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। অতটা কাঁচা যদি আমাকে ভেবে থাকো, তা হলে ভুল করবে। এখন যখন তুমি তোমার মুখোশ খুলে ফেলেছ, হাতের সবকটি তাস দেখেয়ি ফেলেছ, তা হলে আমিও দেখাচ্ছি। এসো ফিল, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলি। প্রথম প্রশ্ন, আসলে তুমি কী ফিল? একটা নোংরা শেয়ালের সাথে তোমার...'

'দেখো দেখো, রুপার্ট,' প্রবল প্রতিবাদে তড়বড়িয়ে উঠল বেগিন। 'তুমি আমাকে এভাবে বলতে পারো না। তুমি...'

'পারি, বেগিন,' অবিচল স্বরে বলল রুপার্ট। 'পেরে এসেছি, পারবও। তুমি তো আর এমনি এমনি বেন থর্নটনের উইলের বিরোধিতা করতে আসোনি।...আরে বোসো বোসো, আগে সব কথা শুনে নাও।'

ওর চোখে চোখ রাখল বেগিন। প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমি তোমার অফিসে গালাগাল শুনতে আসিনি, রুপার্ট। আমি এসেছি একটা আইনগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে। কিন্তু সে জন্যে আমি তোমার কিংবা আর কারও মুখ নাড়া সইব না।'

'না, বেগিন,' নিজের সিদ্ধান্তে অটল রুপার্ট। 'তুমি এসেছ একটা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। সুতরাং তার একটা মোক্ষম জবাব তো তোমাকে পেতে হবে। ফিল, আমি সত্যি আহত বোধ করছি। তুমি বিশাল সম্পত্তির আশায় ভিনা থর্নটনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, কিন্তু ভিনা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তুমি এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছ যে, ওর দাদুর করা ন্যায্য একটা উইলকে চাইছ বিতর্কিত করে তুলতে। ওকে ওর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে। এজন্যে তুমি এমন একজনের পক্ষে ওকালতি করতে

boighar.com

এসেছ, যার একপয়সার অধিকারও নেই হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল ফিল বেগিন। 'গাধার মত কথা বোলো না, রুপার্ট। কথাটা আমার জন্যে এবং ভিনার জন্যেও অপমানজনক। আমি তোমার একটি কথাও শুনতে চাই না আর।'

'শুনবে, ফিল, শুনবে। শুনতে বাধ্য হবে। তা ছাড়া তোমার নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি? আমিও ভুলিনি। আমি দেখব সেগুলো যাতে পার্লামেন্টে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের কানে গিয়ে পৌঁছে। পার্লামেন্টের সদস্য আমি নই। তবে ওগুলো শোনানোর মত আমার কিছু বন্ধু ওখানে আছে। ওরা সৎ লোক, প্রভাবশালীও। ওদের আমি জানিয়ে দেব, আমাকে নির্বাচনে হারাবার জন্যে তুমি কী কী অবৈধ পন্থা গ্রহণ করেছিলে। আমি কথা দিচ্ছি, শীঘ্রিই তুমি নিজেকে আবিষ্কার করবে এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে পার্লামেন্টে ফের পাঠাতে ভোটাররা দু'বার চিন্তা করবে।

'এটা আমি আগেই করতে পারতাম, ফিল। কিন্তু আমি জনমতকে অশ্রদ্ধা করতে চাইনি। তাই রাজনীতির মাঠ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সাইডলাইনে বসেছিলাম। কিন্তু এখন যদি দেখি তোমার কারণে ভিনা থর্নটন তার ন্যায্য অধিকার নিয়েও হয়রানি পোহাচ্ছে, তখন তোমাকেও আমি হয়রান করে ছাড়ব।'

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত, আঙ্কেল জেফের কথা শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে মিইয়ে যাচ্ছিল বেগিন। ওর মুখ থেকে উত্তেজনা আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি মুছে গিয়ে তাতে সূক্ষ্ম একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আঙ্কেল জেফের চোখ এড়াল না প্রতিপক্ষের এ-হঠাৎ পরিবর্তন। বলে চলল, 'হ্যাঁ, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে তোমার ঘন ঘন আসা-যাওয়ার কারণটা কখনও আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল না। তোমার চোখ ছিল ভিনা থর্নটনের ওপর। আমার বিশ্বাস, বেন থর্নটনও তা আঁচ করতে পেরেছিল। সাথে সাথে এটাও বুঝতে পেরেছিল, তোমাকে ঘিরে ওর নাতনীর আলাদা কোন আবেগ নেই।

ও তোমাকে আর পাঁচজন বন্ধুর মতই দেখে। ফিল, আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। এই ভ্যালিতে তোমার আর কোন কাজ নেই, কোন আশাও নেই। তুমি বরং তোমার অফিশিয়াল কাজে মন দাও। একজন সৎ ও জনগণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। অবশ্য আমার মনে হয় না, সে যোগ্যতা তোমার আছে। তবু চেষ্টা করে দেখতে পারো, নিজেকে যোগ্য করে তোলা যায় কি না।'

কথা তো নয়, ফিল বেগিনের মনে হচ্ছে ওর পিঠে যেন সপাং সপাং চাবুক হাঁকাচ্ছে ঘাগু আইনজীবী। জবাব দেয়ার মত কোন কথা যোগাচ্ছে না ওর মুখে। রুপার্টের অভিযোগগুলো যে একটুও মিথ্যে নয়, তা ওর চেয়ে বেশি আর কে জানে? নির্বাচনের ব্যাপারে ওর অভিযোগ নির্জলা সত্যি। এ নিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস হলো না ওর, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ ওঠে। তবে লা জবাব হয়ে গেলেও রাগে মাথার তালু গরম হয়ে উঠল ওর। গালে রক্ত জমে আগুনের মত লাল হয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে রাগে গট গট করে বেরিয়ে গেল ও। যেন জেফকে বুঝিয়ে দিল ওর এসব কথাকে ও থোড়াই কেয়ার করে। তবে বৃথা চেষ্টা। প্রবীণ আইনজীবী ও প্রাক্তন জন প্রতিনিধি ঠিকই বুঝতে পারল ওর অভিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের ভেতর ধস নামিয়ে দিয়েছে।

হাসল সে। এতদিন ধরে বুকের ভেতর পুষে রাখা ক্ষোভ আজ উপুড় করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষের নাস্তানাবুদ অবস্থা ওকে চরম তৃপ্তি দিয়েছে। হালকা বোধ করছে ও এখন। নিজের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল ও। লম্বা টান দিয়ে ভুস করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হেলান দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল ফের।

বাইরে কিশোর কণ্ঠের হৈ চৈ শুনে চিন্তার জাল ছিঁড়ল ওর। চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে গেল ও। মুখ বাড়িয়ে দেখল ডিন হালক আর টিন হিথকে। ওর অফিসের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে দুই কিশোর।

boighar.com

দুপুরে ওদের দুজনকে ফিউনারেলের পোশাকে দেখেছে আঙ্কেল জেফ। গম্ভীর, বড় বড় চোখ মেলে দাঁড়িয়ে ছিল বড়দের সাথে। শোকগম্ভীর পরিবেশ থেকে বেরিয়েই এখন ওদের ভেতর জেগে উঠেছে কৈশোরিক দুরন্তপনা। ওদের গায়ে একটা করে কটন শার্ট আর একটা বিব ওভারঅল। ব্যস, এটুকুই। খালি পায়ে রাস্তার তপ্ত ধুলো মেখে হাঁটছে ওরা। মাথা খালি। রোদের আঁচে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। কিন্তু তাতে ওদের কোন সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। শৈশবের দুরন্তপনায় অস্থির ওরা; কোন কিছুকে সহজে পাত্তা দিতে চায় না। একটু পরে হয়তো দেখা যাবে হালকের আস্তাবলের পেছনে ঝরনার যে কূপটা, ওখানে নেমে সাঁতারের নামে দাপাদাপি শুরু করেছে। ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম হলেও উঠে আসার নাম নেবে না। এখনও বোধ হয় সে-মতলবেই যাচ্ছে ওরা ওদিকে।

'হেই!' অফিসের দোরগোড়া থেকে ডাকল আঙ্কেল জেফ। 'আমিও আসব নাকি তোমাদের সাথে? সাঁতার কাটব?'

জবাবে এক জোড়া মিষ্টি হাসি উপহার পেল প্রবীণ আইনজীবী। রাস্তা ছাপিয়ে ছুট লাগাল ক্ষুদে দুই সাঁতারু। পেছন থেকে ওদের দিকে চেয়ে রইল আঙ্কেল জেফ। মুখে হাসি, নিজের শৈশবে দুরন্তপনার কথা মনে পড়ছে হয়তো।

একটু পরে রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দে ঘোর কাটল ওর। মোড় পেরিয়ে শহরের রাস্তায় এসে ঢুকল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। স্পার লেআউটের বস জিল ফ্রাজি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ক্যানিয়ন হাউসের সামনে এসে ঘোড়া থামাল ওরা। জিল ছাড়া আর সবাই তড়িঘড়ি করে স্যাডল থেকে নামল। মাথা উঁচু করে অনড় বসে রইল জিল স্যাডলে। হাড্ডিসার মুখ আর সরু মাথাটা সামনে হেলিয়ে চারদিক জরিপ করল কিছুক্ষণ। আঙ্কেল জেফের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি, এক মুহূর্তের জন্যে। এরপর স্পার মালিক নামল স্যাডল থেকে। ছায়াসঙ্গী ফ্রেড লাস্কিকে কিছু বলল। ফ্রেড আর বাকি ক্রুরা ঢুকে গেল ভেতরে। জিল এগিয়ে এল আঙ্কেল

জেফের কাছে। আঙ্কেল জেফ আগে থেকেই নিরীক্ষণ করছে স্পার মালিককে।

কোন সন্দেহ নেই, ভাবল জেফ, জিলের চলাফেরায় পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। ক্ষমতা এবং গর্ব ফুটে বেরোচ্ছে ওর অবয়ব থেকে। বেন থর্নটনের মৃত্যুর প্রভাব মনে হয় ওর ওপরই বেশি পড়েছে। ওর শত্রু নিপাত গিয়েছে। যেভাবে যাক, হাবভাবে মনে হচ্ছে, বেনের মৃত্যু ওরই ব্যক্তিগত বিজয়।

জেফের সামনে এসে থামল স্পার মালিক। ওর চোখ আইনজীবীর ওপর। অপেক্ষা করছে জেফ, র‍্যাঞ্চ মালিককে মুখ খোলার সুযোগ দিচ্ছে।

'তো তা হলে শেষ পর্যন্ত মরেই গেল, অ্যাঁ। কবর দেয়াও হয়ে গেছে। আহ, মহান বেনজামিন থর্নটন! আরও আগেই যেখানে যাওয়ার কথা, গেলই শেষ পর্যন্ত সেখানে।' হাসি দু'কান ছুঁয়েছে লোকটার। 'এর মানে কি, বোঝো তো? এর মানে হলো, আজ থেকে এ-উপত্যকার হাওয়া দিক পরিবর্তন করল। আগের সব কিছু বাদ। সব আবার নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে। শোনো, রুপার্ট, সব কিছুই। এখানকার মানুষেরা এখন সেটা বুঝতে পারলেই ভাল করবে।'

লোকটার আপাদমস্তক জরিপ করল আঙ্কেল জেফ। ওর দুচোখে স্পষ্ট বিতৃষ্ণা, লুকোবার কোন চেষ্টাই করছে না। 'তুমি কি আমাকে এসব বলে ভয় দেখাতে এসেছ?'

'ভয় দেখাচ্ছি? ছি ছি, তা কেন?' আহত হবার ভান করল জিল ফ্রাজি। 'তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এ-উপত্যকায় এখন সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি কে? এখন তুমি সেটা লোকদের বোঝাবে। বলবে, এখানকার আবহাওয়ায় এখন বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। ওদের বলে দেবে, ওরা যেন আবহাওয়া বুঝে কাজ করে।'

'আমি তোমার ধার ধারি না, ফ্রাজি। আমি তোমার সাথে একমতও নই। তুমি কাউকে কিছু বোঝাতে চাইলে নিজে চেষ্টা করো গে।'

boighar.com

লোকটার সামনে থুতু ফেলল জেফ, পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল স্যাম স্লোপারের দোকানের দিকে। বেচারা দোকানদার এক হাতে দোকানের কাজ কর্ম করার চেষ্টা চালাচ্ছে, খুব একটা যে সফল হচ্ছে, তা কিন্তু নয়।

'কী ব্যাপার? তোমার রস হুইলার কোথায়? এসব কাজ তো তোমার করার কথা নয়। এগুলো ওই করবে।'

'রস?' বিতৃষ্ণায় মুখ বাঁকাল দোকানদার। বোঝা যাচ্ছে, রেগে টং হয়ে আছে অনুপস্থিত কর্মচারীর ওপর। 'পেছনে নিজের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মদে চুবানো।'

'তা হলে ওকে রেখেছ কেন আর?' অসন্তোষ প্রকাশ পেল জেফের গলায়। 'বিদেয় করে দিলেই তো পার।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্লোপার। 'বেশ কয়েকবার চেয়েছিলাম, কিন্তু ও যাবে না। ওর চাহিদাও কম। তা ছাড়া ওকে বিদেয় করে দিলে লোকই বা পাব কোথায়? আমার তো সারাক্ষণের জন্যেই মানুষ দরকার। ...যাক সে কথা। ফ্রাজিকে দেখলাম তোমার সাথে। ব্যাপার কী...মানে বলতে আপত্তি না-থাকলে...

'নেই,' বলল জেফ, সবকিছুই। তারপর মন্তব্য করল, 'ও পাগল হয়ে গেছে, স্যাম। ও চাইছে আমরা সবাই যেন ওর কথামত চলি। বেন মরে গিয়ে ওকে এখানকার সর্বেসর্বা বানিয়ে দিয়ে গেছে যেন। ওর কথাবার্তার ধরনে ঠিক তা-ই মনে হলো। ও যেন বেন থর্নটনের মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিল অ্যাদ্দিন।'

'তা হলে তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার,' ধীরে ধীরে বলল স্লোপার। 'এখন কিছু একটা করতে হবে। তবে আমরা নিজেরা কিছু করতে পারব না। আমাদের দরকার হবে একজন দায়িত্বশীল যুবকের। শক্তিশালী, সাহসীও।'

'জন হিককের কথা বলছ নিশ্চয়?'

'ঠিক তাই। বেন থর্নটনের পর এ-উপত্যকায় জিল ফ্রাজির

বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত শক্তি, সাহস ও ক্ষমতা কেবল ওরই আছে। আমরা ওকে ঘটনার মুখোমুখি করে দিয়েছি। এবার ওকে সাহায্য-সহযোগিতা করব। দরকার হলে জিল ফ্রাজির ব্যবস্থা আমি নিজেই নেব। আমার পুরানো অস্ত্রটা দিয়ে ওর মাথা উড়িয়ে দেব। আমার একটা মাত্র হাত। কিন্তু কোন সমস্যা নেই। অস্ত্র ধরার জন্যে দু'হাত লাগে না। ভাল কথা, ওটা আগে খুঁজে নিতে হবে। তেল মেখে সাফসুতরো করে নিতে হবে, যেন প্রয়োজনের সময় গুলি বেরোয়।'

কথা শেষ করে কাউন্টারের পেছনে গেল স্লোপার। একটা ড্রয়ার টেনে খুলল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াল কিছুক্ষণ, ভুঁরু কুঁচকাল। 'কী ব্যাপার, এখানেই তো রেখেছিলাম মনে হয়। বয়সের আরেকটা সমস্যা কি জানো, জেফ? মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে আসে।'

আরেকবার খুঁজল ও অস্ত্রটা। হতাশ মুখে বের করে আনল হাত। 'ধ্যাৎ, পেলাম না তো। কিন্তু এটা এখানেই তো ছিল। গেল কোথায়, অ্যাঁ।'

নয়

নিস্তব্ধ হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ। অন্ধকার নয়, বাতি জ্বলছে। তবু নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে পুরো র‍্যাঞ্চ হাউসটাকে। বিষণ্নতা যেন বেঁধে রেখেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। জন হিককের মনে হচ্ছে, মালিকের বিয়োগ বেদনায় কাতর র‍্যাঞ্চ হাউসটা এমন এক অন্ধকারে ঢেকে গেছে, যা হাজার আলোয়ও আর কখনও উদ্ভাসিত হবে না।

জীবনের কোনও চিহ্ন দেখছে না ও কোথাও। র‍্যাঞ্চ হাউসটা যেন মৃত্যুপুরী। শেষ পর্যন্ত হয়তো তা-ই বিশ্বাস করে বসত যদি না

boighar.com

আচমকা একটু দূরে একটা অবয়ব নড়াচড়া করত। ডুমুর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বিষণ্ন গম্ভীর ভঙ্গিতে। জন তাড়াতাড়ি ওর কাছে গেল। ছোটখাট শরীরের লোকটাকে চিনতে ভুল হয়নি ওর। গোলো।

'তোমার সাথে কথা আছে,'মি. হিকক। তুমি চলে যাবার আগে বলব।'

'অবশ্যই, গোলো,' সায় দিল জন। হলুদ আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে, এমন একটা জানালার দিকে ইঙ্গিত করল। 'ভিনা ওখানে?'

'ওখানে। কোনও ভুল নেই।'

ভিনাই বটে। পোর্চে জনের স্পারের শব্দ হতেই দরজা খুলে দাঁড়াল মেয়েটা। অস্ফুট স্বরে চেঁচাল। 'জন! খুব ভাল লাগছে তোমাকে দেখে। তুমি কীভাবে জেনেছ যে দাদু...মানে...মানে ওহ্...'

গলা ধরে এল ওর। মাথা নিচু করে চুপ করে গেল। ওর চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। ওর হাতদুটো ধরল জন। শোকের উচ্ছ্বাস কমার অপেক্ষা করছে। নেহাত একটা বাচ্চা মেয়ের মত মনে হচ্ছে ভিনাকে। ওর বুক ভরে উঠল স্নেহে, করুণায়।

শোকের উচ্ছ্বাস একটু কমে আসতে নিজের হাত দুটো সরিয়ে নিল ভিনা। চোখ মুছল। 'আ-আমি দুঃখিত, জন,' হাসার চেষ্টা করল, 'আমি এভাবে ভেঙে পড়তে চাইনি। কিন্তু কীভাবে যে তোমাকে...দেখে...'

'অবশ্যই ভিনা,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল জন। 'এটার দরকার ছিল। নিজেকে হালকা করার জন্যে। তোমার মনের ওপর চাপ কমে এসেছে নিশ্চয়।'

হাসল ভিনা, ছোট্ট রহস্যময় একটুকরো হাসি। 'ধন্যবাদ, জন। তুমি খুব...মানে তুমি আর সেবাস্তিয়ানা দুজনেই খুব দয়ালু। ফিউনারেলে তোমাদের দেখে খুব ভাল লেগেছে আমার। কষ্ট কমে গেছে সেবাস্তিয়ানার হাতের ছোঁয়ায়।'

'বুনো ঘোড়া দিয়ে টেনেও ফিউনারেল থেকে দূরে রাখা যেত না

বইঘর.কম

দাদুকে।' হাসল জন। 'বেনকে খুব শ্রদ্ধা করত দাদু। দুজনেই প্রায় সমবয়সী, একই আমলের মানুষ। দু'জনেই জীবনভর সংগ্রাম করেছে আমাদেরকে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করে দেয়ার জন্যে। ওইটুকু রক্ষা করার জন্যে এখন আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।... এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাই, ভিনা। তাই এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল ভিনা। 'আঙ্কেল জেফও তা-ই বলেছিল। সম্ভবত জিল ফ্রাজিকে নিয়ে কথা বলতে চাও, না? ও এবং ওর মত আরও যারা আছে, তাদের ব্যাপারে?'

'ঠিকই অনুমান করেছ। সবগুলো শকুন এখন একাট্টা হয়েছে।'

নীরবে ওর দিকে তাকাল ভিনা। ওর চোখে প্রখর দৃষ্টি, চোয়ালে দৃঢ়তার আভাস টের পেল। ওর কোমরে হোলস্টার এবং হোলস্টারে ঢোকানো পিস্তলের বাঁটের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। 'আমি এখানে বসে বসে পরিস্থিতি নিয়ে আকাশপাতাল ভাবছি, জন। আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছি। আমি, আমার খুব ভয় হচ্ছে, জন। আমি আসলে...

'আমিও ভয় পাচ্ছি,' স্বীকার করল জন। 'কিছুটা হলেও। আসলে ভয় করা উচিত। ভয় না করাটা বোকামির লক্ষণ। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, ভয়ে একদম গর্তের ভেতর গিয়ে সেঁধোব। পালিয়ে বাঁচা যায় না। আচ্ছা, তোমার সাথে কথা বলি। কী ভাবছ তুমি ভবিষ্যৎ নিয়ে?'

একটা দরজার দিকে চেয়ে ইতস্তত করল ভিনা। ইঙ্গিতে জনকে তা দেখাল। মুখে বলল, 'চলো, ভেতরে গিয়ে কফি খেতে খেতে আলাপ করি। কফির কেতলি বসানো আছে স্টোভে। আমি নিয়ে আসছি।'

দ্রুত পায়ে কিচেনের দিকে গেল ভিনা। একটা চেয়ার টেনে বসতে গেল জন। জখমী পাঁজরে লাগতেই অস্ফুট কাতরধ্বনি করে উঠল। আলগোছে হাত বুলাল আহত জায়গায়। ঠোঁটের ওপর চেপে বসল ঠোঁট।

boighar.com

বেশ, ভাবল ও। শেষ পর্যন্ত তা হলে ওর ভবিষ্যতের সাথে জড়িয়ে গেল জিল ফ্রাজি, ফ্রেড লাস্কি আর স্পার আউটপুটের লোকগুলো। ওদের কাছে ঋণ আছে ওর। ওদের ঋণ শোধ করতে হবে।

এখন এখানে বসে আছে ও এমন একজনের ঘরে, যে ছিল অসম্ভব ব্যক্তিত্ববান, সাহসী ও দৃঢ়চেতা। জীবনে কখনও মচকায়নি। নিজের জন্যে যা দরকার মনে করেছে, তা তুলে নিয়েছে নিজের বাহুবলে। কখনও অন্যের সাহায্যের প্রত্যাশায় বসে থাকেনি। নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কখনও ছাড় দেয়নি। সে-লোকের ঘরে বসে নিজের ভেতর অনুপ্রেরণা খুঁজে পেল জন।

কফি নিয়ে ঢুকল ভিনা। বাম হাতে থালায় করে ঠাণ্ডা বীফ স্যান্ডউয়িচ। জন তাকাতে বলল, 'এখনও সাপার খাওয়া হয়নি আমার। এতটা অস্থির লাগছিল যে, কিছু খেতে পর্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে আমার। এখন খাব। নাও, জন।'

কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে ওঠা চোখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা দিয়ে এসেছে ও। মুখ ধুয়েছে। পরনে জড়িয়েছে চমৎকার বুননের ছিটঅলা পশমের অ্যাপ্রোন। সজীব লাগছে ওকে। চমৎকার, পরিপাটী এবং ঘরোয়া।

একটা স্যান্ডউয়িচ তুলে নিয়ে কামড় বসাল জন। কফির কাপে চুমুক দিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ খেল ওরা। এরপর কথা বলল ভিনা, 'তুমি আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, জন। আমার মনে হয়, বাবার ওপর এ-ব্যাপারে নির্ভর করাটা ভুল হবে।...কথাটা আমার জন্যে গৌরবের নয়, তবু এটাই সত্যি।'

'আমাদের এখন অনেক কিছুর মোকাবিলা করতে হবে, ভিনা। অনেক সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। সবগুলো আমাদের ভাল নাও লাগতে পারে। অনেক কিছুতেই কষ্ট পেতে পারি আমরা। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ এখন তোমার। তোমার নির্দেশেই চলবে এর

যাবতীয় কাজকর্ম এবং তাতে তোমার সাহায্যের দরকার হবে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল ভিনা। 'এটাই বাস্তবতা। র‍্যাঞ্চের আমি কিছুই জানি না। তবু আমাকেই চালাতে হবে র‍্যাঞ্চটা। আমার অবশ্যই সাহায্যের দরকার। কী ধরনের সাহায্য করতে পারবে তুমি?'

মুচকি হাসল জন। 'আঙ্কেল জেফ বলেছিল সাহায্যের প্রস্তাবটা আমারই দেয়া উচিত। স্যাম স্লোপার আর ডেলা সেবাস্তিয়ানার পরামর্শও তা-ই। আমি এজন্যেই এসেছি। সাহায্য করব, তবে তুমি চাইলে।'

জবাব দেবার আগে মুহূর্তকয়েক ভাবল ভিনা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'দাদুকে অন্ধকারে গুলি করে খুন করা হয়েছে। এর একটাই কারণ, কেউ একজন এর দ্বারা লাভবান হতে চেয়েছে। ওরা একবার যখন খুন করতে পেরেছে, আবারও তা করতে চাইবে। সুতরাং আমার কী অধিকার আছে তোমাকে বিপদের মধ্যে টেনে আনার?'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' স্যান্ডউয়িচ চিবোতে চিবোতে বলল জন। কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে সিগারেট ধরাল। 'তবে এর আরেকটা দিক আছে। এটাকে অন্যভাবেও দেখা যায়। আসলে তোমাকে সাহায্য করার কথা বলছি আমি নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। হ্যাকামোর এবং সানডাউন – দুটো র‍্যাঞ্চেরই শত্রু আছে। দুটোকেই তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। সেটা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না-করে একত্রে করলে কেমন হয়? দুটো র‍্যাঞ্চ যদি শত্রু মোকাবিলার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়, তা হলে তাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে না?' একটু থামল ও। 'আমি জানি হ্যাকামোর এককভাবেও অনেক শক্তিশালী, সানডাউন তার পাশে দাঁড়ালে হ্যাকামোরের ক্ষতি নেই, বরং লাভই। ওদিকে হ্যাকোমোরকে পাশে পেলে সানডাউনেরও শক্তি বেড়ে যাবে। তা ছাড়া গতকালের চেয়ে আজ সানডাউন অনেক শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসীও।' চাষাদের সাথে সানডাউনের চুক্তির কথা ভিনাকে খুলে বলল জন।

boiglar.com

চুপচাপ শুনল ভিনা। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে না তেমন একটা ভরসা পেয়েছে জনের কথায়। 'তোমার ধারণা, ওরা তোমাকে সত্যি সত্যিই সাহায্য করবে? ওদের ওপর কি নির্ভর করা যাবে?'

'এক্ষেত্রে আমি বলব, যাবে। বেনের সাথে ওদের একটা কথাবার্তা ছিল। তুমি হয়তো জানো, সেটা লং কোলিতে থাকার ব্যাপারে। আমি ওদের বলেছি যে, দাদুর চুক্তিকে তুমি গুরুত্ব দেবে।'

'নিঃসন্দেহে,' ঘোষণা করল ভিনা। 'কিন্তু আমি শুনে আসছি, চাষারা প্রয়োজন কিংবা বিপদের সময় পিছু হটে যায়।'

'সেটা নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপর। তবে এক্ষেত্রে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তারা তাদের চুক্তিতে অনড় থাকবে। ওদের একজন, তরুণ জিম বেলেট এরই মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে, ওরা লড়াই করতে ভয় পায় না।'

পলক তুলল ভিনা। 'কী ব্যাপারে বলো তো? আমি কিছু শুনিনি।'

'ধ্যাৎ!' নিজের ওপর বিরক্ত হলো জন। 'আমি আসলে বেশি কথা বলি। এটা...এটা খুব বিশ্রী একটা ঘটনা, ম্যাম।'

'আমি একটা র‍্যাঞ্চের মালিক, জন। তুমি বলেছ, অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। সেটা ভাল-মন্দ দুটোই হতে পারে। তাই আমাকে অনেক কিছুই জানতে হবে। সুতরাং প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করা যাক। কী ঘটেছে আমি জানতে চাই। পুরোটাই।'

শ্রাগ করল জন, তারপর খুলে বলল ঘটনাটা। শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভিনার মুখ। 'তার মানে তুমি বলছ কাজটা টড বেরিং করেছে এবং মারা গেছে। আহ, জন! দাদু ওকে বরখাস্ত করলেও তবু তো লোকটা হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে ছিল। এটা হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের বদনাম।'

'আমি তা মনে করি না,' ওর সাথে দ্বিমত পোষণ করল জন। 'চাষারাও ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখছে না। ব্যাপারটা মিটে গেছে, কবর দেয়া হয়ে গেছে বেরিংকে। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের কিছুই আসবে যাবে না তাতে। ওর কথা বাদ দাও, কথা বলার মত আরও

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আমাদের। আমার মনে হয়, সানডাউন আর হ্যাকামোর একত্রে দাঁড়ালে দারুণ চিন্তার খোরাক পাবে জিল ফ্রাজি এবং তার মত আরও যারা আছে, তারাও।'

চুপ করে শুনছে ভিনা। 'ওরা খুব বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, ভিনা,' আবার শুরু করল জন। 'ইতোমধ্যে তার কিছু আলামতও দেখিয়েছে।' নিজের কোমরের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমি এটা শুধু শুধু পরিনি। পরতে বাধ্য হয়েছি।'

আবার পূর্ণদৃষ্টিতে জনের দিকে চাইল ভিনা, ভ্রূকুটি ফুটল চোখে। 'তোমার মুখে কালশিরে। আমি ভেবেছি, হয়তো কোনওভাবে ব্যথা পেয়েছ। জন, কী হয়েছে আসলে, বলো তো?'

'কিছুই না। এমন হতেই পারে। অনেক কারণে।' কাঁধ ঝাঁকাল জন।

'না। কী হয়েছে আমাকে বলো। কার কাজ? জিল ফ্রাজির?'

ওকে খুলে বলল জন। 'ওরা ওদের মনের সাধ মিটিয়েছে। হুকুম দিয়েছিল জিল ফ্রাজি। চেয়েছিল আমি যেন উপত্যকা ছেড়ে পালাই। কিন্তু আমি যাচ্ছি না। সুতরাং ওরা আবার চেষ্টা করবে। যখন যেখানে সুবিধে মত পায়।... তো বেশ ঠিক আছে...' নিজের অস্ত্রটার বাঁটে আলতো পরশ বুলাল ও।

'তুমি আমার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছ, জন,' অস্থির স্বরে বলল ভিনা। 'জিল ফ্রাজি এখনি তোমার এ-অবস্থা করেছে, আর ও যখন শুনতে পাবে তুমি হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছ, তখন স্রেফ ছিঁড়ে খাবে তোমাকে। শোনো জন, ফ্রাজির আসল টার্গেট হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ। দাদুর জীবিতাবস্থায় সে সুবিধে করতে পারেনি। দাদু ওকে দমিয়ে রেখেছিল সবসময়। ও দাদুকে ঘৃণা করত। সুতরাং দাদুর অবর্তমানে ও চাইবে এটাকে লুফে নিতে। তুমি যদি ওর পথে কাঁটা হয়ে না-দাঁড়াও, তা হলে তোমাকে কিছু বলবে না।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল জন। 'ঠিক বলোনি। ওই লোক একবার যদি কোনও কিছু পেতে চায় এবং তাতে যদি সফল হয়, ওর লোভ বেড়ে

boighar.com

যাবে, উপত্যকার কাউকে সে আর তখন শান্তিতে থাকতে দেবে না। ও প্রচণ্ড লোভী, সবকিছু গ্রাস না করে থামবে না। সুতরাং ওকে প্রথম থেকেই বাধা দিতে হবে। তা নইলে ও সবাইকে গ্রাস করে ছাড়বে। তাই ওকে বাধা দেবার জন্যে একাট্টা হওয়া দরকার।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' তিক্ত কণ্ঠে স্বীকার করল ভিনা। 'সম্ভবত এর কোনও বিকল্প নেই। ঠিক আছে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে আমাকে।'

উঠে দাঁড়াল জন। 'আমি তোমার স্থির সিদ্ধান্ত জানতে চাই, ভিনা। এটা এক আধদিনের ব্যাপার নয়। এখানে শীঘ্রিই একটা খেয়োখেয়ি শুরু হতে যাচ্ছে, সেটা কখন থামবে, বলা সম্ভব নয়। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে নিয়ে। সেরকম হলে তুমি শেষপর্যন্ত আমার সাথে থাকবে কিনা, তা আমাকে জানতে হবে। সুতরাং...হ্যাঁ, ভিনা, আমি তোমার স্থির সিদ্ধান্ত জানতে চাই।'

ওর সাথে সাথে চেয়ার ছাড়ল ভিনা, পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর মুখে বিরক্তি, যেন জন চলে যেতে চাইছে বলে মনঃক্ষুণ্ন। কিন্তু ওর চেহারায় বিষণ্নতা চোখ এড়াল না জনের। কেমন অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। ঘুরে ওর চিবুকে একটা আঙুল ছোঁয়াল। আলতো করে বুলিয়ে দিল। 'সে-ই ভাল,' বলল সে। 'রাতভর ভেবে দেখো। সকালে উঠে যদি মত পাল্টেছে বলে মনে করো, তা হলে আমাকে জানিও। আমি কাছেপিঠেই থাকব।'

বাইরে ওর ঘোড়ার কাছে উবু হয়ে বসে ধূমপান করছিল গোলো। ওকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'সামনে ঝামেলা, মি. হিক্স। সানডাউন আর হ্যাকামোর দুটোর জন্যেই। আমি তোমার সাথে থাকব।'

'অবশ্যই, গোলো,' আন্তরিকভাবে বলল জন। 'ঝামেলা যখন আসবে, আমি তোমাকে ডাকব সাহায্যের জন্যে।'

'ঝামেলা আসবে। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি দেখতে পাচ্ছি।' চলে যাবার আগে থামল। ঘাড় ফেরাল। 'মি.

থর্নটনকে কে খুন করেছে? কোনও আভাস?'

'না, গোলো। তুমি কিছু পেয়েছ?'

'তেমন কিছু না। তবে আমি লেগে আছি। কোথাও না কোথাও একটা সূত্র আছে। আমি সেটা খুঁজছি। পেয়ে যাব।'

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল ভিনার। ওর বিছানার পাশের খোলা জানালা দিয়ে ভোরের হাওয়া ঘরে ঢুকছে, আলতো পরশ বুলাচ্ছে ওর গায়ে।

খোলা জানালা, ওর দৃষ্টি বাইরে গেল। দূরে ব্লুরিজের ওপরের আকাশে সোনালি আলোর আভাস। সূর্য ওঠার আগের মুহূর্ত।

সোনালি আভা দেখতে দেখতে গত রাতের কথা মনে পড়ল ভিনার। মনে পড়ল জন হিককের সে কথাটাও। *কালকের দিন হবে ভিন্ন আরেকটা দিন।*

সত্যিই! গতরাতে উত্তেজনাবশে সে যা বুঝতে পারেনি, আজ সকালে ঘুম থেকে জেগে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভুল বলেনি জন। অনেক কথাই, জন যা বলেছে, এখন আগের থেকে স্পষ্ট এবং সত্যি মনে হচ্ছে।

গত রাতে শোয়ার সময় মনে হয়েছিল রাতে ঘুম হবে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতেই কাটবে। কিন্তু শোয়ার সাথে সাথে সব দুশ্চিন্তা ছাপিয়ে উঠেছে ওর ঘুম।

শোক চিরস্থায়ী নয়। দাদু মরার শোক কমে আসতে আস্তে আস্তে মাথা কাজ করতে শুরু করেছে ওর। ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। বিছানা ছাড়ল ও, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল মেঝেয়। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে তুড়ি বাজাল বাম হাতে মুখের সামনে। দেয়ালে টাঙানো প্রমাণসাইজ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের ওপর চোখ গেল। ঈষৎ ফোলা, নরম দু'গাল; চোখ ধূসর, রাতের ঘুম আর শোকের প্রভাবে কিছুটা ভারাক্রান্ত এখনও। কাঁধের ওপর ছড়ানো ঝকঝকে সোনালি চুল।

নিজের চেহারাটা একটু অবাক হয়ে খেয়াল করল ভিনা, একটুও

boighar.com

তো বদলায়নি! সে একই রকমের মুখ, চোখ, চিবুক, ঠোঁট – যেরকম গতকাল ছিল, এক সপ্তাহ আগে ছিল কিংবা একমাস, এমনকী এক বছর আগেও। ও অবাক হলো, কারণ সবকিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও ওর মনের জগতে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। মাত্র দুদিনের মধ্যেই সে দাঁড়িয়ে গেছে এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি, যা ওর জন্যে প্রায় অভাবিত, সম্পূর্ণ নতুন। এখন সে জানে, সে আর দাদুর আদরের ছোট্ট মেয়েটি নয়, সে এখন একা, নিঃসঙ্গ একজন নারী, অনেক মানুষের শত্রুতা আর ঈর্ষার পাত্র, একটা বিশাল র‍্যাঞ্চের একচ্ছত্র মালিক। গোটা ব্যাপারটা যেন ছোট বেলায় শোনা ফ্যান্টাসি কাহিনি। শারীরিকভাবে সে আগের মতই, কিন্তু মানসিকভাবে এতটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর, নিজেই চিনতে পারছে না নিজেকে।

দ্রুত কাপড় পরে নিয়ে কিচেনে গেল ও। স্টোভ ধরিয়ে কফির পট চাপাল। তারপর মুখ ধুলো ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে। তোয়ালে দিয়ে মুছল। পানি গরম হবার সময়টুকু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল।

নতুন একটা দিন শুরু হয়েছে। চারদিকে জেগে উঠেছে জীবনের স্পন্দন। র‍্যাঞ্চ হাউসসহ ভ্যালির মাইলের পর মাইল জায়গা এখন ওর। ও এসবের অধিপতি। বিশাল চারণভূমির বিপুল ঘাস, পানি, ভোরের আবহে যা এখনও স্থির, ঠাণ্ডা, তারই। সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত বিশাল র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার, চারপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচরণরত গরুর পাল, সবই ওর। এখানে দ্বিতীয় কারও স্বত্ব নেই, অধিকার নেই, দায়িত্বও নেই।

দায়িত্ব। হ্যাঁ, সবকিছুর মালিকানা যেমন ওর, তেমনি সব দায়িত্বও ওর। এসব কিছু রক্ষার দায়িত্ব, বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব ওকেই বহন করতে হবে এবং ওকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে তা করবে।

পেছনে কারও পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল ভিনা। ওর সৎমা।

ভার্জিনিয়া থর্নটন। পরনে বাইরে বেরোনোর পোশাক মহিলার। ভিনার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে কাঠখোট্টাস্বরে জানাল, ওর ছেলেকে দেখতে শহরে যাচ্ছে। ওর ছেলের যখন হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে ঢোকার অধিকার নেই, তখন কী আর করা? ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, যাতায়াতের জন্যে গাড়িটা নেয়া যাবে কি না। কথা নয়, গলা থেকে যেন অ্যাসিড ছিটকে বেরোচ্ছে ভার্জিনিয়ার, ওর চোখে সুস্পষ্ট ঘৃণা, বিদ্বেষ।

বিভিন্ন সময়ে ওর প্রতি অনেক বিরূপভাব দেখানো সত্ত্বেও বাবার স্ত্রী হিসেবে ভার্জিনিয়ার প্রতি একধরনের সমীহ ও সহানুভূতি ছিল ভিনার। এখনও ওকে র‍্যাঞ্চ থেকে চলে যেতে বলার কোনও ইচ্ছে ওর নেই। বরং সে চায়, সৎমা ওর সাথে র‍্যাঞ্চহাউসে কিংবা র‍্যাঞ্চের যে কোনও জায়গায়, যেখানে খুশি থাকুক। ওর প্রতি কর্তৃত্ব ফলানোর কিংবা দুর্ব্যবহার করার অভিলাষও নেই ওর। কিন্তু এখন মহিলার চোখে বিষদৃষ্টি আর গলায় অহেতুক ঘৃণার প্রকাশ দেখে সেও কঠিন সুরে বলল, 'বাকবোর্ডটা নিয়ে যেতে পারো তুমি। চাইলে আমার একজন লোকও।' 'আমার' শব্দটার ওপর বিশেষ জোর দিল ও, ইচ্ছে করেই।

'খুশি হলাম,' বিরস গলায় জানাল সৎমা।

'থাকবে নাকি শহরে?'

'মনে হয়। র‍্যাঞ্চ হাউসে কেউ আমার ফেরার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকবে, এমন আশা তো নেই।'

'সেটা না-থাকার কারণ তুমিও কখনও চাওনি। তুমি এমনকী দাদুর ফিউনারেলে পর্যন্ত ছিলে না।' স্পষ্ট অভিযোগ ভিনার গলায়।

'তোমার দাদু আমাকে পছন্দ করত না,' ঝগড়াটে গলায় কারণ দর্শাল ভার্জিনিয়া। 'কখনও করেনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভিনা। দোরগোড়া থেকে স্টোভের কাছে গেল 'ওটা নিয়ে তোমার সাথে ঝগড়া, এমনকী আলোচনা করার ইচ্ছেও আমার নেই। বেরোবার আগে নাস্তা খেয়ে যাবে নাকি?'

boighar.com

'শুধু এক কাপ কফি। দয়া করে দিতে চাইলে দরকার নেই। কারও দয়া চাই না আমি। আমি আমার অধিকারটুকু পেলেই সন্তুষ্ট থাকব।'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল ভিনা। 'বুঝেছি।'

এক কাপ কফি শুধু নয়, ব্রেকফাস্ট বলতে যা বোঝায়, তার পুরোটাই সারল ভার্জিনিয়া। তাতে যেটুকু সময় লাগল, তার পুরোটাই কাটল সৎমা এবং সৎ মেয়ের মধ্যে অখণ্ড নীরবতায়। কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর রেখে সৎমা যখন মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ভিনা। পেছন দরজার দিকে গেল ও, গোলোকে দেখল একটু দূরে সিগারেট টানছে।

ছোটখাট শরীরের লোকটাকে ডাকল ও। দ্রুত পা চালিয়ে ওর কাছে চলে এল গোলো। দাদুর ছায়াসঙ্গী এই লোকটাকে আপন মনে হচ্ছে ওর। দাদুর মৃত্যুতে ও যেরকম শোক পেয়েছে, জানে, তারচেয়ে কোনও অংশে কম পায়নি গোলোও। কারণ, বেন থর্নটন আর ছোটখাট চেহারার এ-রাইডারের মধ্যে অদ্ভুত এক বন্ধন ছিল। এ-বন্ধন বহু বছর ধরে পরস্পরের সান্নিধ্য, সমীহ এবং বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠেছিল। বেনের এ রকম নৃশংস মৃত্যু গোলোর মনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

সে-প্রতিক্রিয়া যে কী ভয়ানক, হিন মেইন্সের মুখে শুনে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে ভিনা। গোলো সারাক্ষণ লেগে আছে বেনের অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর পেছনে। কোমরে হোলস্টার আর স্ক্যাবার্ডে উইনচেস্টার। তল্লাট চষে ফেলেছে লোকটা অজ্ঞাত আততায়ীর ফেলে যাওয়া সম্ভাব্য সূত্রের খোঁজে।

ভিনার ভয় হচ্ছে এখন গোলোর জন্যে। অজ্ঞাত আততায়ীর টার্গেটে এখন সেও আছে। তবে স্বস্তির বিষয়, গোলো র‍্যাঞ্চে ফিরে এসেছে। হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পারে এমন কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি। কিন্তু এমনিতে গম্ভীর লোকটা এখন আগের চেয়ে গম্ভীর

হয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ সময় কাটাচ্ছে কারও সাথে একটি কথাও না-বলে।

আগেও কারও সাথে তেমন মিশত না গোলো। অন্যান্য রাইডারের মত সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন শহরে গিয়ে হৈ চৈ করে মদ খাওয়া কিংবা বাঙ্ক হাউসে চুটিয়ে আড্ডাবাজি বা খাওয়ার টেবিলে বসে হৈ হুল্লোড় করে খাওয়া – এসব তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ওর যা মেলামেশা বা কথাবার্তা তা কেবল বেনের সাথেই ছিল। লোকটা প্রভুভক্ত, ওর সম্পর্কে ভিনার মূল্যায়ন ছিল এটাই, একদম কুকুর কিংবা ঘোড়ার মত। প্রভু ছাড়া আর কাউকে সে আপন ভাবে না।

ওর সাথে সমীহের সুরে কথা বলল ভিনা, 'মিসেস থর্নটন শহরে যেতে চাইছে, গোলো। বাকবোর্ডে ওকে নিয়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে কি?'

'অবশ্যই, ম্যাম। তৈরি হতে বলো ওকে,' এক কথায় রাজি হয়ে গেল গোলো।

আরোহিণীকে কোনওরকম সম্ভাষণ কিংবা বাকবোর্ডে চড়ার ব্যাপারে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়নি গোলো। বাকবোর্ড ছাড়ার আগ পর্যন্ত সীটে বসে সোজা সামনে তাকিয়ে রইল। ব্যাপার দেখে মাথা নাড়ল ভিনা আপন মনে। ঘৃণা করে গোলো মহিলাকে!

ভার্জিনিয়া বেরিয়ে যাবার মিনিট দুয়েক পর কিচেনে এল রাফ থর্নটন। ঝরঝরে দেখাচ্ছে ওকে আগের চেয়ে। সম্ভবত সারারাত টানা ঘুম দিয়েছে। কালো কফি আর নাস্তা খেল রাফ। খুব সামান্য কথা বলল মেয়ের সাথে। পরিবেশন করার সময় সারাক্ষণ ওকে সন্তর্পণে জরিপ করল মেয়ে। বাবাকে অনুতপ্ত ও দুঃখিত মনে হচ্ছে কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে দেরি হলো না ওর। দুদিনের ঘটনায় খুলে যাওয়া ওর বৈষয়িক চোখ এমনও ধারণা দিল যে, সে যা বুঝেছে তারচেয়ে অনেক বেশি অধঃপতন ঘটেছে বাবার।

বয়সের তুলনায় বুড়িয়ে গেছে বাবা, চোয়াল ঝুলে পড়েছে

boighar.com

মানসিক অস্থিরতা, অব্যবস্থাপনা আর অশান্তির ছাপ পড়েছে চেহারায়। বাবার জন্যে উদ্বেগ বোধ করছে ভিনা। অতিমাত্রায় হুইস্কি পানের কুফল হিসেবে যে-দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে ও। এটা স্বস্তির বিষয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, বাবা যতই সুস্থ হয়ে উঠছে, ততই তার মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে।

কেন এ অস্থিরতা জানে ভিনা। এর মানে হলো, বাবাকে আবার হুইস্কির নেশা পেয়ে বসতে শুরু করেছে। এখন বাবা আবার হুইস্কির বোতল নিয়ে বসতে চায়। কিন্তু যেহেতু র‍্যাঞ্চ হাউসে তার ব্যবস্থা নেই, তাই সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছে।

মদ খাওয়া নয়, খেয়ে নেশা করাটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ভিনা কিন্তু এ-ব্যাপারে তার কী করার আছে? বাবার স্বভাব পাল্টে দেয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। রাফ নাস্তা খেয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলে স্বস্তি বোধ করল ও।

ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ভিনা। একনাগাড়ে কাজ করে গেল ঘণ্টাদুয়েক। একটু অবসর পেতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। জন হিককে দেখল করালের কাছে দাঁড়িয়ে হিন মেইন্সের সাথে কথা বলছে। ওকে দেখে মনটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেল মুহূর্তেই। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। কিচেনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল জনের জন্যে। মেইন্সের সাথে কথা শেষ করে ঘাড় ফেরাতেই ওকে দেখতে পেল জন। আন্তরিক হাসি উপহার দিল ওকে ভিনা। বলল, 'তুমি আর আঙ্কেল জেফই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলে, জন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।' ইশারায় মেইন্সকে ডাকল ভিনা। কাছে আসতে বলল, 'হিন, বুঝতে পারছ, সামনের দিনগুলো কী রকম হতে যাচ্ছে?'

মাথা দোলাল হিন। বুঝতে পারছে। 'আমি আর অন্য রাইডাররা এ-ব্যাপারে কথা বলেছি, ম্যাম।'

'তা হলে এটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, হ্যাকামোর আর সানডাউন সামনের দিনগুলো এক সাথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক সাথেই তারা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। আর এখানে সে থাকবে একজনই। জন হিকক। তোমরা কী বলো?'

'খুব ভাল হবে। কিছুক্ষণ আগেও আমরা এ নিয়ে ভাবছিলাম। ছেলেরা জানতে চাইছিল বেনের পর আমাদের নেতৃত্ব দেবে কে? আমি যাচ্ছি, সবাইকে জানিয়ে দেব।'

যাবার জন্যে পা বাড়াল মেইন্স, জন ওকে থামাল। 'শোনো, তোমাদের র‍্যাঞ্চের রোজকার কাজ তোমরাই করবে। ওই ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাব না। ওটা তোমরা নিজেরাই ভাল বুঝবে। কেবল যখন বিপদ বা ঝামেলা আসবে, তখনই আমি দায়িত্ব নেব।'

মেইন্স চলে যাবার পর একা হয়ে গেল ওরা। জন তাকাল ভিনার দিকে। 'আগের চেয়ে হালকা মনে হচ্ছে এখন, না?' হাসল।

'হালকা কী বলছ!' অবাক হলো ভিনা। 'মনে হচ্ছে এখন আমি উড়তে পারব। ওহ্, জন, সামনে পেছনে অন্ধকার দেখছিলাম আমি। এখন মনে হচ্ছে, সামনে আলো আছে। ভাবতে খুব ভাল লাগছে। ইয়ে...জন,' লাজুক হাসল ও। 'আমাকে কি খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ মনে হচ্ছে তোমার?'

'মোটেই না,' ওকে আশ্বস্ত করল জন। 'মানুষকে বাঁচতে হলে কল্পনা করতেই হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে হবে। নইলে সে পৃথিবীতে টিকতে পারবে না। গোলো কোথায়? আছে কাছেপিঠে?'

'ভার্জিনিয়াকে নিয়ে একটু আগে শহরে গেছে। ভার্জিনিয়া নাকি ওর ছেলেকে দেখতে যাবে।...জন, ও আমাকে ঘৃণা করে। যখনই তাকায়, ওর চোখে বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। অথচ আমি ওকে ঘৃণা করি না। যদিও জানি, বাবার এ-অধঃপতনের জন্যে ওই দায়ী, তবুও। আমি কাউকে ঘৃণা করি না, করতে পারি না। এটা কি আমার দুর্বলতা?'

boiglar.com

'না, এটা তোমার সততা। সত্যিকার মানুষ কাউকে ঘৃণা করে না। ভিনা, আমি এখন শহরে যাচ্ছি। খবরের জন্যে। খবর পাবার জন্যে শহরের বিকল্প নেই। ওখানে খুঁজে নেব গোলোকে। কে জানে হয়তো পথেও পেয়ে যেতে পারি।'

'গোলোকে খুব দরকার মনে হয়?'

কাঁধ উঁচাল জন। 'আমার পক্ষে এক সাথে সব জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। এমন কাউকে দরকার যে আমার হয়ে এদিক সেদিক যাবে। ঘোরাঘুরি করবে, লোকজনের কথাবার্তা কান পেতে শুনবে, চোখের সামনে কী ঘটছে দেখবে, ওটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। শহরে খবর উড়ে বেড়ায়, শুধু দেখা এবং শোনার জন্যে আলাদা চোখ-কান লাগে। গোলো বেনের সাথে অনেক বছর ধরে ছিল। ওর অভিজ্ঞতা এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশিই হবার কথা।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল ভিনা। পলক তুলল। 'সাবধানে থাকবে, জন। প্লিজ।'

দশ

ইন্ডিয়ান ফোর্ড শহর আর স্যাগামোর ভ্যালির জীবনযাত্রায় স্থবিরতা নেমে এসেছে। স্বাভাবিক কাজ কর্ম ব্যাহত। বেন থর্নটন মৃত, কবর দেয়া হয়ে গেছে ওকে। সে এখন অতীতের অংশমাত্র। বর্তমানের সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবু তার মৃত্যুর প্রভাব রয়ে গেছে এখানকার মানুষের মনে। থর্নটনের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে এরকম হত না। কিন্তু অন্ধকারে আততায়ীর গুলিতে তার নিহত হওয়ার ব্যাপারটা মনে হয় না সহজে মিটবে। ওর মৃত্যু ওর শত্রুদের যেমন

উল্লসিত করেছে, ওর বন্ধুদের করেছে তেমনি ক্ষুব্ধ। এ-উল্লাস আর ক্ষোভ একসাথে চলতে পারে না। সাধারণ মানুষ শঙ্কিত এই বিপরীতমুখী দুরকমের ভাব কোন সময় না জানি সংঘর্ষে পরিণত হয়।

সবার মধ্যে কেমন এক অনিশ্চিত ভাব, বুঝতে পারছে না, কখন কোথা দিয়ে কী শুরু হয়ে যায়।

প্রতিদিন নতুন নতুন গুজব তৈরি হচ্ছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অধিকাংশ গুজব মিথ্যে, ভিত্তিহীন। তারমধ্যে একটা গুজব সত্যি হয়ে দেখা দিল। সেটা বেন থর্নটন ছাড়াও আরেকজনের খুন হওয়ার ব্যাপারটা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পরপর দুটো খুনের ঘটনা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলল। খুন হওয়া দ্বিতীয়জনের নাম টড বেরিং। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের সদ্যপ্রাক্তন কাউবয়।

আঙ্কেল জেফ, স্যাম স্লোপার, বিনি হালক আর ডাক্তার লোম্বার্ড কবর দিয়ে এল বেরিংকে। বেশি লোকজন তাদের সাথে ছিল না।

পরে আঙ্কেল জেফ লোকজনের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন টড বেরিংয়ের খুন হবার কারণটা। বেরিং চাষাদের এক মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। আঙ্কেল জেফ স্পষ্ট স্বরে মন্তব্য করল, বেরিংয়ের মত দুশ্চরিত্র লোকদের জন্যে এটাই ন্যায্য পাওনা। জেফ আরও বলল, এ-ব্যাপারে কারও যদি ভিন্নমত থাকে, সে যেন তা জানায়। তবে সম্ভবত জনতার মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী কাউকে পাওয়া গেল না।

র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে এসে গেছে বাকবোর্ড। এরমধ্যে চালক এবং আরোহী কেউ কারও সাথে একটি কথাও বলেনি। শহরে ঢুকে লিভ ওক হোটেলের সামনে বাকবোর্ড থামাল গোলো। বাকবোর্ড থেকে নামল ভার্জিনিয়া থর্নটন। গোলোকে কিছু না-বলে, এমনকী ওর দিকে একবারও না-তাকিয়ে সোজা ঢুকে গেল হোটেলের ভেতর। হোটেলের বন্ধ দরজার দিকে

boighar.com

এক মুহূর্ত তাকাল গোলো। তারপর ঘোড়াদুটোকে হিচরেইলে বেঁধে বিনি হালকের আস্তাবল পেরিয়ে ক্রীকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এখানেই গুলি করা হয়েছিল ওদের। জায়গাটা এর আগেও বার কয়েক সার্চ করেছে সে বেনের খুনির ফেলে যাওয়া সূত্রের আশায়। কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। এখনও পাবে এমন আশা করছে না গোলো। তবু জায়গাটায় এসেছে এক অজানা টানে।

ওর চিকন পাতলা সিগারেট থেকে একটা ধরাল গোলো, টানতে লাগল চুপচাপ।

নীচে ক্রীকের পানিতে সকালের সূর্যের আলো পড়ে ঝকঝক করছে কাচের মত পরিষ্কার জল। পানি জমে যেখানটায় কূপের মত সৃষ্টি হয়েছে, সিখানে একটা নীল বক এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে অসতর্ক কোন ব্যাঙ কিংবা মাছের আশায়। শান্ত, স্থির পানি কূপে। তবে যে কোন সময় উত্তাল হয়ে উঠতে পারে কিশোর ডিন হালক আর তার ক্ষুদে বন্ধু টিন হিথের অত্যাচারে। দিনের মধ্যে যখন খুশি তখন সাঁতার কাটতে চলে আসে ওরা এখানটায়।

সূর্য আস্তে আস্তে উঠে আসছে, তাপ ছড়াচ্ছে। উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে স্নিগ্ধ বাতাস, মিষ্টি ঝাঁঝাল গন্ধ ছড়াচ্ছে বুনো কোন ফুল; উইলোর ঝাড়ে আলোর লুকোচুরি, বাতাসের অলস বিলিকাটা। সব কিছু মিলিয়ে নিত্যদিনের স্বাভাবিক পরিবেশ। দেখে মনেও হয় না, এখানেই ঘটে গেছে মাত্র দুদিন আগে এমন এক হত্যাকাণ্ড, যা পুরো উপত্যকার ওপর দিয়ে বইয়ে দিতে পারে সন্ত্রাসের ঝড়ো হাওয়া।

ওদিকে লিভ ওক হোটেলে বেগিনের ঘরে ওর মুখোমুখি বসে আছে ভার্জিনিয়া থর্নটন। বেগিনের চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি, অবজ্ঞাও। 'আমি বলছি কোন লাভ নেই। কোন ফায়দা হবে না।'

'চেষ্টা না-করে কীভাবে জানব লাভ আছে কি নেই,' ওকে যুক্তি দেখাল ভার্জিনিয়া। আমরা উইলের বিরোধিতা করব, আদালতে যাব। সবাই তা জানবে। এটাও তো একটা ব্যাপার। মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করবে ব্যাপারটা।'

মাথা নাড়ল বেগিন। 'রুপার্টকে আমি মামলা করার কথা বলতেই ও হেসে খুন। বলল, বেন থর্নটন অত কাঁচা লোক ছিল না। সব রকম ফাঁক ফোকর মেরে গেছে। উম...আমরা অবশ্য একটা চেষ্টা করতে পারতাম যদি তোমার স্বামী রাফ থর্নটন এর বিরোধিতা করত। তা হলে আদালতে গিয়ে বলার মত একটা পয়েন্ট পাওয়া যেত। কিন্তু তুমি যেমন বলেছ, উইলের কথা শুনেই নাকি তোমার স্বামী আহ্লাদে গদগদ। বাবা ছেলেকে বাদ দিয়ে নাতনীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়েছে, এতে নাকি ওর খুশির সীমা নেই।'

'ও খুশি – কারণ ওর ধারণা, এতে করে আমাকে একহাত নেয়া গেছে,' উত্তপ্তস্বরে বলল ভার্জিনিয়া। 'কিন্তু তুমি? তোমার কী হয়েছে? তুমিও তো মনে হচ্ছে লেজ গুটিয়ে পোষা বেড়ালটি হয়ে গেছ। তোমার এতদিনকার সেসব চমৎকার চমৎকার প্ল্যান গেল কোথায়? তুমিই তো বলেছিলে বেন থর্নটন মারা গেলে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব। তারপর দুজনে মিলে আস্তে আস্তে পুরো উপত্যকাটাই কব্জা করে নেব। বলোনি? আর সে তুমি এখন একদম নিরীহটি বনে গেছ?'

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে চেয়ার ছাড়ল ভার্জিনিয়া। ঘরের ভেতর পায়চারী শুরু করল। ওর দিকে চেয়ে রইল বেগিন।

বিশাল শরীরের দীর্ঘাঙ্গী মহিলা ভার্জিনিয়া। এখনও আকর্ষণীয়া। তবে বদমেজাজী, অস্থির। একজন পুরুষের মত ধুপধাপ পা ফেলে হাঁটছে ঘরময়। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াচ্ছে। ওকে শান্ত করার প্রয়াস পেল বেগিন। আত্মসমর্থনের ভঙ্গিতে বলল, 'এটা চুপসে যাওয়ার কথা নয় এটা সত্যি। বাস্তবতা। বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। আর পরিকল্পনার কথা বলছ? পরিকল্পনা কখনও শতভাগ নিখুঁত হয় না। আমরা সম্ভাব্য ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করেছি। সেভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছি। কিন্তু বেন থর্নটন যে হুট করে উইল পরিবর্তন করতে পারে, এটা কীভাবে আগেভাগে বুঝব? ওটাই ছিল সবচেয়ে ক্ষীণ সম্ভাবনা। কিন্তু ওটাই এখন বাস্তব। এখন যদি বেনের

boiRboi.com

ওই দুর্ঘটনাটা না-ঘটত, তা হলে নয়তো...

হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ওকে থামিয়ে দিল ভার্জিনিয়া। 'দুর্ঘটনাটা ঘটল বুড়ো শহরে ঢোকার সময় নয়, শহর থেকে বেরোনোর সময়। লোকটা যখন সব কিছু ওলটপালট করে দিল তখনই। কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়ছি না।' থেমে সোজা বেগিনের চোখে চোখে চাইল। 'আমি ম্যাকের কাছে যাচ্ছি। ওর সাথে কথা আছে। তুমি কোথায় যাবে?'

জবাব দবার আগে এক মুহূর্ত থামল বেগিন। হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বিরক্তির সাথে বলল, 'আমি যাচ্ছি হারবিন সিটিতে। ওখানে আমার জন্যে একগাদা কাজ জমে আছে।'

বিতৃষ্ণ চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোকটিকে দেখল ভার্জিনিয়া। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল, যেন ওকে আর কিছুই বলার নেই। পরিষ্কার অবজ্ঞা, অনুভব করল বেগিন। মহিলা মুখ দিয়ে যতটুকু না বলছে, চোখ দিয়ে বোঝাচ্ছে তারচেয়ে বেশি। পেছন ফিরে গট গট করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ভার্জিনিয়া।

ক্যানিয়ন হাউসে গ্রেস মিলের সাথে সময় কাটাচ্ছিল ম্যাক র‍্যামন। দেয়ালঘেঁষা দুটো চেয়ার দখল করে বসে আছে। গত কয়েকদিনের ঘটনায় রীতিমত বিধ্বস্ত ওরা।

'ব্যাপারটা ভাবতে অসহ্য লাগছে!' খেদ ঝরল গ্রেসের গলা থেকে। 'টড মারা গেছে চাষাদের হাতে, অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না!'

'এখনও নয়,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল ম্যাক। 'তবে কিছু একটা অবশ্যই করব।'

লোকটার উপস্থিতি অসহ্য লাগছে ম্যাকের। চেয়ার থেকে উঠে সোজা বেরিয়ে গেল ও। রাস্তায় নামল। মাকে দেখল হোটেল থেকে বেরোচ্ছে। অবাক হলো ও। দ্রুত হেঁটে মায়ের কাছে চলে গেল। 'তুমি কী করছ এখানে?'

'তোমার কাছে এসেছি, বাছা। ফিলের কাছেও। ম্যাক, আমার

কাছে ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। চিন্তা-ভাবনা করে নতুন কোন উপায় ঠাউরাতে হবে। নয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কী উপায় ঠাউরাব?' জানতে চাইল ছেলে। 'কেন ফিল বেগিন এখন কী করছে? ওর মাথা থেকে কোন বুদ্ধি বেরোচ্ছে না? সব ফুরিয়ে গেছে?'

'ওর কথা ভুলে যাও। ও এখন পালাবার তালে আছে।'

'পালাবার তালে মানে?' অবাক হলো ম্যাক।

'সে রকমই বলতে গেলে। হারবিন সিটির স্টেজ ধরতে গেছে ও। আমার মনে হয়, ও ওখান থেকে সময় মত ফিরে আসার সময় পাবে না। ওকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না আমাদের।'

'আমি আগেই জানতাম। ওকে কখনও আমার তেমন চালু মনে হয়নি। ওর হম্বিতম্বি সব মুখেই। ভেতরটা ফাঁপা। টড বেরিংয়ের ব্যাপারটা শুনেছ?'

'শুনেছি,' ঠোঁট ওল্টাল ভার্জিনিয়া। 'তারচেয়ে বেশি কিছু শুনেছি। গতকাল সন্ধেয় জন হিকক গিয়েছিল হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে। অফিসে বসে অনেকক্ষণ কথা বলেছে ওরা। ভেতরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ ছিল না। আড়ি পেতে ওদের সব কথা শুনেছি আমি। হ্যাকামোর এবং সানডাউন একত্রে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয়েছে ওরা। জিল ফ্রাজি কিছু করতে গেলে দুই র‍্যাঞ্চই একত্রে দাঁড়াবে ওর বিরুদ্ধে। তাদের সাথে লং কোলি থেকে বিতাড়িত চাষারাও আছে। সানডাউনে ঘাঁটি গেড়েছে ওরা। প্রয়োজনে সাহায্য করবে।'

'তা হলে তো সানডাউনের শক্তি বেড়ে যাবে আগের চেয়ে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ম্যাক।

'চিন্তার কারণ নেই,' ছেলেকে সাহস যোগাল মা। 'চাষাদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ওদের একজনকে বিয়ে করেছিলাম তো। ওই লোক লড়াইয়ের চেয়ে পালানোতেই বেশি ওস্তাদ ছিল।'

চরম অবজ্ঞা এবং অপমানসূচক মন্তব্য। রেগে গেল ম্যাক। ব্যঙ্গ

boighar.com

করল, 'এমনকী তোমার দ্বিতীয়-পছন্দের চেয়ে দ্বিগুণ ভীতু, তাই না? তুমি নিশ্চয় খাঁটি সোনা জেনেই বিয়ে করেছ রাফ থর্নটনকে?'

লাল হয়ে উঠল ভার্জিনিয়ার মুখ। 'তোমার ভাষা ঠিক করো, ম্যাক। ভুলে যেয়ো না আমি তোমার মা।'

'এবং ড্যান র‍্যামন আমার বাবা। ওর বদনাম শুনতে নিশ্চয় ভাল লাগবে না আমার। বিশেষ করে তোমার মুখে।'

অসহিষ্ণু একটা মুহূর্ত কাটল দুজনের মধ্যে, চুপচাপ। তারপর নীরবতা ভাঙল ম্যাক, 'ওদের মধ্যে একজন আছে খুব সাহসী। টড বেরিংকে ওই খুন করেছে। বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা পক্ষ নিলে সানডাউনের শক্তি বেড়ে যাবে।'

'বেশ, তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।' আপসের সুর ভার্জিনিয়ার গলায়। 'তবে আমাদের সমস্যা সানডাউন নয়, হ্যাকামোর।'

'ওরা একসাথে হয়ে গেলে দুটোই সমস্যা।' মাকে মনে করিয়ে দিল ম্যাক। 'তো আমাদের এখন কী করা উচিত?'

'ম্যাক, আমি জানি না। আমি কিছুই জানি না।' হতাশায় মাথা নাড়ল ভার্জিনিয়া।

'ঠিক আছে,' ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাক। 'আমি জানি কী করতে হবে। আরও অনেক আগেই যা করা উচিত ছিল, তা-ই করব। ধরো এবং মারো। তখন কিন্তু কাজটা করতে দাওনি আমাকে। না, তুমি আর ফিল বেগিন কাজটা নাকি আরও ভালভাবে করতে পারবে। আমাকে তোমরা ধৈর্য ধরতে বললে। বললে, খেলাটা নাকি একদম সহজ। একেবারে সোজা আঙুলে ঘি তোলার মত। কিন্তু এখন কী হলো? কিছুই না। ঘোড়ার ডিমও পেলাম না আমরা। আর এখন বলতে এসেছ, বেগিন পালাচ্ছে এবং তুমি নাকি বুঝতে পারছ না এরপর কী করবে। সুতরাং যা করার এখন আমাকেই করতে হবে। সেটা আমার নিয়মেই। যে খেলার যে নিয়ম। আমরাও গাঁটছড়া বাঁধব শক্তিশালী কোন পক্ষের সাথে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের ওপর।'

'গাঁটছড়া বাঁধবে? জিল ফ্রাজির সাথে!' আঁতকে উঠল ভার্জিনিয়া। 'তার চেয়ে একটা র‍্যাটল সাপকে বেশি বিশ্বাস করব আমি।'

'ধ্যাত্তেরি জিল ফ্রাজি!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাক। 'আমি লুৎস অনিয়নের কথা বলছি। ওর সাথেই আমাদের ব্যবসা হবে।'

কথাটা মনে মনে বিচার করল ভার্জিনিয়া। তারপর হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'খারাপ হবে না। তবে এর পেছনে ওর লাভ কী, সেটা ওকে বোঝাতে হবে।'

'বোঝাব।' এক কথায় রাজি হয়ে গেল ম্যাক। 'সহজ ব্যাপার। তুমি এখনও রাফ থর্নটনের স্ত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি সে তোমাকে ঘৃণা করে। তুমিও করো। কিন্তু ও তোমাকে ডিভোর্স দিতে পারবে না। অতটা সাহস ওর নেই। উইল অনুযায়ী ভিনা সবকিছু নিজের করে পেলেও তার বাবাকেই নিশ্চয় র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দেবে না। বাবাকে রাখলে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ব্যাপারেও আপত্তি করবে না। বাবার প্রতি মেয়ের দরদের অন্ত নেই। এটাকে কাজে লাগাব আমরা। লুৎস অনিয়নের সাহায্য নেবে ওদের উৎখাত করার ব্যাপারে। তুমি হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে থাকলে খবরাখবর পেতে সুবিধে হবে আমাদের। আসা-যাওয়াও করা যাবে মাঝেমধ্যে। তোমার অথর্ব স্বামীর কোন সাধ্য নেই আমাদের ঠেকাবে। ঠিক আছে?'

পরিকল্পনাটা আবার যাচাই করে দেখল ভার্জিনিয়া মনে মনে। তারপর বলল, 'তা হলে দেখো ওর সাথে কথা বলে। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে, জানো তো?'

'হ্যাঁ...না...আচ্ছা, ওকে আমি খুঁজে নেব।'

তীক্ষ্ণচোখে ছেলেকে জরিপ করল ভার্জিনিয়া। 'নিজের চেহারা-সুরতের কী হাল করে রেখেছ? এক্ষুনি গিয়ে শেভ করে নাও। এখন তোমাকে দেখাচ্ছে একটা নোংরা বাঁদরের মত। কী হয়েছে তোমার বলো তো? খুব দুশ্চিন্তা করছ, না?'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাক মায়ের কথায়। 'আমি ঠিক আছি। কিন্তু

boighar.com

এখন বিলাসের সময় নয়। তুমি নিজেই তো বলেছ আমাদের সময় ভাল যাচ্ছে না। তা হলে কীভাবে আশা করছ এসময় আমি সেজেগুজে ফুলবাবুটি হয়ে থাকব?'

আবার দেখল ছেলেকে মা। চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল এবার কিছুটা। 'ঠিক আছে, বাছা। তুমি অনিয়নের কাছে যাও। ও কী বলে আমাকে জানিও, শহরে আমি কয়েকদিন থাকব।'

মাকে ছেড়ে আবার ক্যানিয়নের হাউসের দিকে গেল ম্যাক।

স্যাম স্লোপারের অয়্যার হাউসের সামনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে রস হুইলার। চোখ কুঁচকে আছে ও রোদের ভয়ে। সবেমাত্র ড্রিঙ্কিংবাউট কাটিয়ে উঠে সামান্য সুস্থ হয়েছে। কিন্তু চেহারায় তার ছাপ রয়ে গেছে পুরোপুরি। ওর চোখ দুটো লাল এখনও, মুখ শুকিয়ে আমসি। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তামাক চিবুচ্ছে ও, চিবুক বেয়ে রস গড়াচ্ছে। সূর্যের কড়া তাপ উপেক্ষা করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও, তারপর ঢুকে গেল দোকানের ভেতর।

স্পার লে আউট হেকোয়ার্টারেও অনিশ্চয়তা আর অসহিষ্ণুতার আভাস। র‍্যাঞ্চ মালিক জিল ফ্রাজি অস্থির সময় কাটাচ্ছে দুজন রাইডারের ফেরার আসায়। ওদের সকাল বেলায় স্কাউটিংয়ে পাঠিয়েছে সে।

কুকশেক টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে ও। ব্রেকফাস্ট সেরেছে একটু আগে। কিন্তু পরপর কয়েক কাপ কফি খেয়েও তৃষ্ণা মিটছে না ওর। বারবার কাপ খালি করে আবার ভর্তি করে নিচ্ছে। দুহাতে ধরে সজোরে লম্বা চুমুক দিচ্ছে কাপে।

ওর সাথে আছে ফ্রেড লাস্কি আর রেট পারসি। দুজনে ধূমপান করছে কফি শেষ করে। সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্থিরভাবে কাঁধ নাচাল পারসি। ফ্রাজিকে লক্ষ করে বলল, 'এখানে তুমিই বস, জিল। তুমি যেভাবে চাইবে, সেভাবে সবকিছু হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ-কাজটায় তুমি আগাগোড়াই ভুল করছ।'

বুলেটাকৃতির মাথাটা ওর দিকে ঘোরাল ফ্রাজি। 'কোথায় ভুল করলাম, বলো?'

নতুন করে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল রেট পারসি। শক্তপোক্ত গড়নের লোক সে। ঠাণ্ডা, ধারাল দু'চোখে স্থির দৃষ্টি। অজস্র দাগেদুগে ভরা মুখ, অসংখ্য লড়াই আর মারপিটের সাক্ষী। স্পার লেআউটে দুর্ধষ লোকদের মধ্যে ও একজন। কম কথা বলে। কিন্তু কিছু যখন বলে, সোজা এবং স্পষ্ট করে বলে। লোকটাকে সমীহ করে জিল ফ্রাজি। নিজের বিচার-বিবেচনায় অনেক ফাঁকফোকর খুঁজে পায় ওর সাথে কথা বলে।

নতুন বানানো সিগারেটটা ধরানো পর্যন্ত চুপ করে রইল পারসি। লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ কুঁচকে তাকাল ফ্রাজির দিকে। 'আমি যতদূর জানি, তুমি পুরো উপত্যকার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাও। তার জন্যে তোমাকে প্রথমে যে-কাজটা করতে হবে, সেটা হলো লুপড ও-এর দিকে নজর দেয়া। হ্যাকামোর কিংবা সানডাউনের ওপর নয়।'

'লুপড ও কি মানে অনিয়ন?' খেঁকিয়ে উঠল ফ্রাজি। 'তুমি কি অনিয়নের কথা বলছ? ধুর, ওকে আমি যে কোন মুহূর্তে দেশছাড়া করতে পারি।'

'এখন হয়তো পারবে,' সায় দিল পারসি। 'কিন্তু হ্যাকামোর আর সানডাউন দখল করার পর পারবে না। ও তখন পুরো উপত্যকা দাপিয়ে বেড়াবে। তোমাকে দুটো পয়সার পাত্তাও দেবে না।'

'আরে ছোঃ!' নাক গলাল ফ্রেড লাস্কি। 'লুৎস অনিয়ন কিছুই করতে পারবে না। ওর চেয়ে অনেক বড় সেয়ানাকে আমার দেখা আছে। ও অবশ্য নোংরা ধরনের মানুষ। সুযোগ সন্ধানী। কিন্তু আমাদের সাথে পাত্তা পাবে না। ওকে এমন শিক্ষা দেব...'

রেট পারসি কখনও পাত্তা দেয় না লাস্কিকে। লাস্কির মুরোদ ওর জানা আছে। মালিকের ধামাধরা ছাড়া আর কোন কাজই ঠিকমত করতে পারে না লোকটা। ফ্রাজিকে অন্ধের মত সমর্থন করে

boighar.com

যাওয়াটাকেই একমাত্র কাজ বলে মনে করে। ও কথা শেষ করার আগেই চ্যালেঞ্জ করে বসল ওকে। 'এটাই যদি তোমার সত্যিকার ধারণা হয় লুৎস সসম্পর্কে, তা হলে আমি বলব, লোকচরিত্র সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্রও জানা নেই। অনিয়ন বোকা নয়। বিশ্বাস না-হলে লেগে দেখো। কাল সকালে তোমার কবরে ফুল ছিটাব আমি। কথা দিচ্ছি।'

'আমি কিন্তু ফ্রেডের সাথে একমত,' বলল ফ্রাজি অসন্তুষ্ট স্বরে। পারসির স্পষ্ট কথা পছন্দ হচ্ছে না ওর। 'অনিয়ন এখানে বেশিদিন থাকবে না শোনা যাচ্ছে। ওর র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারটা দেখো না? কত ছোট। র‍্যাঞ্চ এরিয়াও তো কম। কয়টা গরুই বা চরাতে পারবে সে এখানে? হ্যাকামোর কিংবা সানডাউনের মত গুরুত্ব ওকে দেয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

'তোমার নিজের শক্তিই বা কতটুকু? অন্যদের সাথে লড়াই করে করে নিজেকে দুর্বল করে ফেলেছ। শীঘ্রই দেখতে পাবে লুৎস অনিয়ন কীভাবে তোমার ওপর টেক্কা দেয়।' বসকে সতর্ক করল পারসি। 'তুমি আসলে নিজের কবর খুঁড়ছ। পরে যেন আমাকে দুষতে এসো না যে, আমি তোমাকে সাবধান করে দিইনি।'

বিরক্তমুখে কফির কাপে লম্বা চুমুক দিল ফ্রাজি। পারসির কথা ওর উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেন থর্নটনের মৃত্যুতে দারুণ খুশি হয়েছিল ও। ভেবেছিল এইবার সুদিন এল। পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠানোর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল। কিন্তু সে পুরানো, একঘেয়ে সতর্কতা ভাল লাগছে না ওর। অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করেছে আবার।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' শেষ পর্যন্ত পারসির সাথে একমত হলো সে। 'প্রথমে আমরা না-হয় লুৎস অনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কিন্তু সেটা তুমি কীভাবে করতে চাও? নিশ্চয় ওকে অবরুদ্ধ করতে চাও কিংবা কোণঠাসা করে...'

'কোণঠাসা? ধ্যাৎ...' খেঁকিয়ে উঠল পারসি। রাগে মুখ লাল হয়ে

উঠল। 'জিল ফ্রাজি, আর যা-ই করো, মেনি বেড়ালের মত মিউ মিউ করে তুমি কখনও বাঘ হতে পারবে না। বাঘ হতে হলে অদম্য সাহস আর শক্তিশালী থাকা চাই। তুমি যদি বেন থর্নটনের মত উপত্যকার নেতৃত্ব দিতে চাও, তাহলে ও যা করেছে, তোমাকেও তা-ই করতে হবে। ওর মত দুর্ধষ, টাফ, ব্যক্তিত্ব...'

বেন থর্নটনের নামোল্লেখে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল ফ্রাজির। রাগের চোটে টেবিলে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসাল। 'বেন থর্নটন কখনও আমার সমান হতে পারবে না। ও যা করেছে, আমিও তা করতে পারি। তারচেয়ে আরও বেশি পারি। এরপর দেখবে কে কার চেয়ে বড়। তোমার যদি সন্দেহ থাকে, আমি ওর মত হতে পারব না, তা হলে আমার সাথে থাকার দরকার নেই। তুমি বরং ... বাকিটা শেষ করল না ও, কাঁধ ঝাঁকাল।

ঠাণ্ডাচোখে ক্ষণকাল ওর দিকে চেয়ে রইল রেট পারসি। তারপর লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এক দিকে। চেয়ার ছেড়ে উঠল। দরজার দিকে যেতে যেতে শীতলস্বরে বলল, 'ঠিক আছে। তা-ই যাব।'

'মানে?' একগলা পানিতে পড়ে গেল জিল ফ্রাজি। রাগের বশে যা-ই বলুক, জানে, ও যা পরিকল্পনা করেছে, তা বাস্তবায়ন করতে হলে এ-লোকটাকেই ওর সবচেয়ে বেশি দরকার। একে হারালে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। 'আরে আরে! দাঁড়াও, একমিনিট। আরে, আমি ওটা এমনি রাগের বশে বলে ফেলেছি। বোঝোই তো, মেজাজটা আমার...হা হা...' পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করল। 'বাদ দাও। আসলে এখানে সবার মতামত দেবার অধিকার আছে। সবাই মিলে আলোচনা করে কাজ করতে হবে। আর আমাদের মধ্যে এসব কাজে তোমার মাথাই সবচেয়ে বেশি খেলে। তো তুমি বলছ, আগে অনিয়নকে শায়েস্তা করা চাই। তো সেটা কীভাবে করব, তুমি বলো।'

'ওকে খুন করো,' কর্কশ স্বরে বলল পারসি। 'ওকে কোণঠাসা করে খুন করে ফেলো। ও নইলে একসময় তোমাকে কোণঠাসা করে

খুন করে ফেলবে। সময় ও সুযোগ মত।'

আরেক কাপ কফি ঢেলে নিল জিল ফ্রাজি। খুন করার কথা শুনে মিইয়ে গেছে। খুন জিসিটা সহজ ব্যাপার নয়। এটা একবার শুরু করলে আর ফেরার পথ থাকে না। ওই পথে চলতে হয় ক্রমাগত। বিশেষত ও কখনও খুন করেনি। ব্যাপারটা খুব বেশি চরম হয়ে গেল না?' বলল ও শুকনো স্বরে। 'এটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না।'

ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পারসি, তারপর হেসে উঠল রুক্ষ স্বরে। 'বেন থর্নটনের খুন হওয়ার কথা শুনে তোমার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ভুলে যাওনি নিশ্চয়। কই, তোমাকে তো সেজন্যে দুঃখ পেতে দেখিনি। বরং ব্যাপারটাকে সেলিব্রেট করেছিলে তুমি। মনে নেই?'

শীর্ণ কাঁধ দুটো ঝাঁকাল ফ্রাজি। 'ওই কাজটা আমাকেই করতে হয়নি,' নির্লজ্জের মত স্বীকার করল। 'ওকে কে খুন করেছে, তাও জানি না। ওই ব্যাপারে কেউ আমাকে দোষারোপ করতে আসবে না।'

'এবং ঘটনাটা তোমার জন্যে বড় একটা সুযোগও এনে দিয়েছে, তাই না?' বিতৃষ্ণস্বরে বলল পারসি। তোমার নিজের কিছু করার সাহস নেই, জিল। কেউ তোমার জন্যে সুযোগ করে দিলে তুমি সেটা নিয়ে লাফালাফি শুরু করো। কিন্তু সে-আশা করে লাভ নেই। সময়ে বন্দুক হাতে নিতে হবে, প্রয়োজনে খুন-খারাপিও করতে হবে।'

আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে গেল ফ্রাজি। হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে থেমে গেল। একটু পরে ঘর্মাক্ত শরীরে দুজন রাইডার এসে ঢুকল। একের পর এক রিপোর্ট করল ওরা বসের কাছে।

'তোমার কথামত ক্রীকের পাড়ে গিয়েছিলাম আমি,' প্রথমজন বলল। 'চাষাদের কেউ নেই সেখানে। এরপর হাঁটতে হাঁটতে সানডাউন র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের কাছে গেলাম। দেখি গোটাকয়েক

ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে করালের কাছে। কয়েক জন চাষাকে দেখলাম হাঁটাহাঁটি করছে, যেন ওদের নিজেদের বাড়ি। র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে লুকাসটের ঝাড়ের কাছে দেখলাম একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে কী যেন একটা জিনিস। আচমকা সূর্যের আলো পড়তে চকচক করে উঠল ওটা। বুঝলাম, ওটা একটা উইনচেস্টার।'

'কী বলছ তুমি?' আঁতকে উঠল ফ্রাজি। 'ওরা কি ওখানে পাহারা দিচ্ছে?'

'ওই রকমই দেখলাম,' শেষ করল প্রথমজন।

'হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে সবকিছু শান্ত, চুপচাপ,' শুরু করল দ্বিতীয়জন। 'সবাই ভেতরে কাজকর্ম করছে। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরোচ্ছে না কেউ। দূরে কোথাও যাচ্ছে না। যেন র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডেই গরু চরাচ্ছে।'

'সম্ভবত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে,' সিদ্ধান্তে পৌঁছাল ফ্রাজি। 'ঠিক আছে করুক, আমরাও যাব আমাদের সময়-সুযোগ বুঝে।' থামল একটু। ভুরু কুঁচকাল। 'চাষারা সানডাউনে কী করছে, এ-ব্যাপারে আরও জানতে হবে। জন হিকক যদি ওদের সাথে কোন শলাপরামর্শ করে থাকে, জানতে হবে সেটা কী।' ফ্রেডের দিকে চাইল। 'তুমি দুজন লোক নিয়ে শহরে যাও, খবরাখবর নাও।'

হ্যাকামোর থেকে শহরে যাচ্ছে জন। সন্তুষ্ট বোধ করছে সে। সাথে সাথে কিছুটা উদ্বেগও। সন্তুষ্ট এ জন্যে যে, ভিনা থর্নটন শেষ পর্যন্ত ওর প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে। আর উদ্বেগ হলো, দুটো র‍্যাঞ্চকে রক্ষার দায়ভার কাঁধে চেপেছে বলে। সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করা দুটোই ভিন্ন ব্যাপার। সিদ্ধান্ত সহজে নেয়া যায়, কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন কঠিন বিষয়। সেখানে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং পরিস্থিতি বুঝে কাজ করার দক্ষতা লাগে।

শহরে পৌঁছে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল ও। মানুষজনের কথাবার্তা শুনে উপত্যকার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা

boighar.com

করছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ এবং খবরাখবর বিনিময়ের কাজে আঙ্কেল রুপার্টের অফিসে বেশ কিছু সময় কাটাল সে। ওখান থেকে গেল বিনি হালকের ওখানে। এরপর গোলোকে খুঁজে নিয়ে কথা বলল ওর সাথে। পরে দোকানদার স্যাম স্লোপারের ওখানে গেল। রস হুইলার নেই, দোকানদারের মুখ দেখে মনে হলো মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। জনকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল, 'ওর নেশা কেটেছে, বুঝলে? কিন্তু গেলে কী হবে? দোকানে আসতে আরও দিনদুয়েক লাগবে।'

'রসকে এর আগে আর কখনও মাতাল হতে দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না,' বলল জন। 'হুট করে এটা শুরু করল কীভাবে?'

'ঘোড়ার বাচ্চাকে দৌড় শেখাতে হয় নাকি?' মুখ বেঁকাল স্যাম। 'নতুন নতুন শুরু করলে এমনি হয়। পুরানোদের চেয়ে দুনো খেতে চায়। তারপর চিৎপটাং হয়ে পড়ে। তোমাকে বলছি আমি, জন, ও যদি আবার এসব গিলতে যায়, ওকে আমি বরখাস্ত করব।'

'বাদ দাও ওর কথা।' হাসল জন। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'এদিককার খবর-বার্তা বলো। কিছু শুনেছ টুনেছ নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম স্লোপার। 'সবাই দমবন্ধ করে আছে কী ঘটে দেখার জন্যে। তবে অনেকের সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, কিছু যদি কেউ শুরু করে, সে জিল ফ্রাজি। মাঠে নামতে দেরি নেই ওর। আমারও তা-ই মনে হয়।'

'লুৎস অনিয়নও তো হতে পারে।'

জবাব দেবার আগে একটু ভাবল স্যাম। একটু পরে মুখ তুলল। 'সত্যি বলতে কী জন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওকে। ওর মতিগতি কেউই বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, লোকটা শয়তানের হাড়হাড্ডি, আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর মত ভাল লোক আর হয় না। আসলে সাধু শয়তান বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা হলে লোকটাকে তা-ই বলা যায়।'

হেসে উঠল জন। 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যাম।

বইঘর.কম

সম্ভবত তুমিও পারছ না।'

'আরে ধ্যাৎ!' ঘোঁৎ করে উঠল স্লোপার। 'তারচেয়ে ব্যাপারটা এভাবে বলি। শোনো, অনিয়ন যদি তোমাকে কোন ব্যাপারে কথা দেয়, তুমি তাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু ফ্রাজির ব্যাপারে তোমাকে সে-গ্যারান্টি দিতে পারব না। ও যদি একগাদা বাইবেল পিঠে বেঁধে নিয়েও আসে, তবুও না।'

রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে বাইরে তাকাল জন। তিনজন রাইডার এইমাত্র এসে থেমেছে ক্যানিয়ন হাউসের সামনে। ঘোড়া টাই রেইলে বেঁধে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে ওরা। রাইডারদের একজন ফ্রেড লাস্কি, বাকি দুজনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। স্পার লেআউটের ক্রু ওরা। উঁচু ব্রিমের হ্যাট পরেছে লাস্কি, পেছনে ঠেলে দিয়ে রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল। জরিপ করে নিচ্ছে, চোখে বাড়তি সতর্কতা।

'ব্যাটার দেমাকের শেষ নেই,' জনের ঘাড়ের ওপর বিড়বিড় করল স্যাম। 'জন, আমার মনে হচ্ছে, স্পার রাইডারদের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে আগের চেয়ে।'

ওর কথায় কান নেই জনের। জবাব দিল না। ফ্রেড লাস্কিকে দেখে দু'ঠোঁট চেপে বসেছে ওর, চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোয় ফুটে উঠেছে ক্রূরতা। লাস্কি রাস্তা পর্যবেক্ষণ শেষ করে ক্যানিয়ন হাউসে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে পা চালাল দ্রুত। হোটেলের উল্টো দিকে হিচরেইল থেকে ঘোড়া খুলে নিতে যাচ্ছিল গোলো। বাড়ি যাবে। কিন্তু জনকে এভাবে ক্যানিয়নের হাউসের দিকে যেতে দেখে রশি থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। দ্রুত হাঁটা দিল সেও ক্যানিয়ন হাউসের দিকে। আগেই স্পার রাইডারদের ওখানে ঢুকতে দেখেছে। সুতরাং জনের মতলব বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওকে।

কেন্ট ব্রেইরির ব্যবসাপাতি চলছে ঢিমে তালে। আগের সে রমরমা অবস্থা নেই। ওই রাতের গোলাগুলি এবং বেন থর্নটনের নিহত হবার প্রভাব পড়েছে ওর বেচাকেনায়। মনমরা হয়ে বসেছিল

boighar.com

কাউন্টারে। মাঝে মধ্যে বেঢপ শরীর আর গোমড়ামুখে স্বাগত জানাচ্ছে আগত খদ্দেরদের।

তবে পোড়খাওয়া ব্যবসায়ী সে। জানে, বাতাস বর্তমানে কোন দিক থেকে বইছে। এ-উপত্যকায় চলমান ওলটপালটে সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে জিল ফ্রাজিকেই ধরে নিয়েছে ও। তাই ওর লোকদের দোকানে ঢুকতে দেখে চওড়া হাসি উপহার দিল। ইতোমধ্যে বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জন হিকক। একবার মাত্র ওকে দেখল কেন্ট। নিরাসক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ফ্রেড লাস্কি ও তার দলবলের দিকে। শেলফ থেকে একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে বারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিল ওটা ফ্রেডের দিকে।

সামনে হাত বাড়াল ফ্রেড বোতল ধরার জন্যে। কিন্তু বোতল তার কাছে পৌঁছার আগে মাঝপথে থেমে গেল। জন হিকক ধরে ফেলেছে ওটা। বোতলটাকে কেন্টের দিকে ঠেলে দিল জন। বার থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবার আগে ত্বরিত হাত বাড়িয়ে ওটা ধরে ফেলল কেন্ট। ক্ষিপ্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কোন ধরনের ফাজলামি, অ্যাঁ?'

ওর দিকে তাকাবার গরজ বোধ করল না জন। ফ্রেডের দিকে কাঁধ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেসে ধরল ওকে বারের সাথে। খিস্তি আওড়াল ফ্রেড। খেপে গেছে।

ওর চোখে চোখ রাখল জন। 'কেন, পছন্দ হচ্ছে না? তা হলে কাজটা শুরু করেছিলে কেন?'

একই সঙ্গে রাগ ও অবাক লাগছে ফ্রেডের। জনের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর সাথে সেঁটে রইল জন। নড়াচড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। বারের সাথে লোকটাকে আরও সেঁটে ধরল জন।

'হেই... চেঁচাতে শুরু করল সেলুনমালিক। 'হেই, হিকক। বাইরে যাও বলছি। আমার দোকানে কোন রকম মারপিট চলবে না।'

জন যেখানে ফ্রেডকে ঠেসে ধরেছে, ওখান থেকে পেছনে মাত্র দু'কদম দূরে দাঁড়িয়ে গোলো, চুপচাপ। ঠাণ্ডা চোখে সেলুনমালিকের দিকে চাইল সে। মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি এখানে নাক গলাতে এসো না, ব্রেইরি। এটা তোমার সমস্যা না।'

দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ব্রেইরি নিজেও। কিন্তু ছোটখাট লোকটার ঠাণ্ডা চোখদুটোর দিকে চেয়ে মিইয়ে গেল। ছোখাট লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যা প্রতিপক্ষকে অস্বস্তিতে ভোগায়। তখন অনেক বড় মনে হয় লোকটাকে। কেন কে জানে?

প্রাণপণ চেষ্টায় জনের বজ্র বাঁধন একটু শিথিল করতে পারল ফ্রেড লাস্কি। সামান্য ঘোরার সুযোগ পেল। কোনমতে জনের মুখোমুখি হয়ে চেঁচাতে শুরু করল, 'এটা কী হচ্ছে, হিকক, অ্যাঁ? কী শুরু করেছ তুমি?'

'বেশি কিছু না, আপাতত,' জবাব দিল জন। 'সামান্য মহড়া। একদিন রাতে তুমি আর স্পার আউটফিটের কজন মিলে যে-ঝামেলা পাকিয়েছিলে তার জবাব। ওই দিন রাতে খুব মজা হয়েছিল, না? সাত-আটজন মিলে একজনের বিরুদ্ধে। মেরে ওকে নাস্তানাবুদ করেছিলে। এমন কী আমি যখন মার খেতে খেতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছি, তখনও ক্ষান্ত হওনি। বুটজুতো দিয়ে মাড়িয়েছিলে সারা শরীর। লাথি মেরে আমার পাঁজর ভেঙে দিয়েছিলে। বেশ, এখন সে পাওনা পরিশোধের পালা। তোমাকে যতবার সামনে পাব, প্রতিবার একু একটু করে পাওনা মেটাব। আজ তার প্রথম কিস্তি।'

ঠাস করে চড় কষাল জন লাস্কির গালে। আপাদমস্তক কেঁপে উঠল লাস্কির আচমকা চড় খেয়ে। সামলে ওঠার আগে ঘুসি মারল ওকে জন। টলতে লাগল লাস্কি দিশেহারার মত। সামান্য পেছাল জন লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে। টাল সামলে ওঠার আগে এবার ঘুসি হাঁকাল ওর মুখে।

টলতে টলতে পিছিয়ে গেল ফ্রেড লাস্কি। মার থেকে বাঁচবার জন্যে দু'হাতে মুখ আর মাথা ঢাকতে চাইল।

boighar.com

লোকটাকে আরও জোরে মারার জন্যে দু'পা সামনে বাড়াল জন। হঠাৎ মাথা-মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কাঁধ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাস্কি ওর ওপর। জাপ্টে ধরল ও জনকে। ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল জন। কিন্তু অমানুষিক শক্তিতে ওকে জাবড়ে ধরে রাখল লাস্কি। ঠেলতে ঠেলতে বারের সাথে নিয়ে ঠেসে ধরল।

দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল জায়গাটায়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে কেঁপে উঠল। ঝনঝন শব্দে ভাঙল গোটা কয়েক গ্লাস আর বোতল। পোকার টেবিল উল্টে গেল। স্থান থেকে ছিটকে সরে গেল গোটাকয়েক চেয়ার।

বাকি দুই স্পার রাইডার ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। ধাতস্থ হতে দুজন দুদিক থেকে ঘিরে ধরল যুদ্ধরত দুজনকে। আস্তে আস্তে কাছে এগোল। সাহায্য করতে চায় বসকে।

গোলোর ছুরির ফলার মত ঠাণ্ডা গলা শুনল ওরা। কেন্ট ব্রেইরীকে যেভাবে বলেছিল, সেরকম গলায় বলল এদেরও, 'দূরে থাকো, ফ্রেন্ডস। ভুলেও কাছে যেয়ো না।'

নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল দুই সহযোগী। ছোটখাট লোকটার গলার জরুরি ভাবটুকু স্পর্শ করল ওদেরও। সামান্য উত্তেজনাও নেই, অথচ কেমন কঠিন আর তীক্ষ্ণ লোকটার হুকুম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল ওরা দু'পা। বুদ্ধি খুলে গেছে ওদের। এটা ওদের লড়াই নয়। ফ্রেডের লড়াইটা ওকে করতে দেয়া উচিত।

যেমন বলেছিল জন, লড়াইটা ক্রমে ভয়াবহ হয়ে উঠল। লোকটা মরিয়া হয়ে গেছে, জানে, যে-দুজনের নেতা হয়ে শহরে এসেছে, ওদের সামনে নিতান্তই মান-সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-লড়াই। সুতরাং লড়াইয়ে তাকে জিততেই হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে কয়েকদিন আগে ক্যানিয়ন হাউসের সামনে মার খাওয়ার জবাবটা।

ধস্তাধস্তি বাদ দিয়ে কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করল জন। এক

হাতে প্রতিপক্ষকে কোনমতে ধরে রেখে ডানহাত উঁচাল। পুরো শক্তি দিয়ে মারল ওর থুতনিতে। এতক্ষণ ধরে ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত ফ্রেড লাস্কি প্রস্তুত ছিল না পরিবর্তিত আক্রমণের জন্যে। আচমকা আঘাতে ককিয়ে উঠল সে। ধাতস্থ হবার আগে জন নিজেকে সরিয়ে নিল ওর কবল থেকে। তারপর পিছিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে লাথি হাঁকাল লোকটার তলপেটে। কোঁক করে আওয়াজ বেরোল ফ্রেডের গলা থেকে। থুতনির ব্যথা ভুলে গিয়ে বাঁকা হয়ে তলপেটে হাত দিতে গেল। কানের পাশে উপর্যুপুরি দুটো ঘুসি খেয়ে টলতে শুরু করল ওর শরীর। পরের ঘুসিটা উল্টে ফেলল ওকে সেলুনের মেঝেয়।

অপেক্ষা করল জন লোকটার ওঠার আশায়। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে দাঁড়াল লাস্কি। ওর মুখ রক্তাক্ত। কপাল, চিবুক কেটে গেছে ঘুসিতে। কিন্তু ওর চোখে খুনে দৃষ্টি। সোজা হয়ে ভয়ানক চোখে চাইল ও জনের দিকে। মুখ দিয়ে অশ্রাব্য খিস্তির ফোয়ারা ছোটাতে ছোটাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আবার। চট করে জায়গা থেকে সরে গেল জন। তারপর দু'হাতে মুঠো পাকিয়ে দাঁড়াল আবার লড়াইয়ের ভঙ্গিতে।

তবে ফ্রেডের গতি এখন শ্লথ। বোঝাই যাচ্ছে, লড়াই করতে সায় দিচ্ছে না ওর শরীর। শুধু জিদের বশে টিকে থাকতে চাইছে এখন। কিন্তু উজ্জীবিত জন হিকক পরপর কয়েকটা ঘুসিতে শুইয়ে দিল ওকে ফের। আর উঠল না ফ্রেড।

এক হাতে রক্তাক্ত মুখটা মুছল জন হিকক। থুতু ফেলল। 'এটা প্রথম মহড়া, লাস্কি। দ্বিতীয় মহড়া সময়মতই হবে।'

ঘরের চারদিকে চাইল ও। লোকগুলো দেখছে ওকে। একে একে সবার চোখে চোখ রাখল জন। কারও চোখে চ্যালেঞ্জের আভাস দেখল না। ঘুরে দাঁড়াবার আগে আরেকবার চাইল ও ভূপাতিত শত্রুর দিকে। তারপর এক হাতে গোলোর কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'চলো।'

boighar.com

ওরা দুজন সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল পেছনে একবারও না-তাকিয়ে।

এগারো

মধ্যাহ্ন। শান দেয়া ছুরির ঝিলিকের মত কড়া রোদ। ঝকঝক করছে চারদিক। পুরো উপত্যকাকে মনে হচ্ছে মরুভূমির বুকে মরীচিকার মত। এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে ঘোর লেগে যায়। হঠাৎ মনে হয়, পলকের জন্যে চোখ বুজে ফের তাকালে দেখা যাবে কিছুই নেই, মরীচিকার মত হারিয়ে গেছে পুরো উপত্যকা।

ইন্ডিয়ান ফোর্ডে এই দুপুরে বয়স্করা অলস সময় কাটাচ্ছে ঘরে বসে। ঝিমোচ্ছে। শিশুদের চোখে ঘুম নেই। তাদের চোখে ভাসছে বিনি হালকের আস্তাবলের পেছনে ক্রীকের সে-জায়গাটা, যেখানে ঠাণ্ডা পানিতে ধুমসে সাঁতার কাটা যায়।

গরমে ছটফট করতে ডিন হালক আর টিন হিথ ঘর থেকে বেরিয়ে এল চুপিসারে। দুজনে চলে গেল ঝরনার পাড়ে। অবশ্য সাথে সাথে পানিতে নামল না ওরা। ক্রীকের পাড়ে বসে জিরোতে লাগল। জানে, ভর পেট খাবার পর পর সাঁতার কাটতে নেই। তাতে শরীরের ক্ষতি হয়। বাবা-মার নিষেধ না-মেনে ভর দুপুরে ঘর ছেড়ে এলেও একদম বেপরোয়া হয়ে ওঠে না ওরা। জানে, বড়দের কথা একদম উড়িয়ে দিতে নেই। তারা অনেক কিছুই জানে, যা ছোটরা জানে না। তা জানার জন্যে ছোটদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

তীরে বসে কিছুক্ষণ ঝরনার পানিতে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল

বইঘর.কম

ওরা। পাথর ছুঁড়ে কে কতদূর নিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলল। তবে প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকবারই ডিন হালক জিতল। শীঘ্রই খেলাটায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলল দুজনেই। এরপর কিছুক্ষণ ইন্ডিয়ান-শ্বেতাঙ্গ খেলল। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই ইন্ডিয়ান হলো ডিন হালক নিজেই। ওর হাতে নাকানি চুবানি খেয়ে বিরক্ত হয়ে পড়ল টিন হিথ।

এরপর পুলে নামল ওরা। টিন হিথ সাঁতার কাটতে পারে সাবলীলভাবে। তবে ডিনের মত ডুব দিয়ে কূপের তলা ছুঁতে পারে না। মোটামুটি দশ-বারো ফুট গভীরে ডুব দিতে পারে ডিন।

টিনের এ-দুর্বলতাটুকু উপভোগ করে ডিন। ঝরনায় নামলে সাঁতার কাটার পাশাপাশি ডুবও দেয় ও। বাহাদুরি দেখায় টিনের কাছে। নেতা হিসেবে এটাকে সে বাড়তি গুণ বলে মনে করে। তার ধারণা, এটা ওকে পারতেই হবে। নইলে সাগরেদের কাছে ইজ্জত থাকে কী করে? তবে এ ছাড়াও আরেকটা কারণে ডুব দেয় ডিন। ঝরনার তলা থেকে নুড়িপাথর তুলে আনে সে। নুড়িপাথরগুলো ওদের খেলার কাজে লাগে।

আজও ওই রকম ডুব দিচ্ছিল। নুড়ি পাথর খুঁজতে গিয়ে আচমকা অস্ত্রটা দেখল। ঝরনার তলায় বালির ওপর পড়ে আছে ওটা।

নুড়ি কুড়ানোর কথা ভুলে ওটার দিকে চেয়ে রইল ও। একটা পীসমেকার কোল্ট, পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ বোরের। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না ডিনের। পানির নীচে অস্ত্র এল কোত্থেকে?

দমবন্ধ হয়ে আসতেই পানির ওপর উঠে এল ও। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে রীতিমত। টিনকে ডেকে বলল, 'ব-বন্দুক, বুঝলে? সত্যিকারের। খেলনা টেলনা নয়। নিজের চোখে দেখে এসেছি...'

'অ।' ঠোঁট ওল্টাল টিন। বন্ধুর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। 'তাই নাকি? তা হলে তুলে নিয়ে আসোনি কেন?' হাসল। 'বোকা বানাতে চাও আমাকে, না?'

boighar.com

'আমি ওটা তোমাকে দেখাব,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ডিন।

ঝরনার কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও আবার। ডুব দিল। রোদের প্রতিফলনে ঝরনার তলা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অস্ত্রটা তুলে নিল ও হাতে। পানির ওপর মাথা তুলল। 'এই যে, দেখো। এটাই।'

ওর হাতে অস্ত্রটা দেখে চমকে উঠল টিন। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে হতাশ স্বরে বলল, 'আরে! এ যে দেখছি সত্যি!'

গুপ্তধনটা দুজনে মিলে পরীক্ষা করল ওরা, সাবধানে। বেশিদিন হয়নি অস্ত্রটা পানিতে ফেলা হয়েছে। জং ধরেনি কোথাও, এখনও ঝকঝকে। নিয়মিত তেল মাখাত মালিক, ওয়াল নাটের বাঁট মসৃণ। নীল ইস্পাতের নলের মুখে সামান্য কালচে ভাব, বারুদ আর ধোঁয়ার তৈরি। বোঝা যাচ্ছে শেষবার গুলি ছোঁড়ার পর অস্ত্রটার পরিচর্যা করা হয়নি। হলে কালচে দাগটা অত স্পষ্ট হয়ে থাকত না। গ্রিপদুটোয় দুটো তারা আঁকা। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল টিন, 'আরে আরে, এটা তো স্যাম স্লোপারের অস্ত্র। ওই তারা দুটো দেখে চিনতে পেরেছি আমি।' সঙ্গীর হাঁ করা মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'হাঁ, স্যার, কোনও ভুল নেই। এ-অস্ত্র আঙ্কেল স্যামের। বাবার সাথে একদিন ওর দোকানে গিয়েছিলাম আমি। আমাদের সামনে ও অস্ত্রটা এক শেলফ থেকে সরিয়ে অন্য শেলফে রেখেছিল। তখনই এটার গ্রিপে তারা দুটো দেখেছিলাম। অস্ত্রটা, কোনও ভুল নেই, স্যাম স্লোপারের। বাজি ধরে বলতে পারি।'

কথাগুলো এমন জোর দিয়ে বলল টিন যে, ডিনের অবিশ্বাস করার কোনও পথ রইল না। তবু হাল ছাড়তে চাইল না সে। যুক্তি দেখাল, 'এটা যদি স্লোপারেরই হয়ে থাকে, তা হলে ঝরনার পানির তলায় পড়ে থাকবে কেন?'

'সেটা আমি জানি না,' মাথা নাড়ল টিন। 'কিন্তু এটা ওরই।'

নিরাশার ছায়া ডিনের মুখে। এতবড় একটা সম্পদ এখন ওদের হাতের মুঠোয়। একটা রাইফেল। এ যে কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সম্পদটা যে হাতছাড়া হয়ে যায়! 'হয়তো,' মদস্বরে বলল ও। 'এটা

বইঘর.কম

ওর কাজে লাগবে না আর। এ জন্যে ফেলে দিয়েছে। কেন, বাতিল জিনিস ফেলে দেয় না মানুষ?' আশা ছাড়তে চাইছে না ডিন। 'এটা এখন আমাদের। আমরা খুঁজে পেয়েছি। যে খুঁজে পায়, সে নিয়ে যায়।'

সম্পদের যৌথ মালিকানার সম্ভাবনায় প্রথমে দু'চোখ চকচক করে উঠল টিনের। এটা একটা রাইফেল, সত্যিকারের রাইফেল। ওরা দুজনই শুধু এটার মালিক, আর কেউ নয়। কিন্তু ওর স্কটিশ মা-বাবার শিক্ষা ওকে এ বালকসুলভ ভাবাবেগ থেকে মুক্তি দিল। পরের জিনিস নিতে নেই। 'না; এটা আমাদের হতে পারে না,' দৃঢ়স্বরে বলল ও। 'অন্তত যতক্ষণ না স্যাম স্লোপার বলে জিনিসটা ও ফেলে দিয়েছে, এটা ওর আর দরকার নেই। চলো, আমরা ওর কাছে গিয়ে জেনে নিই।'

কাপড়চোপড় পরে নিল ওরা। ঝরনার পাড় ধরে লিভারি আস্তাবলের পাশ দিয়ে হেঁটে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। জিনিসটা দু'হাতে বইছে ডিন। রাস্তা খালি, লোকজন নেই। বিনা ঝামেলায় স্যাম স্লোপারের দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলো ওরা। দরজা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

কাউন্টারের এক ধারে বসে খাতাপত্র দেখছিল দোকানদার। দুই ইয়ং স্টারের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে দেখল। হাসল একগাল। 'বড়শি চাই বুঝি? মাছ ধরতে যাচ্ছ?'

'ন্ না, সার।' মাথা নাড়ল ডিন। 'এটা,' হাতে ধরা অস্ত্রটা দেখাল। 'তোমার, না? মি. স্লোপার, এটা কি তোমার কাজে লাগবে আর?'

হাসিমুখে জিনিসটার দিকে চাইল স্লোপার, পরমুহূর্তে মুখ থেকে হাসি উবে গেল ওর। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আমারই তো। এটা তোমাদের কাছে গেল কী করে? কোথায় পেয়েছ?'

'ঝ-ঝরনায়,' রুদ্ধশ্বাসে বলল টিন। 'আমরা নুড়ি কুড়ানোর জন্যে ডুব দিচ্ছিলাম। আমি আর ডিন। ডিন পেয়েছে ওটা ঝরনার

boighar.com

তলায়। আমরা ভেবেছি এটা বুঝি তুমি কাজে লাগবে না বলে ফেলে দিয়েছ। এটা যদি তোমার কাজে না লাগে তা হলে আমরা...' ডিনের দিকে তাকাল সমর্থনের আশায়।

'আরে না না, কী বলছ তোমরা? আমি কেন এটা ফেলে দেব? এটা তো চমৎকার একটা রাইফেল। দারুণ কাজ দেয়। তোমরা নিয়ে এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। দাঁড়াও, মাছ মারার জন্যে অনেকগুলো বড়শি দিচ্ছি তোমাদের।'

দুজনে দু'মুঠো বড়শি পেয়ে ঝরনার দিকে চলে গেল ওরা। এরচেয়ে দামী কিছু আবিষ্কারের আশায়।

অস্ত্রটা হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে কাউন্টার ছাড়ল স্যাম। রাগে দুচোখ জ্বলছে ওর। রাইফেলের চেম্বার খুলে দেখল পাঁচটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। একটু চিন্তা করল ও। তারপর খালি কার্তুজগুলো বের করে নিল একটার পর একটা। শুকনো একটুকরো কাপড় দিয়ে মুছল পুরোটা। নতুন একটা কার্তুজ বক্স খুলে তাজা কার্তুজ বের করল। তারপর অস্ত্রটা রিলোড করল।

রাইফেলটা নিয়ে অয়্যার হাউস থেকে স্টোরে গেল স্যাম। ওখানে কাজ করছে রস হুইলার। মদের দীর্ঘপ্রভাব সবেমাত্র কাটিয়ে উঠে একটু আধটু কাজ করতে শুরু করেছে হুইলার। এখন ঝাড়ু দিচ্ছে। ওর মুখ আর রক্তলাল চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছে না কাজটা ও খুব হৃষ্ট মনে করছে।

স্লোপার ডাকল ওকে মৃদুস্বরে। কাজ করতে করতে ঘাড় ফেরাল রস। 'স্যাম, ডাকছ আমাকে?' জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বলল স্যাম শান্ত স্বরে। 'কাজটা কেন করলে, রস?'

সামান্য অস্বস্তি ফুটল রসের চেহারায়, মিলিয়ে গেল ফের। 'কেন করেছি? কোন কাজটার কথা বলছ?'

'বেন থর্নটনকে গুলি করার কাজটা?'

এক পা পিছিয়ে গেল হুইলার। 'আমি তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলছ আবোলতাবোল? আমার মত

বইঘর.কম

তুমিও মদ খেতে...তুমি নিশ্চয় মজা করছ আমার সাথে, তাই না স্যাম?' হাসার চেষ্টা করল।

'কীসের কথা বলছি, তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ। আমি মোটেই মজা করছি না। তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, কাজটা কেন করেছ? জবাব দাও, রস। বেন থর্নটনকে কেন গুলি করেছ?'

স্লোপারের চোখের দিকে তাকাল রস। দোকানদারের চোখে বুনো দৃষ্টি। বিপন্ন বোধ করছে রস। এক হাতঅলা আধবুড়ো লোকটার দৃষ্টি মোকাবিলা করতে পারছে না। বারবার পলক তুলছে, চেষ্টা করছে বেপরোয়াভাব ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু পারছে না। শেষে মরিয়া হয়ে বলল, 'তোমার কথা আমার পছন্দ হচ্ছে না, স্যাম। তুমি যা বলছ, তা নয়, মোটেই তা নয়।'

'আমি যা বলছি, তা-ই,' তীব্রস্বরে বলল স্যাম স্লোপার। 'এটা আমি, যখন থেকে অস্ত্রটা কাউন্টারের নীচে যথাস্থানে পাওয়া যাচ্ছিল না, তখনই বুঝেছি। এমনকী, তুমি যখন মদ গিলে বেখবর হয়ে পড়ে ছিলে তিনদিন, তখনই আভাস পেয়েছি। মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার কারণও ছিল। ওটা ছিল তোমার কাভার। যাতে বেন থর্নটনকে অন্ধকারে পেছন থেকে গুলি করে মারার ব্যাপারে সন্দেহটা তোমার ওপর না-পড়ে। তা ছাড়া তোমার মত অপদার্থ লোকের পক্ষে অমন একটা কাজ করে অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্যে মদের বোতলে ডুব দেবার দরকারও ছিল।'

দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে রস। কপাল থেকে গাল, চিবুক বেয়ে ঘামের বড় বড় ফোঁটা ঝরছে। ব্যাপারটাকে অস্বীকার করার জন্যে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল ও পাগলের মত। গলা চিরে বেরিয়ে এল প্রতিবাদ, 'তুমি...তুমি একটা বোকার হদ্দ, স্লোপার। গাধার মত কথা বলছ। তোমার অস্ত্র আমি ছুঁইনি পর্যন্ত। আমি বেন থর্নটনকে গুলি করিনি। কেন গুলি করব, বলো তো? কোন কারণ আছে?'

'সেটা তুমিই ভাল জানো,' রূঢ় স্বরে বলল স্লোপার। 'মিথ্যে

boighar.com

বলার চেষ্টা কোরো না, রস। মিথ্যে বলে বাঁচতে পারবে না। বুড়ো থর্নটনের দুটো পা-ই নষ্ট ছিল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না তারপরও ওকে তোমার সামনাসামনি মোকাবিলা করার সাহস হয়নি। রাতের আঁধারে আস্তাবলের আড়ালে বসে পেছন থেকে গুলি করেছ।

'জঘন্য এ-কাজটা করার জন্যে তুমি আমার রাইফেলটাই ব্যবহার করেছ। তারপর কাজ সেরে ওটাকে ঝরনার পানিতে ফেলে দিয়েছ। কিন্তু ডিন হালক আর টিন হিথ নুড়ি কুড়াতে গিয়ে ওটা পেয়ে যায়। ওরা এটা আমার চিনতে পেরে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। সুতরাং এর পরের ছবিটা একদম পরিষ্কার। তুমি ঝুলছ এখানকার সবচেয়ে উঁচু গাছটার ডাল থেকে। তুমি একটা নোংরা শেয়াল, হুইলার। তোমার যাতে ফাঁসিই হয়, আমি সেটা দেখব। আমি বেঁচে থাকতে তোমার রেহাই নেই।'

নির্মম, রূঢ় এবং অমোঘ শোনাচ্ছে স্লোপারের কথাগুলো। আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠল রস। হাত-পা ভেঙে মাটিতে বসে পড়ার দশা হলো। ওর মধ্যে এখন হুইস্কির প্রভাব নেই যে, মদের নেশায় সাহসী হয়ে উঠবে। স্যামের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ দেখছে না সে। এক হাতঅলা এ বুড়ো যা বলছে তা করেই ছাড়বে। ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওর কী দোষ? ওকে তো ম্যাক...

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'আমি নই, আমার কোন দোষ নেই, স্যাম। এর জন্যে দায়ী ম্যাক, ম্যাক র‍্যামনই। সব দোষ ওর। আমি তো তোমাকে সব বলেছি। ও-ই আমাকে কাজটা করতে বলেছিল। কথা দিয়েছিল আমি যদি কাজটা করি, তা হলে আমি যাতে লং কোলিতে আমার জমিটা ফিরে পাই, যেটা বেন থর্নটন আমার কাছ থেকে চুরি করে মেরে দিয়েছিল, সে তা দেখবে।'

'চুরি করে নিয়েছিল? বেন থর্নটন? তোমার কাছ থেকে? ধ্যাত্তেরিকা! জীবনে কখনও শুনিনি তোমার জমি ছিল। তুমি তো

চালচুলোহীন অপদার্থ। বেন থর্নটন কখনও তোমার ক্ষতি করেনি। তুমি যদি সত্যি কথা শুনতে চাও, তা হলে বলি। তুমি যখন মদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতে বেওয়ারিশ কুকুরের মত, তখন তোমাকে আমি খাবার, থাকার জায়গা এবং কাজ দিয়েছিলাম। সেটা বেনের সুপারিশে। আর তুমি তার শোধ এভাবেই দিলে? ওকে পেছন থেকে খুন করে? বাহ্, চমৎকার! থাক, বাদ দাও। এখন চলো, আঙ্কেল রুপার্টের ওখানে। ওখানে তুমি সবকিছু স্বীকার করে স্টেটমেন্ট দেবে, যাতে তোমার সাথে ম্যাককেও ঝোলানো যায়।' রাইফেল উঁচাল স্লোপার। সই করল রসের দিকে। 'চলো।'

'না,' কাকুতিমিনতি শুরু করল রস। 'না, স্যাম না। আমাকে নয়। তোমাকে তো বলেছিই, আমার কোন দোষ নেই। সব দোষ ম্যাকের। ও না-বললে কখনও আমি এ-কাজ করতাম না। আমি স্টেটমেন্ট দেব, ওর সব কীর্তি ফাঁস করে দেব। তুমি কেবল আমাকে রেহাই দেবে। ঠিক আছে? এটাই তো হওয়া উচিত, তাই না?'

এমনভাবে মুখ বিকৃত করল স্যাম, যেন লোকটার মুখের ওপর বমি করে দেবে। ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, 'তোমাকে আমি আমার সাথে রেখেছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, অথচ যতটুকু কাজ তুমি করো, তার বিনিময়ে এর অর্ধেকও তোমার পাওয়ার কথা নয়। রস, তুমি ঘোরো। ঘুরে পালানোর চেষ্টা করো। তা হলে তোমার পিঠে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিই। তোমার মত অপদার্থের পেছনে একটা রশি নষ্ট করার খরচটা অন্তত বেঁচে যাবে।'

দোকানদারের সাথে সামান্যতম সমঝোতার সম্ভাবনাও দেখছে না রস। কোনওভাবেই নরম করা যাচ্ছে না ওর মন। যে স্যামকে দেখে আসছে ও এতদিন ধরে দয়ালু, সহনশীল ও উদারমনা মালিক হিসেবে, কিছুই যেন এখন আর অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। গনগনে আগুনের মত দেখাচ্ছে ওকে, যেন হাত দিলেই পুড়ে যাবে রাইফেল হাতে ক্ষিপ্ত লোকটাকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে ওর, অচেনা

boighar.com

লোকটা যে কোনও মুহূর্তে খুন করতে পারে ওকে।

নিজেকে কোণঠাসা জানোয়ার বলে মনে হচ্ছে ওর। সাথে সাথে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে সে। ওর হাতে এখনও ঝাড়ুটা ধরা। আচমকা ঝাড়ুর বাড়ি লাগাল ও স্যামের হাতে। রাইফেলটা ছিটকে গেল ওর হাত থেকে। ওদিকে ঝাঁপ দিল রস, রাইফেলটা তুলে নিল নিজের হাতে।

এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা, স্যাম কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে রসের দিকে এগোতেই ওর দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরল ও।

কিন্তু ওকে পাত্তা দিল না স্যাম। রাইফেলটা কেড়ে নেবার জন্যে একটা মাত্র হাত বাড়াল। ওকে বারণ করল রস, বলল ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু স্যাম বেপরোয়া, ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না অপদার্থ মাতালটা ওর হাত থেকে রাইফেলটা সত্যি সত্যি কেড়ে নিয়েছে। ওকে নিবৃত্ত করতে না-পেরে শেষে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ওর মাথায় মারল রস। অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল স্যাম, জ্ঞান হারাল।

ওকে টপকে পার হলো রস। জ্ঞানহীন দেহটার দিকে চেয়ে ভাবল একমুহূর্ত। এখন অজ্ঞান শরীরে গোটা দুই বুলেট ঢুকিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়। বেন থর্নটন হত্যার ব্যাপারে ওকে অভিযোগ করার মত কেউ থাকবে না। কিন্তু পরক্ষণে চৈতন্য হলো। গুলির শব্দ আকৃষ্ট করবে সবাইকে। কৌতূহলী লোকজন বেরিয়ে আসবে, কী হয়েছে জানতে। ওদের চোখে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না; বেন থর্নটন হত্যার কথা কেউ জানবে না সত্যি, কিন্তু স্যাম স্লোপার হত্যার দায়ে ফেঁসে যাবে ও। সুতরাং লোভটা সংবরণ করতেই হলো ওকে।

ঘুরে স্টোর হাউসের দরজা থেকে উঁকি মারল ও রাস্তায়। ডানে বাঁয়ে তাকাল। বিনি হালককে দেখল ক্যানিয়ন হাউসে ঢুকছে। বাকি রাস্তা একদম ফাঁকা। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো পর্যন্ত নেই, কোথাও

ছায়ায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে হয়তো। স্বস্তি বোধ করল রস। কেউ হঠাৎ রাস্তায় বেরোবে, এমন সম্ভাবনাও কম।

আবার দোকানে ঢুকল ও। একটা গানি ব্যাগ নিয়ে ওটায় বেকনসহ অন্যান্য খাবারদাবার ঢোকাল। ক্যাশ বাক্সে টাকা পয়সা যা পাওয়া গেল, ঢোকাল পকেটে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বিভিন্ন ভবনের আড়ালে আড়ালে লিভারি স্ট্যাবলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। বিনি হালক ক্যানিয়ন হাউসে, সুতরাং আস্তাবলে কেউ থাকার কথা নয়। এ সময় কেউ আসার সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া চুরি করে দ্রুত সটকে পড়া যায়। একবার ইন্ডিয়ান ফোর্ড থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে ওর অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কেউ টের পেতে পেতে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে ও। কারও সাধ্য নেই ওকে ধরে। জীবনে কখনও ইন্ডিয়ান ফোর্ডের ত্রিসীমানায়ও আসবে না সে আর।

আবার সতর্কভাবে জরিপ করল ও। খালি রাস্তা। দ্রুত পায়ে সামনের দূরত্বটুকু পেরিয়ে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল। মিনিট দুয়েক পর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল। আস্তাবলের পেছনে ক্রীকট্রেইল ধরে উত্তর দিকে এগোল। অল্পক্ষণ পরেই হারিয়ে গেল উইলোর জঙ্গলের ভেতর।

রস যখন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, ঠিক সে-সময় লুৎসের র‍্যাঞ্চে দুজন লোক মুখোমুখি বসে গভীর আলোচনায় মগ্ন। এদের একজন লুৎস অনিয়ন অপরজন ম্যাক র‍্যামন।

এ-উপত্যকায় খুব একটা খাতির নেই লুৎস অনিয়নের। সবার সাথেই এক ধরনের দূরত্ব রয়েছে তার। ও আসলে রহস্যময় চরিত্রের মানুষ। বেশ কিছু বৈপরীত্য রয়েছে ওর মধ্যে। ওকে সহজে বুঝতে পারে না কেউ, ও নিজেও নিজেকে বুঝতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। একজন সত্যিকারের র‍্যাঞ্চার বলা যাবে না তাকে, ও নিজেও তা মনে করে কিনা কে জানে।

বিশেষ কারও সাথে তেমন না মিশলেও ভিনা থর্নটনের ব্যাপারে

boighar.com

ওর এক ধরনের অনুভূতি আছে। নিজের কাছে অস্বীকার করে না ও, মেয়েটা ওকে আকর্ষণ করে। ওর সামনে টুপি হাতে দাঁড়াতে ভাল লাগে ওর। ব্যাপারটা হয়তো ভালবাসা। তবে লুৎস সে-ব্যাপারে নিজের কাছে পরিষ্কার নয়। বেন থর্নটন বেঁচে থাকতে হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চে বারকয়েক গিয়েছিল সে প্রতিবেশী হিসেবে। তবে বেনের সাথে ওর সম্পর্কটা কখনও উষ্ণ হয়ে ওঠেনি। কেন যেন ওর ব্যাপারে বুড়ো থর্নটনের বিতৃষ্ণা অনুভব করেছে ও। ওর সাথে বেন কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি, তবে উৎসাহিত হয়ে ওঠার মত কোনও ভাবও দেখায়নি। একধরনের শীতলতা ছিল ওদের দুজনের মধ্যে। হয়তো বা উপেক্ষাও। এধরনের উপেক্ষা সহ্য করার মানুষ ও নয়। কিন্তু ভিনা থর্নটন কিংবা হ্যাকামোরের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠার মত তেমন কোনও উৎসাহ পায় না ও নিজের মধ্যে। তবে সেটা ভেতরের ব্যাপার। বাইরে থেকে দেখে ওকে কখনও হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হয়নি। বরং লোকের মধ্যে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের একাধিপত্যে যারা বাগড়া বসাতে চায়, লুৎস নিজেও তাদের একজন।

ম্যাক র‍্যামন লুৎসের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। শান্ত মুখে প্রস্তাবটা শুনেছে ও। সাথে সাথে কোনও জবাব দেয়নি। বিবেচনা করে দেখছে। ওর চোখে-মুখে কৌতুকের ছটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ম্যাক। ওর মনের ভাব আঁচ করার চেষ্টা করছে।

'তুমি আমাকে বোকা ঠাউরেছ নাকি, র‍্যামন?' অবশেষে বলল। 'তুমি আমাকে যা করতে বলছ, ওটা একটা জুয়া খেলা। এ-খেলায় আমি সব কিছু হারাতে পারি, গায়ের চামড়াসমেত। বিনিময়ে তোমার কাছে কী পাচ্ছি? শুধুই নৈতিক সমর্থন?'

'জুয়া খেলা? বলতে পারো,' অস্বীকার করল না ম্যাক। 'কিন্তু দানটা কত বড় খেয়াল করেছ? পুরো হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ। বেন থর্নটন বেঁচে থাকতে তুমি খাপে খাপে থাকতে কোথায় একটু খাবলা বসানো যায়। আর এখন পুরো র‍্যাঞ্চটাই পড়ে আছে কবজা করার

জন্যে। বেনের মৃত্যুর সাথে সাথেই হ্যাকামোরের সব শক্তি শেষ। একদম নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখন কেউ একটু সাহস করে ধাক্কা দিতে পারলে পুরোটাই ওর পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু অবাক হচ্ছি, এখন তুমি আর তাতে আগ্রহী নও। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, লুৎস।'

চোখে-মুখে ফুটে ওঠা কৌতুকের হাসি আরেকটু স্পষ্ট হলো লুৎসের। 'আমি তাতে অবাক হচ্ছি না। কারণ মাঝে মধ্যে আমি নিজেও আমাকে বুঝতে পারি না। তবে একটা কথা ঠিক বলেছ, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আমি আর আগ্রহী নই।'

হাল ছাড়ল না ম্যাক। 'দেখো, তোমাকে আমি সবকিছু খুলে বলেছি, কিছুই গোপন করিনি। তুমি হয়তো ভাবছ, এতে আমাদের লাভ কী? আছে, লাভ আছে। আমার মা, রাফ থর্নটনের স্ত্রী হিসেবে ওই পরিবারের একজন। এটা আইনসঙ্গত, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। রাফের স্ত্রী হিসেবে ওর একটা অধিকার আছে। ওর স্বামীর সম্পত্তিতে ওরও অর্ধেক অংশীদারিত্ব।'

কাঁধ ঝাঁকাল লুৎস। 'এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। তুমি একটু আগে বলেছ, বেন কিছুই দিয়ে যায়নি রাফকে। হ্যাকামোরে ওর কোনও অধিকার নেই।'

'সেটাই তো আসল কথা,' সোৎসাহে বলল ম্যাক। 'খোদার কসম, বেনকে আমি কখনও পছন্দ করতাম না। ব্যাটা ছিল বজ্জাতের ধাড়ি। পা দুটো অচল হয়ে গেলেও হ্যাকামোরের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল। ওকে ঘাঁটানোর সাহস ছিল না কারও। কিন্তু ভিনা? ও স্রেফ মেয়েমানুষ, তাও বাচ্চা মেয়ে। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে পুরোপুরি আনাড়ী। আমার মা যখন নিজের অধিকারের প্রশ্নে ওর মুখোমুখি দাঁড়াবে, স্রেফ কেঁচো হয়ে যাবে। তার আগে ওকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে। সে-কাজটা করবে তুমি। বিনিময়ে আমরা দুজনে হ্যাকামোর থেকে যখন যা চাই, তা-ই পাব।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিল লুৎস। ম্যাকের মাথার ওপর দিয়ে

boighar.com

সামনে তাকাল। ম্যাকের মনে হলো, লোকটা ওর মাথার ওপর এমন কিছু দেখছে, যা ও কখনও দেখতে পাবে না। এরপর লুৎস যখন সোজা হয়ে বসে ওর দিকে তাকাল, তখন ওর চোখ থেকে আগের সে কৌতুকের হাসি মিলিয়ে গেছে।

'তুমি বলেছ একসময় হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর খাবলা বসাতে চাইতাম আমি,' মৃদুস্বরে বলল লুৎস। 'কথাটা ঠিক। হ্যাকামোর ছিল তখন বেন থর্নটনের। ওই লোকের সাথে আমার ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা ছিল না। ও ছিল একজন পুরুষ, সম্ভবত তখনকার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ পুরুষ। ওর র‍্যাঞ্চে খাবলা মারতে গেলে রুখে দাঁড়াত ও। সুতরাং ওকে ঘাঁটাতে গেলে তার পরিণাম সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হত। তুমিও সেটা বুঝতে পারতে, তোমার চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী কারও বিপক্ষে দাঁড়ালে।

'কিন্তু এখন হ্যাকামোরের মালিক একজন মেয়ে, ধরতে গেলে বালিকাই। ও তোমার সৎ বোন। ফলে তোমার মতলব হচ্ছে ঝাপটা মেরে ওর সম্পত্তির অংশ বিশেষ এবং পারলে পুরোটাই কেড়ে নেয়া। তুমি...,' ম্যাকের চোখে চোখ রাখল লুৎস, স্পষ্টোচ্চারণে বলল, 'তুমি আসলে অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ, র‍্যামন। নেহাত ছোট লোক। আমি নিজে কোনও সুশীল সুবোধ নাগরিক নই। তবে এখন দেখা যাচ্ছে তোমার তুলনায় আমাকে সাধুসন্তই বলা উচিত। তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি র‍্যামন। ওঠো, এবং এ-মুহূর্তে দূর হও এখান থেকে। তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

কথা নয়, যেন লাথি। অন্তত ওই রকমই মনে হলো ম্যাকের। এরকম কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি ও অনিয়নের কাছে। ওর ধারণা ছিল অনিয়ন ত্যাঁদড় লোক। সহজে রাজি নাও হতে পারে। তৈরি ছিল ম্যাক, চাপাচাপি করলে না-হয় কিছু ডলার বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু এরকম রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে লোকটা, এভাবে অপমান করবে, বিশ্বাসই হচ্ছে না।

রাগে মুখ কালো হয়ে গেল ম্যাকের। কী মনে করে লোকটা

নিজেকে? বিরাট কিছু? সবচেয়ে সেরা? ওকে একটা শিক্ষা দেবার তাগিদ অনুভব করল সে। লোকটাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত, যার সাথে সে কথা বলছে, ও আসলে কোন পদের লোক।

কিন্তু এর বেশি আর এগোল না ওর চিন্তা। লুৎসের ঠাণ্ডা, নির্বিকার মুখ আর চোখের শীতল দৃষ্টি অনুভব করে নিজের ভেতর হঠাৎ জেগে ওঠা ভাবটা আপনাআপনিই মিলিয়ে গেল। ওই নিরাসক্ত মুখ আর ঠাণ্ডা চোখের মোকাবিলা যে ওর পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে কষ্ট হলো না ওর। কোনওরকমে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে, তারপর ওটাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ধুপধাপ শব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উঠোনে বাঁধা নিজের ঘোড়ায় চড়ল ও। লুৎসের সাথে সৌজন্য বিনিময়ের ধার ধারল না। জোরে স্পার দাবাল ঘোড়ার পেটে। অপ্রত্যাশিত গুঁতোয় ব্যথা পেয়ে চমকে উঠল ঘোড়া, গা ঝাড়া দিল। স্যাডল থেকে পড়ে যাবার দশা হলো অসতর্ক উত্তেজিত আরোহীর। লাগাম টেনে ধরে জোরসে চাবুক কষাল বাহনের মাথায়। 'চিঁহিঁ' স্বরে চেঁচাল ঘোড়াটা, দুর্ব্যবহারের কারণ বুঝতে না-পেরে নিজের মাতৃভাষায় আরোহীর মা-বাপ তুলে গাল দিল যেন।

স্যাগামোর ক্রীক পুবে রেখে লং কোলি রেঞ্জ ধরে ছুটল ও। ঘণ্টাখানেক পর সানডাউন র‍্যাঞ্চের পাশাপাশি ঝরনার কাছে চলে এল। ওখান থেকে ক্রীক ক্রসিং পেরিয়ে আরও সামনে গেলে ইন্ডিয়ান ফোর্ডের ট্রেইল।

ক্রীক ক্রসিং পর্যন্ত রাগের চোটে অন্ধের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ম্যাক। ক্রীকের কাছে পৌঁছে গতি হ্রাস করল। ঘোড়াটাকে নিজের গতিতে চলতে দিল ও। ক্রীকের পাশে ঘোড়া থামাল। স্যাডল থেকে ওটাকে পানি খেতে দিল ঝরনায়। আস্তে আস্তে রাগ কমে আসছে। পরের কর্মপন্থা কী হবে ভাবতে শুরু করল ও।

ওর একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এবার তা হলে অন্য উপায় খুঁজতে হবে। সেটা কী হতে পারে? জিল ফ্রাজির সাথে দেখা করা?

boighar.com

কিন্তু সেটা হবে অনেকটা আত্মঘাতের শামিল। এক ধরনের জুয়া খেলা। লোকটাকে কোনওভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। ভার্জিনিয়াও সম্ভবত রাজি হবে না ফ্রাজির সাহায্য নিতে। কিন্তু ওকে ছাড়া এরপর আর কার সাথে কথা বলা যাবে?

পানি খেয়ে মাথা তুলল ঘোড়াটা, ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল। ওর চোয়াল বেয়ে পানি ঝরছে।

বিকেল ঘনিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, তবে তাপমাত্রা কমেনি একটুও। গরমে হাঁসফাঁস করছে ম্যাক, ওর ঘোড়াটাও। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট বানাল ও। এগোল উইলো বনের ভেতর দিয়ে শহরগামী ট্রেইল ধরে। আরও এক মাইল গেলে সামনে একটা তৃণভূমি। ওখানে পৌঁছল ম্যাকের ঘোড়া। তৃণভূমিতে একটা ঘোড়া, নিজের ইচ্ছেমাফিক চলছে ওটা। ওটার পিঠে আরোহীকে চিনল ও। রস হুইলার।

চিন্তিত মুখে স্যাডলের ওপর বসে আছে রস। ঘোড়ার চলার সাথে সাথে ওর মুখ দুলছে ওপর-নীচ। একদম ওর কাছাকাছি না-হওয়া পর্যন্ত ম্যাকের উপস্থিতি টের পেল না রস। আচমকা চমকে উঠে মুখ তুলে দেখল সামনে ঘোড়াটাকে। আরোহীর দিকে একবারও না-তাকিয়ে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল।

'আরে আরে, কী করছ? থামো, থামো বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক। রস ওর দিকে চাইতে বলল, 'আবার টেনে এসেছ নাকি? কী ব্যাপার? তুমি এখানে কী করছ? অস্ত্র পেলে কোথায়?'

প্রচণ্ড উত্তাপ আর অনভ্যস্ত ঘোড়ার পিঠে কষ্টকর ভ্রমণ মাথা গুলিয়ে দিয়েছে রসের। ওর মদে জর্জরিত শরীর অতটা ধকল সইতে পারছে না। সে সাথে ম্যাকের আচমকা উপস্থিতি হঠাৎ ওর পাকস্থলীতে ভয়ের কামড় বসাল। ম্যাকের একের পর এক প্রশ্নে আরও ঘাবড়ে গেল লোকটা। কী জবাব দেবে ভাবতে গিয়ে আকাশ-পাতাল হাতড়াল কিছুক্ষণ। শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, 'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, ম্যাক। হতচ্ছাড়া এ-উপত্যকায় আর এক

মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার। ভাগছি আমি এখান থেকে। চিরতরে।'

স্যাডলের ওপর সোজা হয়ে বসল ম্যাক র‍্যামন, সতর্ক চোখে চাইল লোকটার দিকে। ওর মনের ভেতর এক হাজারটা পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল। 'চলে যাচ্ছ? কেন?'

'কেন সেটা তুমি নিজেও জান। এখন স্যাম স্লোপারও জেনে গেছে। আমি – আমি এখানে থেকে ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না। এক্ষুনি চলে যাব।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। এক মিনিট। কীসের ফাঁসিতে ঝোলার কথা বলছ বলো তো? কার? তুমি বলছ স্যাম স্লোপারও জেনে গেছে। কী জেনে গেছে?'

'বেনের ব্যাপারটা। বেন কার হাতে খুন হয়েছে ও জানে।'

'কীভাবে জানে ও? কে বলেছে ওকে?'

'আ-আমি বলেছি।'

'তুমি বলেছ!'

চুপ করে রইল রস। পরে বলল, 'তাতে কী আসে যায়? ও আগেই আন্দাজ করেছিল। ওই দুটো ছেলে, ডিন হালক আর টিন হিথ, ওরা ক্রীকে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। ওরাই অস্ত্রটা পেয়ে যায়। ওটা আমি কাজ সারার পর ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। অস্ত্রটা ওরা স্যামের কছে নিয়ে আসে। ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নেয় স্যাম। আমাকে অস্ত্র হাতে জেরা করতে শুরু করে। আমি প্রথমে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু স্যাম আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার হুমকি দেয়। ও আগেই বুঝে গিয়েছিল কাজটা কার হতে পারে। অগত্যা আমি ওকে বলে দিয়েছি।

'ও আমাকে রুপার্টের কাছে নিয়ে গিয়ে স্বীকারোক্তি নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। আচমকা ওর কাছ থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে পালিয়ে এসেছি এখন আমি চলে যাব। এ-হতচ্ছাড়া উপত্যকায় থেকে আমার

boighar.com

কোনও লাভ হয়নি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ম্যাক। হতাশ ও অস্থির দেখাচ্ছে লোকটাকে। ও একটা খুন করেছে। আবার রামছাগলের মত খুনের কথা স্বীকারও করেছে। ভেঙে পড়েছে সামান্য চাপের মুখে। জেরার চোটে পেট থেকে সব হড়বড় করে উগড়ে দিয়েছে। এর পরিণতি কী হতে পারে জানে সে, তারপরও নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি।

কিন্তু তাতে ম্যাকের কিচ্ছু আসত যেন না। সমস্যা হলো, ওর কথাতেই লোকটা বেন থর্নটনকে খুন করেছে। সামান্য একটুকরো জমির লোভ দেখাতেই খুন করতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু এখন পালাচ্ছে উপত্যকা ছেড়ে। জমির লোভও ওকে আটকাতে পারছে না। গাধামি করে ফেলেছে ম্যাক, মহা গাধামি। খুনটা ও নিজে করলেও পারত। কাকপক্ষীও টের পেত না কাজটা কার।

লোকটা কথা বলেছে। কতটুকু বলেছে কে জানে। হয়তো পুরোটাই। কিংবা বলেনি। কিন্তু না-বললেও তাতে উনিশ-বিশ হচ্ছে না। লোকটা একবার মুখ খুলেছে, আবারও যে খুলবে না, তার গ্যারান্টি নেই।

ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে ট্রেইলের ওপর নিয়ে গেল ম্যাক। ওর চোখ-মুখ কঠিন, নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছে তাতে। তবে হাসল সে। 'অবশ্যই, রস, অবশ্যই। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি। কথা বলার জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। তোমার অবস্থায় আমি নিজে হলেও হয়তো তা-ই করতাম। ঠিক আছে, গুড লাক।'

নিজের বাহনের ওপর সুস্থির হয়ে বসল রস। ম্যাকের হাত থেকে সহজে নিস্তার পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওর মুখে হাসি দেখে নিজেও হাসল। ওর ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল।

নিজেকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিল ম্যাক। তাকিয়ে রইল ম্যাক ওর পিঠের দিকে। বিশ ফুট আন্দাজ যেতেই গুলি করল, পরপর দু'বার।

গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠল রস। ঝাঁকি খেল শরীর। মুহূর্তমাত্র

বইঘর.কম

স্যাডলে রইল, তারপর গড়িয়ে পড়ল একদিকে। পিঠের বোঝা হালকা হতেই গতি বাড়িয়ে দিল গুলির শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা। ছুটে পালাল।

মাটিতে পড়ে থাকা রসের দিকে আরও কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ম্যাক পিস্তল হাতে। প্রয়োজনে আবার গুলি করবে। তবে প্রয়োজন হলো না। মাটিতে পড়েই মারা গেছে রস হুইলার।

পিস্তল খাপে ঢোকাল ও। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কান পাতল। তাকাল চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেছে। চারদিক সুনসান, নীরব। ঝাঁ ঝাঁ গরম। আলগা কোনও শব্দ পাওয়া গেল না কোনওদিক থেকে। একটু দূরে দেখা গেল রসের ঘোড়াটাকে। নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। একটু আগে কী ঘটেছে, বেমালুম ভুলে গেছে।

শেষবারের মত চারদিকে ফের সতর্ক চোখ বুলিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ম্যাক। আগে ভেবেছিল শহরে যাবে রস হুইলারের কাছে। কিন্তু এখন ঘটনা মোড় নিয়েছে অন্য দিকে। জিল ফ্রাজির স্পার লেআউটের ট্রেইল ধরল ও।

বারো

ব্যস্ত মহিলা মিসেস হিথ। সারাদিন হোটেলের কাজ নিয়ে থাকে। ধোয়া মোছা থেকে শুরু করে খদ্দেরদের আদর-আপ্যায়ন, খাবার তৈরি আর পরিবেশনের কাজে দম ফেলার সময় থাকে না। এ ছাড়াও খদ্দেরদের নানারকম চাহিদা তাকে মেটাতে হয়।

ইন্ডিয়ান ফোর্ড শহর এখন গরমে তেতে আছে আগুনের মত। রাস্তায় লোকজন নেই, সবাই যার যার ঘরে কাটাচ্ছে সময়টা। কিন্তু

boighar.com

বিশ্রাম বলতে নেই মিসেস হিথের। এ-মুহূর্তে হাতে একটা গ্রোসারি ব্যাগ ঝুলিয়ে স্যাম স্লোপারের দোকানে যাচ্ছে।

কেউ নেই দোকানে। তবে তাতে অসুবিধে নেই। নিয়মিত খদ্দের হিসেবে মিসেস হিথ জানে, কোন্ জিনিসটা কোত্থেকে নিতে হবে। নিজের চাহিদা মত সওদা নিয়ে কাউন্টারের ওপর জড়ো করছে ও। আশা করছে, ওর সাড়া পেয়ে ভেতরে বিশ্রামরত স্যাম বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি। কিন্তু দরকারী সব জিনিস নিয়ে কাউন্টারে জড়ো করার পরও যখন দোকানদারের আগমন ঘটল না, ভুরু কুঁচকাল ও। গলা চড়িয়ে ডাকল দোকানদারকে, সাড়া পেল না। আবার ডাকল আরও জোরে। এবারও জবাব পেল না।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তিতে বিড়বিড় করল। 'নির্ঘাত ক্যানিয়ন হাউসে গেছে ব্রেইরির ওসব ছাইপাঁশ গেলার জন্যে।'

দরজার কাছে গিয়ে বাইরে গলা বাড়াল ও। রাস্তার ওপর চোখ বুলাল। বিনি হালককে দেখল সেলুন থেকে বেরোতে। হাত নাড়ল। আস্তাবল মালিক তাকাতেই ইশারায় ডাকল।

কাছে এল আস্তাবল মালিক। 'বিনি,' বলল মিসেস হিথ। 'তুমি কি দয়া করে স্যামকে একটু ডেকে নিয়ে আসবে? আমার অত সময় পড়ে নেই যে, সারাদিন ওর জন্যে অপেক্ষা করব।'

আস্তাবল মালিক মাথা নাড়ল। 'স্যাম ক্যানিয়ন হাউসে যায়নি, মিসেস হিথ। তুমি দেখো, ও ভেতরেই আছে। ও নইলে রস হুইলার।'

'থাকতে পারে। তবে আমি ডেকে কারও সাড়া পাইনি।'

'অয়্যার হাউসের ভেতরে দেখি তা হলে। ওখানে হয়তো থাকতে পারে।'

সরু পথ ধরে ভেতরে যেতে যেতে স্যাম স্লোপারের শোবার ঘরের দিকে তাকাল বিনি। রস হুইলার যে-ঘরে থাকে, সেটাও দেখল। দুটো ঘরই খালি। আরেকটু এগিয়ে অয়্যার হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ভেতরে দেখল। স্যাম স্লোপারের অস্পষ্ট অবয়ব

চোখে পড়ল ওর আধো অন্ধকারে। একটা প্যাকিং বক্সের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্লোপার ক্লান্ত ভঙ্গিতে। মাথা ঠেকে আছে বক্সের সাথে। চোখদুটো বোজা। মুখ, মাথা রক্তাক্ত। চুল বেয়ে গড়াচ্ছে ঘাড়ে, গলায়।

'স্যাম,' সত্রাসে চেঁচাল বিনি। 'হায় খোদা! কী হয়েছে তোমার?'

অবসন্ন, ম্রিয়মাণ গলায় সাড়া দিল স্যাম; 'আমাকে একটু ধরো, বিনি। আমার ঘরে নিয়ে যাও।'

ঘাড়ের ওপর এক হাত দিয়ে অপর হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে আস্তাবল মালিক। চেঁচিয়ে ডাকল, 'মিসেস হিথ, তাড়াতাড়ি এদিকে আসো।'

ডাক শুনে ছুটে এল মিসেস হিথ। স্যামকে দেখে আঁতকে উঠল, 'হায়, হায়! কী হয়েছে ওর?'

'জানি না। ওর মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। ওকে ওর বাঙ্কে নিয়ে শুইয়ে দিতে হবে আগে।'

দুজনে প্রায় ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওকে শোবার ঘরে। বাঙ্কে শুয়ে দিল। 'জেফ রুপার্ট,' ক্ষীণস্বরে বলল স্যাম। 'জেফ রুপার্টকে আগে ডেকে আন। ওর সাথে কথা আছে আমার। জরুরী।' চোখ বুজল ও। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এ কয়টি শব্দ উচ্চারণ করতে হাঁফিয়ে উঠেছে ও।

আহতের দেখাশোনার দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিল মিসেস হিথ। বিনিকে বলল, 'তুমি যাও, বিনি। আঙ্কেলকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি এদিকে দেখছি।'

ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল বিনি হালক আঙ্কেল রুপার্টের খোঁজে। আহতের পরিচর্যায় লেগে গেল মিসেস হিথ। নিজের কাজকর্মের কথা বেমালুম ভুলে গেছে

ঘরের কোণে বালতি ছিল একটা, আধাভর্তি। একটা তোয়ালে খুঁজে নিয়ে ওটাকে চুবিয়ে নিল বালতির পানিতে। স্লোপারের ঘাড় আর গলা থেকে রক্ত মুছে নিল সযতনে। মাথার ক্ষত পরিষ্কার করে

boighar.com

ভেজা ন্যাকড়া জড়াল তাতে। চোখ খুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লিষ্ট হাসি হাসল স্যাম। 'আগের চেয়ে অনেকটা ভাল লাগছে, ম্যাম। ইয়ে...কাবার্ডে হুইস্কির বোতল আছে। ওখান থেকে সামান্য একটু দাও। এক ঢোঁক...'

বোতল খুঁজে বের করল মিসেস হিথ। একটা গ্লাসে করে এক আঙুল হুইস্কি দিল। এক নিঃশ্বাসে হুইস্কিটুকু সাবাড় করল স্যাম। তারপর মুখ মুছে বালিশে হেলান দিল। ওর মুখে আস্তে আস্তে রঙ ফিরে আসতে লাগল।

বিনি হালক আর আঙ্কেল জেফ দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল এ-সময়। দোকানদারকে দেখে গুঙিয়ে উঠল জেফ। 'একী! কী হয়েছে তোমার। হুইস্কির গন্ধ পাচ্ছি যেন।' নাক কুঁচকাল। 'স্যাম, শেষ পর্যন্ত তুমিও এই বুড়ো বয়সের...' আহত শোনাল জেফের গলা।

'না না,' তাড়াতাড়ি দোকানদারের পক্ষে সাফাই গাইল মিসেস হিথ। 'স্যাম মদ খেয়ে মাতাল হয়নি। আমি ওকে সামান্য হুইস্কি দিয়েছি একটু চাঙা হয়ে ওঠার জন্যে। ওটা দরকার ছিল ওর, মি. রুপার্ট।'

ব্যাখ্যাটা সন্তোষজনক মনে হলো রুপার্টের কাছে। ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করল না আর। স্যামের ওপর ঝুঁকল। 'স্যাম, ঠিক কী ঘটেছে, বলো তো? আমি পুরোটা শুনতে চাই।'

'বলব। সেজন্যে ডেকেছি তোমাকে। এখন না, একটু পরে। আগে ধাতস্থ হবার সময় দাও।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। তবে স্যাম বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখল না ওদের। একটু পরে বলতে শুরু করল পুরো ঘটনা, 'রস অবশ্য অস্বীকার করতে চেয়েছিল প্রথমে। কিন্তু আমার মনে হলো ও সত্যি কথা বলছে না। তাই আটকে রেখেছিলাম। কোণঠাসা হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে সবকিছু। বলেছে, ম্যাকের কথায় ও বেনকে খুন করেছে। ম্যাক ওকে লং কোলিতে ওর কথিত জমিটা ফিরিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল। আমি ওর কাছে লিখিত স্বীকারোক্তি

বইঘর.কম

আদায় করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ব্যাটা ভয়ে একদম কেঁচো হয়ে গিয়েছে। যা বলি, তা-ই শুনবে। কিন্তু ভুল করেছিলাম। ও আচমকা থাবড়া মেরে আমার হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দেয়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেই তুলে নেয় ওটা। নেহাত কপাল জোরে বেঁচে গেছি। ও আমাকে খুনও করে ফেলতে পারত। কিন্তু তা না-করে কেবল মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে চলে গেছে। কোথায় গেছে, জানি না।'

'ও তা হলে ম্যাকের নাম বলেছে? বলেছে, ম্যাকের প্ররোচনায় প্রলোভিত হয়ে বেনকে খুন করেছে?' জেরা করল জেফ রুপার্ট।

'ঠিক তা-ই। ওর কথা আমি বিশ্বাস করেছি। ওর তখন ভয়ে কাপড়চোপড় নষ্ট করার মত অবস্থা। ওই অবস্থায় কেউ মিছে বলতে পারে না। আমি ওকে দোষ দিচ্ছি, জেফ, কাজটা করার জন্যে। কিন্তু ওর চেয়ে বেশি দোষী ওই র‍্যামনটাই। ওই ফুসলিয়ে ওকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে। আসল খুনী র‍্যামনই।'

দরজার দিকে মুখ ফেরাল জেফ। 'সবাইকে জানাতে হবে কথাটা। বিনি, এ-মুহূর্তে আমার একটা বাকবোর্ড চাই, ঘোড়াসহ।' স্যামের দিকে মুখ ফেরাল ফের। 'ঠিক আছে, স্যাম। ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার একটু বিশ্রাম দরকার,' ক্লিষ্টস্বরে বলল স্যাম। 'তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' চোখ বুজল ও।

সানডাউন র‍্যাঞ্চ হাউসের বিশাল উঠানে নিজের প্রিয় বেঞ্চিখানায় বসে আছে ডেলা সেবাস্তিয়ানা আরগুয়েলো। নিত্যকার মত সেলাইয়ে ব্যস্ত। সেলাইয়ের সাথে সাথে গল্প করছে আরগুয়েলো। পুরানো দিনের গল্প। এই স্যাগামোর ভ্যালিতে যে সময় সান ডাউন ছিল সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, সেসব দিনের গল্প। তখন সানডাউন র‍্যাঞ্চের আতিথেয়তা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। কত মানুষ যে আসত আর যেত, তার লেখাজোখা ছিল না। দরাজ দিলের মানুষ

boighar.com

ডন এমিলিওর দুয়ার থেকে কেউ কখনও বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। বিশাল বাঙ্ক হাউস গম্ গম্ করত অগণিত কাউবয়ে। স্টকে ছিল হাজার হাজার গরু। রাউন্ড আপের সময় কর্মীর সংখ্যা আরও বাড়ত। টকটকে লাল, সোনালি আর ঘোর কালো রঙের সিলকের পোশাকপরা ডনের পেছনে থাকত সব সময় একদল তুখোড় ভ্যাকুয়েরো, ডনের মুখের একটি কথায় জীবন দিতে পারত যারা। বাইরের সব কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল ডন, আর ভেতরে আরগুয়েলো। যুবতী, সুন্দরী। যে কোন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি আবর্তিত হত ওকে ঘিরে। সত্যি, দিনগুলো ছিল তখন সূর্যকরোজ্জ্বল, শান্তিময় এবং রোমাঞ্চে ভরা।

বলতে বলতে হাত থেমে যায় সেবাস্তিয়ানার। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে থাকে পুরানো দিনের সুখস্মৃতির আভায়। চোখের কোণে চিক চিক করে ওঠে এক বিন্দু জল। দুটো আঙুল দিয়ে অভিজাত ভঙ্গিতে চট করে চোখের কোণা মুছে নেয় আরগুয়েলো। হাসে। 'বোকা বুড়ির কথায় কিছু মনে কোরো না, মেয়ে। সময় কারও জন্যে সমান যায় না। অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে বর্তমানের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ভবিষ্যৎও। তাই না?'

ওর পায়ের কাছে বসে চুপচাপ গল্প শোনে সেরিনা ম্যুর। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে প্রাচীন অভিজাত বুড়ির দিকে। অতীতের গল্প শুনতে নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ডেলা সেবাস্তিয়ানার সমান না হোক, কাছাকাছি ওইরকমের কিছু একটা। সেরকম সূর্যকরোজ্জ্বল, শান্তিপূর্ণ, রোমান্টিকতায় ভরা। 'রূপকথার মত লাগছে, আরগুয়েলো,' বলল সে। 'তুমি নিশ্চয় খুব সুখে ছিলে তখন, তাই না?'

'এখন যেরকম।' মাথা দোলাল সেবাস্তিয়ানা। 'সুখ, বাছা, তোমার নিজের ভেতর। তুমি যেরকম ভাল, ঠিক সেরকমই।' হাসল মেয়েটার দিকে চেয়ে। 'তুমি খুব সুন্দর, চমৎকার মেয়ে। তোমার চুলগুলো সোনার মত উজ্জ্বল, মসৃণ, পেলব।'

মেয়েটার দিকে দারুণ মমতায় একটা হাত বাড়াল সেবাস্তিয়ানা, লজ্জায় রাঙা মুখে ওর হাতটা নিজের মুঠোয় নিল সেরিনা, মুখের কাছে নিয়ে চুমু খেয়ে চিবুকের সাথে ঠেকাল।

উঠানের এক দিকে বাচ্চারা খেলছে হৈচৈ করে। এতবড় বাড়ি, আর এরকম উঠান তাদের জন্যে নতুন অভিজ্ঞতা। নিশ্চিন্তমনে চেঁচাচ্ছে ওরা, বারণ করছে না কেউ। ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে শুনতে মাথা দোলাল সেবাস্তিয়ানা। হাসল। 'বাচ্চাদের এরকম হৈচৈ কতদিন শুনিনি। *মিগুয়েলিটো* তোমাদের নিয়ে এসেছে বলে শুনতে পাচ্ছি। ভালই করেছে ছেলেটা।'

করালে জন, ম্যুর আর জিম বেলেট ঘোড়ার পায়ে নাল পরাচ্ছে। দারুণ কষ্টের কাজ। জিম চাইছে মনে মনে, বড়দের বাকি কাজটা সারার জন্যে রেখে নিজে উঠে যেতে। তবে লজ্জায় পারছে না। সুখের বিষয়, কাজটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

করালের বাইরে ওর বাবা মাইক বেলেট দাঁড়িয়ে। একটু পরে জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ট্রেইল ধরে আসা হিন মেইন্সকে দেখাল আঙুল তুলে।

একটু পরেই হিন মেইন্স এসে পৌঁছল ওদের কাছে। 'আঙ্কেল জেফ তোমাকে শহরে যেতে খবর পাঠিয়েছে, জন। কথা আছে তোমার সাথে।'

'কোন ব্যাপারে?'

'বেন থর্নটনকে গুলি করার ব্যাপারে। জানা গেছে, রস হুইলারই নাকি করেছে কাজটা। আর ম্যাক র‍্যামন ওকে ফুসলিয়েছে তা করতে।'

'কী বলছ তুমি!' হতভম্ব দেখাল জনকে। 'ওরা কীভাবে জানল যে, রসই কাজটা করেছে?'

'রস স্বীকার করেছে স্যামের কাছে। এরপর ওর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে পালিয়েছে শহর থেকে।'

'মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে স্যামের?'

'ঠিক তাই। তবে স্যামের অবস্থা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেরে উঠবে।'

ম্যুরের দিকে তাকাল জন। 'কাজটা তোমরা তিনজনে শেষ করতে পারবে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যুর। পারবে।

খুব বেশি সময় নিল না জন তৈরি হতে। হাত-মুখ ধোয়া, জামা পরা এবং ডেলাকে ঘটনাটা বলার কাজে মাত্র পাঁচ মিনিট ব্যয় করল। ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ক্রীক ট্রেইল ধরল। তারপরও শহরের পথটাকে আজ ওর কাছে অনেক দূর মনে হচ্ছে। মেইন্সের মুখে ঘটনা যেটুকু শুনেছে, তাতে ওর বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে, বেন থর্নটনকে রস হুইলারই খুন করেছে। ওর জায়গায় ম্যাক র‍্যামন হলে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যেত। কিন্তু রস হুইলারের চলাফেরা এবং ভাবনা-চিন্তা এতই শ্লথ যে, ওকে স্রেফ অপদার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। অথচ সে লোকই কিনা বেন থর্নটনের মত লোককে গুলি করে হত্যা করেছে! ভাবাই যায় না।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, সূর্য নেমে গেছে পশ্চিমে সিডার রিমের ওপাশে। লাল রঙ ধারণ করছে আকাশ আস্তে আস্তে। গাছগাছালির ছায়া গাঢ় হয়ে আসছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে মৃদুমন্দ লয়ে, তাতে ঝরনা থেকে আসা ভেজা মাটির ঘ্রাণ। পাহাড়ের গায়ে ধোঁয়াটে ছায়া, জমাট বাঁধছে।

এখানে সেখানে গবাদি পশুর ইতস্তত বিচরণ। সরু ট্রেইল বেয়ে ওদের কারও কারও প্রায় গা ঘেঁষে যাচ্ছে জন। তেমন একটা পাত্তা পাচ্ছে না কারও কাছে। ওকে নিয়ে আলাদাভাবে মনোযোগী হবার মত উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না কারও মধ্যে। বড় জোর মাথা তুলে এক নজর দেখে নিচ্ছে সন্দেহপ্রবণ টাইপের কোন ষাঁড়। কিন্তু ঘোড়া এবং মানুষ দেখে অভ্যস্ত তাদের মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।

আরও কিছুদূর যেতেই একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করল

বইঘর.কম

জন। এখানে গরুগুলোকে কিছুটা অস্থির দেখাচ্ছে। যেন কিছু একটা দেখে উত্তেজিত। নাক ঝাড়ছে ওরা মাঝে মধ্যে অস্বস্তি ভরে, চোখ টেরে চাইছে জনের বাহন আর ওর দিকে। কোন কারণে ভয় পেয়েছে ওরা, অনুমান করল জন। সতর্ক হয়ে উঠল, ঘোড়ার দিকে নজর দিল; জানে, সামনে অস্বাভাবিক কিছু থাকলে ওর ঘোড়াটাই তা টের পাবে।

স্টিরাপের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল জন, সামনে তাকাচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখে। আচমকা ট্রেইলের ওপর কিছু একটা দেখল সে। অন্ধকার জমাট বেঁধেছে জিনিসটার গায়ে। ঠিকমত ঠাহর করতে পারল না। তবে মানুষের অবয়ব বলে মনে হলো জিনিসটাকে। শুয়ে আছে ট্রেইলের ওপর লম্বা হয়ে। মড়া।

ঘোড়াটা অস্থিরভাবে নাক ঝাড়ল। আলতো হাতে চাপড় মেরে ওটাকে আশ্বস্ত করল ও। অবয়বটার পাশে গিয়ে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ম্যাচ জ্বালাল। মানুষটার মুখের কাছে নিল আলোটা। রস হুইলার। অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল ও।

ও যখন শহরে পৌঁছাল, তখন সবেমাত্র বাতি জ্বলে উঠেছে দোকানপাটে। সোজা আঙ্কেল জেফের অফিসে গিয়ে ঢুকল জন। জেফ এবং বিনি হালক দুজনে আছে অফিসে। পায়চারী করছিল জেফ। জনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরমুহূর্তে শুরু করল, 'একগাদা কাজ পড়ে রয়েছে, জন। কিন্তু কোত্থেকে কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম আমি নিজেই শুরু করব। কিন্তু বিনির মুখে ঘোড়ার খবর শোনার পর স্রেফ স্তব্ধ হয়ে গেছি।'

'ঘোড়া? কীসের ঘোড়ার কথা বলছ?'

'স্যামকে মাথায় আঘাত করে রস হুইলার পালিয়েছে শহর ছেড়ে। বিনির আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করেছে। তুমি কীভাবে বিশ্বাস করবে, জন? রস হুইলারের মত অপদার্থ বেন হুইলারের দিকে খুন করার জন্যে অস্ত্র উঁচাতে পারে? আবার স্যাম স্লোপারকে কাবু করে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওর মাথায় মেরে অন্যের আস্তাবল থেকে

boighar.com

ঘোড়া চুরি করে শহর ছেড়ে পালাতে পারে?'

'সেটা অসম্ভব কিছু না। মানুষকে অপদার্থ ভাবাটাও ঠিক না। কে কখন কী করতে পারে, সে নিজেও জানে না। কিন্তু এখন সমস্যাটা কী?'

'এখন সমস্যা হলো...আরে, সমস্যা হত না, যদি না বিনির চুরি হয়ে যাওয়া ঘোড়াটা আস্তাবলে ফিরে আসত। ধরা যেত, ওটায় চড়ে পগাড় পার হয়ে গেছে হুইলার। কিন্তু একটু আগেই ফিরে এসেছে ঘোড়াটা। স্যাডল খালি, লাগাম লুটাচ্ছে মাটিতে। আরোহীর বোধহয় আচমকা পাখা গজিয়েছে। উড়ে চলে গেছে। ব্যাপারটার আগামাথা বুঝতে পার?'

'পারি,' মৃদুস্বরে বলল জন। 'রস হুইলারকে খুন করা হয়েছে। পেছন থেকে গুলি করে। পরপর দুবার। ক্রীক ট্রেইলে ওর লাশ পড়ে আছে।'

পায়চারীর গতি বেড়ে গেল আঙ্কেল জেফের। 'খুব খারাপ, খুব খারাপ!' মৃদুস্বরে বিড়বিড় করল। 'দুনিয়ার হলোটা কী? ওকে আবার কে খুন করল?'

'সহজ হিসেব। ওর মুখ বন্ধ করতে পারলে যার লাভ সে-ই করেছে খুনটা।'

থমকে দাঁড়াল জেফ। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল জনের দিকে। 'তার মানে...তুমি ম্যাকের কথা বলছ?'

'আর কী হতে পারে, তুমিই বলো?'

'যুক্তিসঙ্গত অনুমান,' মাথা দোলাল জেফ। 'ও জানে না, রস এর মধ্যে ওর নাম বলে দিয়েছে। তা-ই যাতে ভবিষ্যতে কাউকে বলতে না-পারে, সে জন্যে সুযোগ বুঝে কাজ করে ফেলেছে। যুক্তিসঙ্গত অনুমান, খুবই যুক্তিসঙ্গত।'

'হিন মেইন্স বলেছে, রস কাজটা আজ বিকেলে করেছে। কাজটা করে পালাচ্ছিল ক্রীক ট্রেইল ধরে। ঠিক একই সময়ে অপর দিক থেকে শহরে আসছিল ম্যাক র‍্যামন কিংবা অন্য কেউ। ম্যাকের নাম

বলছি, কারণ সে ছাড়া রস হুইলারকে খুন করে কার কী লাভ? তাও পেছন থেকে?'

'আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই,' ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল জেফ। 'হ্যাঁ, ম্যাক র‍্যামনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই আমি। ওর কাছে জবাব চাইব।'

'তার আগে ওকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলল বিনি। 'আজ সকালে ও শহর ছেড়ে গেছে। ফেরেনি এখনও। এখন কোথায় আছে কে জানে?'

'গোলো যদি শহরে থাকত, তা হলে ও হয়তো খুঁজে বের করতে পারত,' বলল জন।

'গোলো শহরে আছে,' জানাল বিনি হালক। 'ভিনাকে নিয়ে এসেছে।'

'ভিনা কী করছে শহরে?' চকিত পশ্ন জনের। 'র‍্যাঞ্চে কোন সমস্যা?'

'না, র‍্যাঞ্চে কোন সমস্যা নয়। আসলে ওকে আমিই খবর দিয়ে আনিয়েছি। পরিস্থিতির যাথাসম্ভব কাছাকাছি থাকা উচিত ওর। তা ছাড়া ভার্জিনিয়া থর্নটনের মুখোমুখি হতে হবে ওকে।'

লিভ ওক হোটেলে সাপার সারল ওরা। দরজার কাছে জনের দিকে ঘাড় ফেরাল আঙ্কেল জেফ। 'আমরা রস হুইলার যেখানে পড়ে আছে সেখানে যাব। বিনির বাকবোর্ড কি ওখানে যেতে পারবে, জন?

'পারবে,' মাথা দোলাল জন। বিনির দিকে চাইল। 'বিনি, তুমি গোলোকে খুঁজে বের করে বোলো, আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই।'

দরজার বাইরে এসে পৃথক হয়ে গেল ওরা। বিনি হালক নিজের কেবিনে গেল, আঙ্কেল জেফ আর জন গেল ভিনার কাছে।

হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে আছে ভিনা। জন আর আঙ্কেল জেফ গিয়ে ওর টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার দখল করল।

ওদের দেখে মৃদু হেসে অভিবাদন জানাল ভিনা। অপূর্ব লাগল

boighar.com

ওর হাসিটা জনের কাছে। এখন যতবারই ওর সাথে ভিনার দেখা হচ্ছে, ততবারই মেয়েটার মধ্যে একটা না একটা মুগ্ধ হবার মত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছে ও।

'তোমাদের দেখে খুশি হয়েছি,' বলল ভিনা। 'এ-মুহূর্তে আ-আমার এমন কাউকে দরকার, যে-যারা আমার বন্ধু। পরিস্থিতি খুব ভয়ঙ্কর, তাই না?'

'পরিস্থিতি ভাল নয়, ভিনা,' ওর সঙ্গে একমত হলো জন।

'লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ এবং সবশেষে নিষ্ঠুর রক্তপাত। কে ভেবেছিল রস হুইলার এমন কাজ করতে পারে? তারচেয়ে খারাপ কথা, পুরো ঘটনাটা ম্যাকের ইঙ্গিতেই ঘটেছে। দাদু ওকে এজন্যেই পেলেপুষে বড় করে তুলেছিল! জন,' গলা ধরে এল ভিনার। 'মানুষ কী করে এমন হয়?'

'কিছু কিছু মানুষ, ম্যাম,' ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল জন। 'সব মানুষ নয়। যারা হয়, শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশের জন্যেই চরম ফল অপেক্ষা করে। রস হুইলার তার ফল এরই মধ্যে পেয়ে গেছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে চাইল ভিনা। 'রস হুইলার পেয়ে গেছে! মানে তুমি বলছ...

'মারা গেছে ও। খুন,' ওকে জানাল আঙ্কেল জেফ। 'জন শহরে আসার পথে ক্রীক ট্রেইলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছে ওকে। না, ও খুন করেনি। ওই কাজটা আগেই অন্য কেউ সেরে ফেলেছে। পেছন থেকে পর পর দুবার গুলি করা হয়েছে।'

তথ্যটা একদম অপ্রত্যাশিত। হজম করতে সময় লাগল ভিনার। পরে বলল, 'হয়তো একেই বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। কিন্তু কাজটা করল কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আঙ্কেল জেফ। 'আমি আর জন একটা অনুমানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। অনুমানটা যুক্তিসঙ্গত। কাজটা ম্যাক র‍্যামনের।'

বইঘর.কম

ভুরু কুঁচকাল ভিনা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। বুঝতে দেরি হলো না। মাথা দোলাল। 'একই র‍্যাঞ্চে এক সাথে বড় হয়েছি আমরা। ওকে আমি চিনি। ও নীচমনা, কুটিল। তবু ও যে এরকম জানোয়ারের মত কাজ করবে, এটা আশা করতে পারিনি।'

'জানোয়ারের চেয়েও খারাপ,' মন্তব্য করল আঙ্কেল জেফ। 'এটা সম্ভবত শৈশবের শিক্ষা। বেনের তত্ত্বাবধানে আসার আগে পাওয়া।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। বিনা তাতে সায় দেবার আগেই দেখল ভার্জিনিয়া থর্নটনকে। হোটেলে ঢুকেছে মহিলা। দূরে কোনার দিককার একটা চেয়ারে বসেছে। 'আমি অতটা কড়াভাবে ওই মহিলার বিচার করতে চাই না। কিন্তু দিন যত যাচ্ছে, ততই ওর সত্যিকার রূপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। ওকে এখন র‍্যাঞ্চ হাউসের অনাহূত একজন ছাড়া আর কিছু ভাবতে কষ্ট হয় আমার।'

'ওর সাথে অনেক সময় কাটাতে হয়েছে তোমাকে। এর মধ্যে দু-একটা ভাল সময়ের স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করো,' পরামর্শ দিল আঙ্কেল জেফ। 'তখন হয়তো অতটা খারাপ নাও লাগতে পারে। তবে কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে যেয়ো না।'

সাপার দেয়া হলো ওদের টেবিলে। আলোচনা স্থগিত রেখে খেতে শুরু করল ওরা। ডিনার খাচ্ছে, তবে মনে হচ্ছে খাওয়ার চেয়ে ভাবছে বেশি। জন খাচ্ছে প্রায় গ্রোগ্রাসে। ভীষণ খিদে পেয়েছে ওর। তবে পেট ভরানোর সাথে সাথে মনও ভরাচ্ছে সে সামনে টেবিলের ওপাশে ভিনার উপস্থিতি অনুভব করতে করতে। মাঝে মাঝে ওর ওপর চোখ চলে যাচ্ছে ওর। দু'একবার চোখাচোখিও হচ্ছে। মৃদু হাসছে ওরা দুজনেই। তবে সে হাসি সৌজন্য বিনিময় নয়, তারচেয়ে বেশি কিছু।

ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ডাইনিং হল। আলো প্রতিফলিত হচ্ছে মাঝে মাঝে ভিনার সোনালি চুলে। ঝিক করে উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ অপরূপ লাগছে মেয়েটাকে, রহস্যময়ী মনে হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটার উপস্থিতি ওর কাছে সুদৃশ্য ছবি আর সুশ্রাব্য

boighar.com

সঙ্গীতের মত দ্যোতনাময়।

টেবিলের পাশে একটা পায়ের শব্দ এসে থামল। মুখ তুলল জন। ভার্জিনিয়া থর্নটন। মহিলার দৃষ্টি ভিনার ওপর।

'একটা গুজব কানে এসেছে আমার,' কোন রকম সম্বোধন ছাড়াই কাঠখোট্টা গলায় বলল। 'তোমার দাদুকে নাকি খুন করেছে রস হুইলার। বলা হচ্ছে, এতে নাকি আমার ছেলেও জড়িত। কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি। আমি আমার ছেলেকে বিশ্বাস করি।'

শান্ত, স্থির দু'চোখ তুলে সৎমার দিকে তাকাল ভিনা। মহিলার চোখে সে পুরানো বিরাগ, বিরোধীভাব। ভিনা এর সাথে ভাল করেই পরিচিত। ওর স্মৃতিতে এটাই এ-মহিলার একমাত্র ভাবমূর্তি। শান্ত, নির্বিরোধী মেয়ে হিসেবে ও সবসময় এরকম পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। এখনও তেমন কিছুর আশঙ্কায় ভরে উঠল ওর মন। ও চায় না এই মহিলার সাথে প্রকাশ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে। আপসের সুরে বলল, 'অবশ্যই করবে। আদিকাল থেকে সব মা-ই তা করে আসছে। এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু তুমি বোধহয় বিশ্বাস করো না,' প্রতিপক্ষের আপসকামিতায় সাড়া দিল না ভার্জিনিয়া।

'ম্যাকের সাথে আমার এ-ব্যাপারে কোন কথা হয়নি। হ্যাকামোর থেকে ও চলে আসার পর আমার সাথে দেখা পর্যন্ত হয়নি।' মহিলার গায়ে পড়ে ঝগড়ার ইচ্ছা দেখে মনে মনে বিরক্ত হলো ভিনা। 'আমি শুধু শুনেছি, রস হুইলার খুন হয়েছে। শহর থেকে উত্তরে ক্রীক ট্রেইলে ওকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছে জন। কেউ ওকে পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে।'

সৎমেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভার্জিনিয়া। মেয়েটা ঠিক কী বলতে চাচ্ছে, বুঝতে পারছে না। কয়েকদিনের ভেতরে মেয়েটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অনেক পরিণত এবং সাহসী দেখাচ্ছে ওকে।

কাঁধ ঝাঁকাল ভার্জিনিয়া। 'ধরে নিচ্ছি, ওর মৃত্যুর সাথে সাথে

বইঘর.কম

এই ফালতু গুজবটাও চাপা পড়ে যাবে।'

জবাব দিল না ভিনা। তবে ওর হয়ে আঙ্কেল জেফ নাক গলাল এবার। 'অত সহজে কোন কিছু ধামাচাপা পড়ে না, ম্যাম। একটা খুন আরেকটা খুন করতে উদ্বুদ্ধ করে।'

ঝট করে ওর দিকে ঘাড় ফেরাল ভার্জিনিয়া। দেখল আইনজীবীকে। তারপর পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল ডাইনিংহল থেকে।

ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ভিনা। চোখে হতাশার ছাপ।

ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল জেফ। 'তুমি কি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? এ-মহিলা বেন থর্নটন মারা যাওয়ায় একটুও দুঃখ পায়নি। ও কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এসেছিল?'

'না,' মাথা নাড়ল ভিনা। 'আসেনি।'

'স্বাভাবিক। কেউ যদি কোন দুর্ঘটনায় মারা যায় কিংবা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে আমি দুঃখ পেতে পারি। কিন্তু সে-দুর্ঘটনার মূলে যদি আমিই থাকি, তা হলে দুঃখ পাব কেন?' জনের দিকে চাইল আইনজীবী। 'আমাদের একটা কাজ করতে হবে, ভাই। কাজটা অপ্রীতিকর, তবু করতে হবে...'

ভিনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

'রস হুইলারের লাশটা আনতে হবে,' ব্যাখ্যা করল জন। '...ধন্যবাদ, ভিনা। সাপার এবং সঙ্গ দুটোর জন্যেই।' মৃদু হাসল ও।

বিনিময়ে চমৎকার একটা হাসি উপহার পেল জন। ভিনার চোখে ফুটে ওঠা স্নিগ্ধতা আবার মুগ্ধ করল ওকে। ওর মৃদুস্বর শুনল, 'যা-ই করো, জন। দয়া করে নিজের দিকে খেয়াল রেখো। ভুলো না যেন।'

'বাজি ধরতে পারো, ভুলব না। নিজের স্বার্থেই।' ঝুঁকে নড করল ও। 'সামনের দিনগুলো তোমার চমৎকার হোক। এই কামনা করি।'

boighar.com

ও আর আঙ্কেল জেফ বেরিয়ে এল হোটেল পোর্চে। সন্ধে মিলিয়ে গেছে অনেক আগে। অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে চারদিকে। আকাশে ঝকঝকে তারা। শহর চুপচাপ, শান্ত। পোর্চ থেকে রাস্তায় নামল ওরা। হঠাৎ অন্ধকার থেকে গোলোর চাপা সতর্ক গলা কানে এল ওদের। 'সাবধান! সামনে। সাবধান!'

তেরো

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লোকটা।

জন চলে গেল ওর কাছে। 'কী হয়েছে, গোলো? সমস্যা?'

অর্ধবৃত্তাকারে একটা হাত ঘুরিয়ে আনল গোলো। 'স্পার লেআউট। সারা শহরে গিজ গিজ করে। রাস্তার এ-মাথা, ও-মাথা। সবখানে। কিছু একটা ঘটাবে ওরা।'

'কাকে নিয়ে?'

'হয়তো তোমাকে নিয়ে, জন,' বলল আঙ্কেল জেফ। ওর গলায় উদ্বেগ।

'ফ্রেড লাস্কিকে পিটিয়েছি বলে?' অনুমান করার চেষ্টা করল জন। 'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল। 'সেজন্যে ওরা আমাকে আবার একা পাবার চেষ্টা করতে পারত। এরকম সদলবলে শহরে এসে হামলে পড়ার তো কথা নয়। অতটা সাহস কি হবে ওদের?'

'লুৎস অনিয়নও শহরে আছে,' তথ্য যোগাল গোলো। 'ক্যানিয়ন হাউসে। এই প্রথম ওকে সাঙ্গপাঙ্গ ছাড়া শহরে আসতে দেখলাম।'

'তুমি হয়তো ভুল করছ, গোলো,' সন্দেহ পোষণ করল জেফ। 'ওরা হয়তো দল বেঁধে ফুর্তি করতে শহরে এসেছে। অন্য কোনও মতলব নেই।'

বইঘর.কম

'না, মি. রুপার্ট,' দৃঢ়স্বরে বলল গোলো। 'আমি ভুল করছি না। এরকম আরও অনেক দেখেছি আমি। আমি ঝামেলার গন্ধ পাই। এ-শহরে এখন ঝামেলা পাখা মেলে উড়ছে।'

বাঁকানো হাঁটু আর ছোটখাট শরীরের রাইডারের অনুমান মিথ্যে হবার সম্ভাবনা কম, ভাবছে জন। বেন থর্নটনের মত দুর্ধর্ষ র‍্যাঞ্চার পর্যন্ত নির্ভর করত ওর ওপর। ফুঁসে উঠল ও মনে মনে। 'ওর অনুমান মিথ্যে হবার সম্ভাবনা কম, আঙ্কেল জেফ। জিল ফ্রাজি যদি ঝামেলা পাকাবার মতলবে শহরে এসে থাকে, তা হলে শীঘ্রিই টের পাবে বুট জুতোর তুলনায় ওর পা দুটো কত ছোট। গোলো, এসো আমার সাথে। দেখে আসি ব্যাপারটা কী?'

'দাঁড়াও, জন,' ওকে বাধা দিল আইনজীবী। 'হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বোসো না। আগে নিশ্চিত হয়ে নাও, ব্যাপারটা তোমাকে নিয়ে কিনা। তা না-হলে অন্যের ঝামেলায় নাক গলানোর দরকার নেই।'

'এখন হোক আর পরে হোক, জিলকে বুঝিয়ে দিতে হবে ও আসলে কতটুকু ওজনের মানুষ। কতটুকু ওজন ও বইতে পারবে। তুমি নিজেই একদিন আমাকে বলেছিলে, মনে আছে?' গোলোর দিকে চাইল। 'এসো, গোলো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেল আঙ্কেল জেফ। বুঝতে পারছে, এখন যা ঘটার, তা ঘটবে। জনকে যেতে বাধা দিয়ে পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব নয়।

ওদের পেছন পেছন নিজের অফিস পর্যন্ত গেল ও। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখল। তারপর অন্ধকারে অফিসে ঢুকল। আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই ডেস্কের সামনে গিয়ে দেরাজ খুলল। ভেতরের দিকে হাতড়ে একটা রিভলবার বের করে আনল। হাত বুলাল ওটার গায়ে। জিনিসটা পুরানো, তবে সুন্দর। এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার। অনেকদিন ধরে ব্যবহার করেনি জেফ অস্ত্রটা। তবে জানে পিস্তলটা লোডেড। বহুদিন পর এটা আবার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অস্ত্রটা নিয়ে অফিসের

boighar.com

দরজায় দাঁড়াল সে। তাকাল বাইরে রাস্তার দিকে।

গোলোকে নিয়ে রাস্তার উত্তর মাথায় চলে গেল জন। দোকানপাট আর ঘরবাড়ির দরজা-জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর ছটা থেকে যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে আড়াল রেখেছে নিজেদের। এরই মধ্যে প্রত্যেকটি অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন জায়গার দিকে চোখ বুলাচ্ছে সাবধানে। প্রায় জায়গায় গোলোর বর্ণনামত লোকগুলোকে দেখতে পেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নীরব উপস্থিতি অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে ওকে। ওরা একটা কিছু ঘটাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। খারাপ, ভয়ঙ্কর একটা কিছু।

বিনি হালকের আস্তাবলের কাছে এসে একজোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনল ওরা। থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। 'কে?' হেঁড়ে গলায় চেঁচাল জন। 'নাম বলো!'

কোন জবাব পেল না। ছুটন্ত পায়ের শব্দ আরও দূরে সরে যেতে লাগল।

ওকে ধাওয়া করার জন্যে তৈরি হলো জন। ছুটতে শুরু করার আগে ওর বাহু স্পর্শ করল গোলো। মৃদু স্বরে বলল, 'অত তাড়াহুড়ার দরকার নেই। ওরা খেলতে এসেছে, ওদেরই আগে খেলতে দাও। আমাদের জন্যে অঢেল সময় পড়ে আছে সামনে।'

ফিরে এল ওরা। রাস্তার মাঝামাঝি এসে ক্যানিয়ন হাউসে ঢুকল। খালি সেলুন, ভেতরটা ধরতে গেলে ফাঁকা। কেবল একজন দাঁড়িয়ে আছে বারে ঠেস দিয়ে। লুৎস অনিয়ন। ওরা ঢুকতে ঝট করে ঘাড় ফেরাল। ওর দু'চোখে চকিত ভাব, সতর্কতা ও উদ্বেগের চিহ্ন। তবে জনকে দেখে আমন্ত্রণের আভাসও নজর এড়াল না ওর।

'হ্যাল্লো, জন,' উৎফুল্ল স্বরে ডাকল লুৎস। 'এসো, আমার সাথে পান করবে এসো।' শুকনো কেঠো হাসি হাসল রাইডার। 'তবে আমার সাথে পান করতে দেখলে, হলফ করে বলতে পারি ফ্রাজি খুশি হবে না মোটেও।'

ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল জন। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না.

অনিয়ন। প্রথমত, হুট করে এমন কী হয়ে গেল যে, আমাকে ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাচ্ছ? দ্বিতীয়ত, আমি যদি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করি, তা হলে ফ্রাজির পছন্দে অপছন্দে আমার কী আসে যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল অনিয়ন। 'তুমি কি অনেকক্ষণ ধরে শহরে আছ? না থাকলে বাইরে গিয়ে একটু রাস্তার ওপর চোখ বুলাও। দেখবে, রাস্তার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সবার লেআউটের লোকেরা। অপেক্ষা করছে কারও জন্যে।'

'দেখেছি,' জানাল জন। 'তবে কেন সেটা জানি না।'

'আমি জানি,' বলল অনিয়ন। 'ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তোমার জন্যে!'

'ওই রকমই মনে হচ্ছে আমার। আমি যদি রাস্তায় বের না-হই, তা হলে ওরা এখানে এসে হাজির হবে। সুতরাং তোমার উচিত, তাড়াতাড়ি ড্রিঙ্ক শেষ করে বেরিয়ে যাওয়া।'

বারের ওপর একটা কনুই রেখে জুত হয়ে দাঁড়াল জন হিকক। 'তুমি কীভাবে জানলে যে ওরা তোমাকেই ধাওয়া করছে? কেন ধাওয়া করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অনিয়ন। 'সহজ অনুমান এবং যুক্তি। আমি যখন বারে ঢুকি, তখন এটা এরকম খালি ছিল না। প্রচুর লোক পান করছিল। তাদের মধ্যে দুজন স্পার হ্যান্ডও ছিল। আমি ঢোকার সাথে সাথেই ওরা বেরিয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সাথে সাথে বার খালি হয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার আগে সবাই একবার আমার ওপর চোখ বুলিয়ে যায়। যেন আমি একজন ফাঁসির আসামী। একটু পরেই ঝুলিয়ে দেয়া হবে। তাই সবাই শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে। ওদের চোখে করুণা আর কারও কারও চোখে স্রেফ কৌতূহল। ফলে এখন আমাকে ছাড়া বারে আর কাউকে দেখছ না। তুমি হলে কী ভাবতে আমার জায়গায়?'

boighar.com

'তোমার মতই ভাবতাম,' একমত হলো জন। 'কিন্তু ফ্রাজি কেন তোমার পেছনে লাগল বুঝতে পারছি না। তোমাদের মধ্যে তো কখনও বিবাদ ছিল বলে শুনিনি।'

'প্রকাশ্যে কখনও ছিল না,' স্বীকার করল অনিয়ন। 'তবে ফ্রাজি হয়তো এখন অন্য কিছু চিন্তা করছে। ও হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চটা দখল করতে চায় এবং ওর ধারণা, হয়তো আমিও চাই। সুতরাং সে হিসেবে আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আগে আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে...কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল অনিয়ন। বাকিটা জনকে বুঝে নেবার অবকাশ দিল।

'আমি তো জানতাম তোমার নজরই হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের উপর,' সরাসরি বলল জন। 'অন্তত এর অংশবিশেষ হলেও গ্রাস করতে চাও। তা ছাড়া সানডাউনের ওপরও নজর আছে তোমার। আমার জানায় কি ভুল ছিল?'

'এখনও যদি সেভাবে চিন্তা করে থাকো, তা হলে ভুল করবে। আমি কখনও কারও কাছ থেকে কোন কিছু কেড়ে নেবার কথা ভাবিনি। আসলে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের চারপাশে একদঙ্গল লোক নিয়ে চলতে চলতে বিতৃষ্ণ হয়ে গেছি আমি। ওরা শুধুই সহচর, সহমর্মী কিংবা বন্ধু কেউ নয়। আমি দস্যু নই, সাধারণ মানুষ। আজ তাই কাউকে সাথে না-নিয়ে একাই শহরে এসেছিলাম। তাতেই সুযোগ পেয়ে গেছে জিল ফ্রাজি। আমার সাথে লোকজন থাকলে, এতক্ষণে ছিন্নভিন্ন করে দিতাম এদের। এখন দেখা যাচ্ছে, একা এসে আমি নিজেই যেন ওদের প্রলুব্ধ করেছি আমার ওপর হামলে পড়ার জন্যে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন বিরাট ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তোমার মধ্যে,' মন্তব্য করল জন।

'আমাদের মত মানুষকে মাঝে মধ্যে ভান করতে হয়, মনের ভাব লুকোতে হয়,' বলল অনিয়ন। 'এমন কিছু কাজ করতে হয়, যাতে তার আসল রূপ মোটেও ফুটে ওঠে না। আমি এখন যা বলছি,

বইঘর.কম

এটাই সত্যি কথা। কিন্তু তুমি তা বিশ্বাস নাও করতে পারো। তাতে কিছু যায় আসে না।...আচ্ছা, হ্যাকামোরের কথা যখন উঠলই, তা হলে বলি। ভিনা থর্নটনকে বোলো, সে যেন ম্যাক র‍্যামনের ওপর একটা চোখ রাখে। ওর সাথে আমার এখন বনিবনা নেই। ও চেয়েছিল, হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের ওপর ওর মার অংশীদারিত্ব ফলানোর ব্যাপারে যেন আমি সাহায্য করি। যেটুকু অংশ পাওয়া যাবে, তার থেকে অর্ধেক আমাকে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ও। আমি ওকে স্রেফ খেদিয়ে দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, একই প্রস্তাব নিয়ে সে জিল ফ্রাজির কাছেও গিয়েছে এবং সেখানে অনুকূল সাড়া পেয়েছে। আমি চাই না,' ধীর স্পষ্ট উচ্চারণে বলল অনিয়ন। 'মিজ থর্নটনের কোন ক্ষতি হোক।'

ওর দিকে চেয়েছিল জন। লোকটা বলছে, মাঝে মধ্যে ওকে ভান করতে হয়। এ-মুহূর্তে ও ভান করছে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে ওর মুখে ফুটে উঠেছে একধরনের নিঃসঙ্গতা বোধ। লোকটা নিঃসঙ্গ এবং বেপরোয়া। এখন অবশ্য ওর মুখে আরেক ধরনের ভাবও ফুটে উঠেছে। সেটা হলো ওর কথা বিশ্বাস করাবার আকুতি।

ওকে বিশ্বাস করল জন। বলল, 'লুৎস, কই, তুমি তো ড্রিঙ্কের অর্ডার দাওনি?'

গোলো জনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। মন দিয়ে শুনছিল ওদের কথা। ওর দিকে তাকাল লুৎস। 'না, লুৎস। পরে। আমি এখন রাস্তায় যাব। জন, প্রয়োজন হলেই পাবে আমাকে। আমি কাছেপিঠেই থাকব,' বলে বেরিয়ে গেল রাইডার।

ম্যাক র‍্যামন সম্পর্কে বলা লুৎস অনিয়নের কথাগুলো ওর মাথায় ঢুকে গেছে। লুৎসের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ম্যাক র‍্যামন জিল ফ্রাজির কাছে গেছে, এটা সত্যি হতে পারে। তাই এখন জিল ফ্রাজিকে নিয়ে লুৎসের ওপর হামলা করার জন্যে শহরে এসেছে ও। ওকে মেরে ফেলতে পারলে দুজনেরই লাভ। আর এখন ম্যাক নিশ্চয় শহরেই আছে। এদের সাথেই। গোলোর মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকলে ওকেও নিশ্চয় স্পার লেআউটের একজন মনে হবে। হুট করে চিনতে পারবে না

boighar.com

স্যাম স্লোপারের দোকানের প্লাটফর্মের কাছে একই রকম অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে জিল ফ্রাজিও। ওর সাথে রয়েছে ফ্রেড লাস্কি আর রেট পারসি। রেট পারসি কথা বলছে ফিসফিস করে। 'আমি তোমাকে বলেছি, বস। কী ঘটতে যাচ্ছে, অনিয়ন বুঝতে পেরেছে। ও ক্যানিয়ন হাউসে ঢোকার সাথে সাথেই দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছে সবাই। সুতরাং সমস্যাটা না-বোঝার মত বেকুব সে নয়। ও আর এখন রাস্তায় বেরোবে না। জানে, রাস্তায় বেরোলে খুন হয়ে যাবে। ওকে পেতে হলে সেলুনে গিয়ে ঢুকতে হবে এখন। আর দেরি করার সময় নেই। দেরি করলে আস্তে আস্তে জেনে যাবে সবাই। ফলে ওর পক্ষে লোক দাঁড়িয়ে যাবে। শহরে অনেকে আছে, যারা আমাদের চেয়ে ওকেই বেশি পছন্দ করে।'

ওর পরামর্শ ঠিক, জানে ফ্রাজি। তবু ইতস্তত করছে ও। সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছে। অনিয়নের পেছনে হামলে পড়ার ব্যাপারটা ওর একটা চমৎকার পরিকল্পনার অংশ। সুযোগটাও এসে গেছে ধরতে গেলে না-চাইতে। শহরে একদম একা লুৎস অনিয়ন, ব্যাপারটা রীতিমত অকল্পনীয়। তবে একটু সমস্যায়ও পড়ে গেছে ও। ও চাইছে না হামলাকারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে। লুৎস অনিয়ন এখন একা বসে আছে ক্যানিয়ন হাউসে। স্পার লেআউট যদি গিয়ে ওর ওপরে হামলা চালায়, তা হলে তার দায়ভার পুরোটাই ওকে বহন করতে হবে। কিন্তু লুৎস যদি রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তা হলে যারা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে ওর লোক, তারা একযোগে পাঁচ-সাতটা গুলি বিঁধিয়ে দিলেও ওকে সেজন্যে কেউ অভিযুক্ত করতে পারবে না। অন্ধকারে কেউ গুলি খেয়ে মারা গেলে কে কার দোষ দেবে? বড়জোর সন্দেহের আঙুল উঠবে ওর দিকে। কিন্তু কংক্রিট প্রমাণের অভাবে শেষ পর্যন্ত ওর কিছুই হবে না।

শহরে এসে লুৎস অনিয়নের ওপর হামলা করার পরিকল্পনা ওদের ছিল না। কিন্তু লুৎস অনিয়ন সাঙ্গপাঙ্গ ছাড়াই শহরে যাচ্ছে, একজন স্পার স্কাউটের মুখে এরকম খবর পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়ে যায় ওরা। তড়িঘড়ি করে তৈরি করা হয়েছে প্ল্যানটা। এরকম একটা

বইঘর.কম

সুযোগ তো আর বারবার আসবে না। ফ্রাজি খবরটা শোনামাত্র দলবল নিয়ে শহরে এসে হাজির হয়েছে। রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ি আর দোকানপাটের আড়ালে লোক মোতায়েন করেছে। বলা আছে, যে-ই সুযোগ পাবে, সে-ই গুলি করবে লোকটাকে, খুন করার জন্যেই। কিন্তু সেয়ানার হাড়-হাড্ডি অনিয়ন কীভাবে যেন ব্যাপারটা টের পেয়ে সে যে ক্যানিয়ন হাউসে গিয়ে ঢুকেছে, আর বেরোবার নাম করছে না। ফলে পুরো প্ল্যানটা এখন মাঠে মারা যেতে বসেছে প্রায়।

অন্ধকার ফুঁড়ে একজন স্পার কাউহ্যান্ড এল ওদের কাছে। লোকটার নাম হোভি র‍্যাক্স। ক্যানিয়ন হাউসের সামনে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিল শিকারের ওপর। লোকটা খবর দিল, 'জন হিকক আর গোলো ক্যানিয়ন হাউসে ঢুকেছে। ঢোকার আগে রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা চক্কর দিয়েছে ওরা। কিছুক্ষণ পরে সেলুন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে গোলো। তবে জন হিকক এখনও সেলুনে বসে অনিয়নের সাথে মদ খাচ্ছে।'

'অনিয়নের সাথে মদ খাচ্ছে!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ফ্রাজি। 'র‍্যাক্স, মাথা ঠিক আছে তোমার? লুৎস অনিয়ন আর জন হিককের মধ্যে এক টেবিলে বসে পান করার মত মাখামাখি আছে বলে তো কখনও শুনিনি!'

'সেটা আমি জানি না,' গোমড়ামুখে বলল হোভি র‍্যাক্স, ওর কথা অবিশ্বাস করায় বেজার হয়েছে ভীষণ। 'জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি। পরিষ্কার। ওরা দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলতে বলতে মদ খাচ্ছে।'

'না, না, ঠিক তা বলছি না,' অসন্তুষ্ট কাউহ্যান্ডকে শান্ত করার প্রয়াস পেল মালিক। 'মানে ব্যাপারটা...ঠিক বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না।'

ফ্রেড লাস্কি একটি কথাও বলেনি। ক্যানিয়ন হাউসের সামনে সেদিন জন হিককের হাতে লাঞ্ছনার কথাটা এখনও ভুলতে পারেনি ও। অপমানের জ্বালায় জ্বলছে সেদিন থেকে। জন হিককে তার ঋণ সুদে আসলে বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজছে। যদ্দিন ও তা না-দিতে

boighar.com

পারবে, তদ্দিন ওর স্বস্তি নেই। এখন হোভি র‍্যাক্সের খবরটা ওর জন্যে চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।

স্পার লেআউটে ওর আগের সম্মান এখন নেই। সেটা কেউ মুখ ফুটে না-বললেও আচার-আচরণে ঠিকই বুঝতে পারে ও। জন হিকক ওর মান-সম্মান সব শেষ করে দিয়েছে। ওর জায়গা দখল করেছে এখন রেট পারসি। জিল ফ্রাজি নিজেও ইদানীং পারসিকে দাম দিতে শুরু করেছে। অযোগ্য র‍্যাঞ্চার নিজের বুদ্ধিতে চলতে পারে না। চেলা-চামুণ্ডাদের বুদ্ধির ওপর ভর দিয়ে চলতে হয় ওকে। সেজন্যেই যেন থর্নটন বেঁচে থাকতে ওর কাছে পাত্তাই পায়নি।

মনে মনে দুঃখের সাথে স্বীকার করল লাস্কি। সাধারণ কাউহ্যান্ডরা পর্যন্ত এখন আর ওকে আগের মত সমীহ করে না। এর জন্যে দায়ী একটা মাত্র লোক। সে জন হিকক। এখন সুযোগ এসেছে অনিয়নকে নিকেশ করার সাথে সাথে হিককেও ঝেড়ে ফেলার। এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যাবে না।

'একেই বলে,' আচমকা হেসে উঠল ও। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারা। অনিয়নের সাথে সাথে আমরা হিককেও পাত্তা লাগাতে পারি। ওরা দুজনেই স্পার লেআউটের শত্রু।'

বুদ্ধিটা খারাপ নয়, তবে ফ্রাজির দুর্ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ হলো ওর মন্তব্য শুনে। এটা একটা ভাল সুযোগ। জন হিককে খুন করা গেলে হ্যাকামোর এবং স্নানডাউন দুটো র‍্যাঞ্চই অভিভাবকহীন হয়ে যাবে। উপত্যকার একাধিশ্বর হবার যে-স্বপ্ন ও মনে মনে লালন করে আসছে অ্যাদ্দিন, তা পূর্ণ হবার পথে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু এর অন্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সেটা চিন্তা করতে গিয়ে দেখল, মাথা কাজ করছে না। চুপ করে রইল ও। ওর লোকেরা, বিশেষ করে রেট পারসি ব্যাপারটাকে কীভাবে নেয়, দেখতে চাইছে।

'চমৎকার।' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল রেট পারসি। 'এরচেয়ে ভাল মতলব আর কী হতে পারে?'

রেট পারসির সার্টিফিকেট পেয়েও দ্বিধা কাটছে না ফ্রাজির।

'তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও, জিল,' এবার কর্কশ স্বরে বলল পারসি।

'এখানে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। হয় 'হ্যাঁ', নয় 'না' বলো। কাজটা হয়তো করব, নয়তো চলে যাব। কী করবে বলো।'

'ঠিক আছে,' অগত্যা রাজি হয়ে গেল ফ্রাজি। নিজের মাথায় যখন এরচেয়ে ভাল কোন বুদ্ধি খেলছে না, তখন কী আর করা? 'আমরা সেলুনেই হামলা চালাব।' হোভির দিকে চাইল। 'র‍্যাক্স, তুমি তোমার লোকদের নিয়ে ক্যানিয়ন হাউসের ওপাশে চলে যাও। বেশি কাছাকাছি থাকার দরকার নেই। আমরা যাচ্ছি ভেতরে ঢোকার জন্যে।'

ক্যানিয়ন হাউসে প্রথম দফা শেষ করে দ্বিতীয় দফা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল ওরা। এবারের পালা জনের। কেন্ট ব্রেইরির মদ ঢালা দেখতে দেখতে জন বলল, 'তাড়া দিচ্ছি বলে মনে কোরো না, লুৎস। তবে আমার মনে হয়, যত দ্রুত তুমি এ-স্থান ত্যাগ করবে, তত ভাল। তুমি বেরোলে পেছন পেছন আমিও বেরোব। দেখব, তোমার পথ যাতে পরিষ্কার থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল অনিয়ন, বিরক্ত হয়েছে। 'আমাকে নিয়ে অতটা ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বিপদ শুধু আমার একার নয়, তোমারও। জিল ফ্রাজি পেলে তোমাকেও ছাড়বে না।'

'জাহান্নামে যাক তোমার ফ্রাজি!' ঘোঁৎ করে উঠল জন। 'ও আমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি ড্রিঙ্ক শেষ করো। তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাব আমি। দেখি জিল ফ্রাজি কিংবা আর কেউ আমার কী করতে পারে? মন চাইলে,' বারটেন্ডারের দিকে তাকাল। 'কথাটা তুমি ছড়িয়ে দিতে পার, কেন্ট।'

উশখুশ করে উঠল বারটেন্ডার কেন্ট ব্রেইরি, দু'ঠোঁট ফাঁক করল যেন কিছু বলবে। পরমুহূর্তে মুখে কুলুপ আঁটল।

মাথা উঁচিয়ে বারটেন্ডারের দিকে চাইল লুৎস, হেসে উঠল। ওর বাড়িয়ে ধরা গ্লাস হাতে নিল। ঠোঁটের কাছে নিয়ে বলল, 'তোমার স্বাস্থ্য, জন।'

'তোমারও।'

এক চুমুকে ঢক ঢক করে গ্লাস খালি করে টেবিলের ওপর রাখল ওরা, প্রায় একই সাথে। তারপর উঠে দরজার দিকে এগোল।

boighar.com

ব্যাটউয়িং ঠেলে বেরিয়ে পড়ল।

সেলুনের আলো থেকে বেরিয়ে বাইরে অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না ওরা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। একটা জমাট অন্ধকারকে দেখা গেল দৌড়ে ওপাশ থেকে রাস্তা পেরিয়ে ওদের দিকে আসছে।

'সাবধান, লুৎস। সামনে দেখো,' সতর্ক করল জন।

পরক্ষণে রেট পারসির চাপা কর্কশ চিৎকার শোনা গেল, 'আরে, আরে! ওরা বেরিয়ে এসেছে।'

কথার সাথে সাথে গুলি হলো। ঝন ঝন শব্দে পেছনে কাচ ভাঙার শব্দ শুনল ওরা। জনের মাথা থেকে মাত্র ফুটখানেক দূর দিয়ে গেছে গুলিটা।

দ্রুত নিচু হয়ে বসে পড়ে বাম দিকে ঝাঁপ দিল জন। এই প্রথম কেউ ওর দিকে গুলি করেছে। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও প্রথমে। তবে কোমর থেকে পিস্তলটা বের করতেও দেরি হলো না। গুলি করল সেও। জানে, সামনের লোকগুলো ওর সাথে ঠাট্টা করার জন্যে গুলি ছোঁড়েনি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল অগ্রবর্তী দলটা। রেট পারসির খিস্তি শোনা গেল। জনের গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই দ্বিতীয় গুলি এবং সাথে সাথে তৃতীয় গুলিটা এল। নিচু হয়ে ক্যানিয়ন হাউসের সামনে থেকে একপাশে সরে গেল জন, কোনার দিকে কাভার নিতে গেল। এখানে একজনের গায়ে গিয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে পজিশন নিয়েছিল লোকটা। স্বপক্ষীয়দের গুলির আওয়াজ শুনে উৎসাহ পাচ্ছিল। কিন্তু আচমকা উপদ্রবের মত একজনের গায়ের ওপর এসে পড়াটা খেয়াল করেনি। খিস্তি আওড়াল ও। লোকটা কে বুঝে ওঠার আগে মাথায় পিস্তলের বাড়ি খেয়ে বেমালুম লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে।

চরকির মত ঘুরে আরেকটু পেছনে সরে গেল জন। প্রায় ছয় জায়গা থেকে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ছে হামলাকারীরা। একটা স্প্লিন্টার এসে চিবুকে কামড় বসাল ওর। পাত্তা দিল না ও। গুলির পেছনে আগুনের ঝলকানি লক্ষ্য করে পরপর দু'বার গুলি করল। দ্বিতীয়

বইঘর.কম

গুলিটার জবাব এল রেট পারসির কর্কশ বেসুরো চিৎকারের মধ্য দিয়ে। '...আহ্, জেসাস!...জন, হারামীর বাচ্চা...' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ওর।

ওর থেকে সামান্য দূরে পজিশন নিয়েছিল ফ্রেড লাস্কি। গুলির ধাক্কায় রেটের উল্টে পড়ার দৃশ্য এবং ওর অন্তিম চিৎকার দুটোই ওর হৃৎকম্প ধরিয়ে দিল। ঝাঁপ দিয়ে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে জায়গা থেকে সরে গেল ও, পরমুহূর্তে উঠে পড়ি কি মরি ছুটল রাস্তার দিকে। কাভার খুঁজছে দিশেহারার মত।

ক্যানিয়ন হাউসের আরেক কোণায় পজিশন নিয়েছে লুৎস অনিয়ন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। শিকারী বেড়ালের মত বসে আছে হাঁটু গেড়ে। রেট পারসির পতন দেখে ভীতসন্ত্রস্ত ফ্রেড লাস্কিকে কাভারের আশায় দিশেহারার মত ছুটোছুটি করতে দেখল ও। সময় নিয়ে গুলি ছুঁড়ল।

ভালুকের থাবার মত খাবলা বসাল বুলেট ফ্রেডের গায়ে। চার হাত-পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল ও রাস্তায়। শরীরটা ঝাঁকাল বারকয়েক। ওর কাভার খোঁজার প্রয়োজন মিটে গেছে চিরতরে।

ক্যানিয়ন হাউস থেকে একটু দূরে রাস্তার ওপাশ থেকে জিল ফ্রাজির চিৎকার শোনা গেল, 'থামো! থামো! আমি এটা চাইনি... এরকম চাইনি আমি...'

নিজের অফিসের দরজা থেকে এবার আঙ্কেল জেফের জবাব পাওয়া গেল, 'কেন, ফ্রাজি? ব্যাপারটা তো তুমিই শুরু করেছিলে...' দুবার গুলির শব্দ এল কথার সাথে সাথে।

রাস্তার উত্তর মাথায় নিজের ক্ষুদ্রকায় নিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গোলো। ক্যানিয়ন হাউসের সামনে আচমকা শুরু হওয়া গোলাগুলি দেখেছে ও। রেট পারসির অন্তিম চিৎকার, পরে জিল ফ্রাজির পরাজয় স্বীকার এবং সাথে সাথে আঙ্কেল জেফের জবাব ও গুলির শব্দ সব শুনেছে। সংঘর্ষটা যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওখানে অংশগ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেনি। জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ও। অপেক্ষা করছে একজনের জন্যে। আর সবাইকে বাদ দিয়ে হলেও ওকেই তার চাই।

boighar.com

দুজন লোক দ্রুত ছুটে গেল ওর পাশ দিয়ে। গালাগাল করছে ওরা নিজেদের ভাগ্যকে। স্পার রাইডার, হাসল গোলো মনে মনে। লড়াইয়ের সাধ মিটে গেছে, এখন পিঠ বাঁচানোর জন্যে পালাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউই ওর প্রার্থিত জন নয়। নির্বিবাদে ওদের পালাতে দিল সে।

লড়াই শুরু হবার আগে ও আর জন বিনি হালকের আস্তাবলের কাছে একটা ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনেছিল। ওদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছিল তখন লোকটা। হঠাৎ করে সম্ভাবনাটা উঁকি দিল গোলোর মনে। আরেকটু এগিয়ে যেখানে পায়ের শব্দ শুনেছিল, সেখানে চলে গেল। দাঁড়াল ও। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল আস্তাবলের ভেতরে। একটা লোককে পা টিপে টিপে আস্তাবলের ভেতর হাঁটতে দেখল। একটা ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করতেই লোকটাকে চিনতে পারল ও। ভারী, চওড়া কাঁধ লোকটার। মাথা গোল। পা টিপে টিপে একদম লোকটার পেছনে চলে গেল গোলো। ডাকল মৃদুস্বরে, 'র‍্যামন।'

ঝট করে চরকির মত পেছনে ফিরে মাত্র বাঁকা হয়ে গেল লোকটা।

গোলোর মত ম্যাকও ক্যানিয়ন হাউসের সামনে গোলাগুলি শুরু হতে দেখেছে। কিছুক্ষণ পরে রেট পারসি আর জিল ফ্রাজির আর্তচিৎকার ওর কানে এসেছে। তবে লড়াইয়ের পরিণতি কী হয়েছে, এতদূর থেকে আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু একটু পর যখন স্পার কাউহ্যান্ডদের পাশ দিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ার উদ্দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখল, তখন ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। লুৎস অনিয়ন আর জন হিককের কাছে হেরে গেছে স্পার লেআউট। অতএব জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে এরপর কী হয়, তা দেখার সাহস হলো না ওর। কারও চোখে পড়ার আগে শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নিল।

কালবিলম্ব না-করে ঘোড়ার জন্যে আস্তাবলে ঢুকল ও। জমাট অন্ধকারে ক্ষুদ্রকায় কাউহ্যান্ডের ওপর চোখ পড়েনি ওর। এখন গোলোর গলা শোনামাত্র চরকির মত ঘুরে পিস্তল বের করল। অন্ধকারে জমাট কিছু একটা দেখে গুলি করল। তবে ওর টার্গেট ভুল

প্রমাণিত হলো।

'র‍্যামন,' গোলো দ্বিতীয়বার ডাকল ওকে।

আপাদমস্তক কেঁপে উঠল ম্যাকের। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে এল হিমশীতল অনুভূতি। ক্ষুদ্রকায় এ-লোকটাকে আগেও ভয় করত ও। এখন তাকে মনে হচ্ছে যেন সাক্ষাৎ আজরাইল। অন্ধকারে গা মিশিয়ে আছে লোকটা। ওকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ও দেখছে না।

আন্দাজে গুলি করে লাভ নেই। যেদিক থেকে গোলোর গলা শোনা গেছে সেদিকে ঘুরতে গেল ম্যাক। অন্ধকারে চোখ সরু হয়ে এল ওর। প্রাণপণ চেষ্টা করছে লোকটাকে আবছাভাবে হলেও দেখার জন্যে।

আবছা একটা অবয়ব যেন মূর্ত হয়ে উঠছে ওর চোখে। পিস্তল সই করল ও, ঘোড়া টেনে দেবার সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় আগে বুকে ধাক্কা খেল। পর পর দু'বার। এবার অনবরত গুলি বেরোল গোলোর রিভলবার থেকে। চেম্বার খালি না-হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হলো না।

লাশের কাছে এল গোলো। উবু হয়ে বসল পাশে। তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মরা মুখের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল। পিস্তল খাপে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। শহরের পুব পাশে সিমেট্রির দিকে তাকাল। তারপর মৃদুস্বরে বিড়বিড় করল, 'তোমার খুনীকে আমি শাস্তি দিয়েছি, মি. থর্নটন। ওকে বাঁচতে দিইনি।'

চোদ্দ

অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আঙ্কেল জেফ। ব্লুরিজের মাথার ওপর সূর্য ওঠা দেখছে। ক্লান্ত, বিশীর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। গতরাতে ঘুমোয়নি এক ফোঁটাও। সারারাত অফিসের চেয়ারে বসেছিল। লিভ ওক হোটেলে ব্রেকফাস্টের আয়োজন চলছে এখন। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে সকালের পৃথিবী, স্যাগামোর ভ্যালি,

boighar.com

ইন্ডিয়ান ফোর্ড শহর। এক মগ গরম কফির কথা ভেবে আস্তে আস্তে চাঙা হয়ে উঠছে আইনজীবীর অবসন্ন শরীর, মনও।

স্যাম এসে দেখা দিল। মলিন, বিবর্ণ দেখাচ্ছে দোকানদারের মুখ। অবশ্য সামলে উঠেছে গতকালের চেয়েও। হাঁটছে ধীরে ধীরে। আঙ্কেল জেফকে দেখে কাছে এল। 'তোমাকে ভীষণ ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে, জেফ।'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি,' স্বীকার করল আইনজীবী। 'খুব খারাপ একটা রাত কাটিয়েছি গতকাল। রাস্তায় অনেক মৃতদেহ। তাদের মধ্যে আমার হাতেও মারা গেছে একজন।'

'জিল ফ্রাজি?'

মাথা দোলাল আঙ্কেল জেফ। 'চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যদি কেউ আমাকে কাউকে খুন করার প্রস্তাব দিত, আমি ওকে পাগলাগারদে ঢোকাতাম, এখন আমার বয়স সত্তর। সত্তর বছর বয়সে আমি প্রথম মানুষ খুন করলাম। অথচ এ-বয়সে একজন ভয়ঙ্কর খুনীও ভাল হয়ে যায়। শান্তির সপক্ষে কথা বলে।'

'জিল ফ্রাজি, রেট পারসি, ফ্রেড লাস্কি, ম্যাক র‍্যামন...' নামতার মত করে নামগুলো আউড়ে গেল দোকানদার। 'এরা শান্তি কী জিনিস বুঝত না। এদের মত লোক শান্তি চায় না। এরা না-থাকলেও এই ভ্যালির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে না। ওরা মরায় কারও ক্ষতি হয়নি।'

'তুমি রস হুইলারের নাম বলোনি,' মনে করিয়ে দিল আইনজীবী।

'হ্যাঁ, রস হুইলার।' সায় দিল দোকানদার। 'নিজের ধ্বংস যে নিজেই ডেকে এনেছে। কেউই এর জন্যে প্রার্থনা করবে না। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের পরিশুদ্ধ করে তাঁর কাছে নিন।'

'ও আসলে হতভাগা,' মাথা নাড়ল আঙ্কেল জেফ। 'নিজের বুদ্ধিতে চলার ক্ষমতা ওর ছিল না। উদ্ভট কল্পনায় মগ্ন থাকত সারাক্ষণ। ম্যাক র‍্যামন ওর সে-দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল। বেন থর্নটন...'

একমাত্র হাতটা দিয়ে ওর বাহু আঁকড়ে ধরল স্লোপার। 'চলো, হোটেলে যাই। তোমার এখন দরকার এক মগ কড়া গরম কফি আর ঘণ্টা দশেক টানা ঘুম। ঘুম থেকে উঠে দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

বইঘর.কম

তখন আর এ-রাতকে দুঃস্বপ্ন মনে হবে না – বরং আত্মপ্রসাদে ভুগবে ভাল একটা কাজ করেছ মনে করে।'

দুজনে ওরা হোটেলে গিয়ে ঢুকল। ওরা দুজন বয়স্ক, প্রাজ্ঞ, বিবেচক ও দায়িত্বশীল। এ-উপত্যকার সাথে তাদের বহুকালের পরিচয়। তাদের দুজনেরই একমাত্র কামনা, এর সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি।

'ভার্জিনিয়া থর্নটন,' জিজ্ঞেস করল স্লোপার, 'ম্যাকের নিহত হওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে নেয় কে জানে? এর মধ্যে খবরটা নিশ্চয় জেনে গেছে ও?'

'হ্যাঁ, জেনে গেছে,' বলল জেফ। 'আমি হয়তো বলতে পারি, আমি ওর জন্যে দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু বলব না। সেটা হবে ডাহা মিথ্যে কথা। ওই মহিলা একটা হিপোক্রেট। ওর কোন দরকার ছিল না বেন থর্নটনের সম্পত্তির ওপর নজর দেয়া। আইনগত অধিকার না-থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অন্যায্য ভাবে অধিকার ফলাতে চেয়েছে সে। ও নিজের ছেলেকে ভদ্র ও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। এসব লোভী ও অপদার্থের জন্যে আমার এক বিন্দু সহানুভূতিও নেই।'

নানা পদের সুস্বাদু নাস্তায় টেবিল ভরা। তবে গত রাতের অমন ভয়াবহ রক্তপাতের পর এ ধরনের আয়োজন কেমন বেমানান ঠেকছে।

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসা ভিনা। আঙ্কেল জেফ আর স্লোপারকে দেখে ডাকল। ওর আমন্ত্রণে সাড়া দিল ওরা।

'গত রাতে তোমার আর জনের সাহায্য দরকার ছিল আমার,' ওরা বসতেই বলল ভিনা। 'আমার আরও সহযোগিতা দরকার হবে।...কিন্তু গতরাতটা সত্যি ভয়ঙ্কর ছিল, না?'

'বলা যায় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন,' ওর সাথে একমত হলো আঙ্কেল জেফ। '...স্যাম বলছিল, সময়ে নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। অন্যান্য দুঃস্বপ্নের মত এটার স্মৃতিও একসময় ফিকে হয়ে আসবে। আমার মনে হয়, ও ঠিক বলেছে।'

পরবর্তী কথাটা জিজ্ঞেস করার আগে একটু রঙের ছোপ লাগল ভিনার মুখে। ইতস্তত করল একটু, তারপর বলে ফেলল, 'জন...জন কোথায়? ও কি আহত...' থেমে গেল।

boighar.com

'শেষবার যখন দেখেছি, তখনও নয়,' জানাল জেফ। 'সেটা ভোর চারটার দিকে। ও আর লুৎস একত্রে শহর ছেড়ে গেছে।' হাসল একটু আইনজীবী। 'হিসেবের খাতায় এখন লাভের দিকটাই ভারী হয়েছে। ওদের ভেতর যে-বিদ্বেষভাব ছিল, তা সম্ভবত কেটে গেছে। কাল রাতে একই সাথে আক্রান্ত হয়ে ওরা দুজনে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ফলে জিল ফ্রাজি এঁটে উঠতে পারেনি ওদের সাথে। ওদের দেখে মনে হয়েছে, ওরা দুজনে এখন খুব ভাল বন্ধু।...আ...আ...হৌ...' মস্ত বড় হাই তুলল জেফ। 'বড্ড ক্লান্তি লাগছে। কফি না-হলে চলছে না আর। ইয়ে...তোমার সৎ মা-ভিনা, ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছে? কথা বলেছ?'

'চেষ্টা করেছিলাম,' গম্ভীর মুখে জানাল ভিনা। 'ওকে বলেছিলাম র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে। বলেছিলাম, ওর কোন অসম্মান হবে না ওখানে। ও আমার কোন কথাই শোনেনি। পাত্তাই দেয়নি আমাকে। ও আসলে কী চায়, তা-ই বুঝতে পারিনি।'

একটু পরে ইন্ডিয়ান ফোর্ড থেকে হারবিন সিটির উদ্দেশে স্টেজ ছেড়ে যাবে। স্টেজ ড্রাইভার রেড ব্রেজার এসে ঢুকল হোটেলে। একটা টেবিল দখল করল। ওর কাছে এগিয়ে এল হোটেল মালিক মুন হিথ। 'তোমার শেষ মুহূর্তের যাত্রী, রেড। ভার্জিনিয়া থর্নটন। ওয়ানওয়ে প্যাসেঞ্জার।'

উপত্যকায় তারাজ্বলা রাত। বাতাস বইছে অল্প অল্প। দূর থেকে বয়ে আনছে রোদেপোড়া ঘাসের শুকনো ঘ্রাণ। চারদিক নিস্তব্ধ, রাতের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া নেই কোথাও।

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরোল ভিনা। ওর ঘুম আসছে না। বাপবেটি ছাড়া কেউ নেই র‍্যাঞ্চে। বিশ্বস্ত কাউহ্যান্ডরা ঘুমোচ্ছে বাঙ্ক হাউসে।

ভাল লাগছে না ভিনার। পুরো র‍্যাঞ্চ হাউসটা খালি খালি লাগছে। ও এখন এই বিশাল হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চের অবিসংবাদিত মালিক। ওর একার জন্যে প্রচুর সম্পত্তি। সে সাথে প্রতিপত্তিও। তবু মন কেমন করছে ওর। দাদুর মৃত্যু ভয় মন ভেঙে দিয়েছে। দাদুর ওভাবে মৃত্যু

বইঘর.কম

হবে কোনদিন ভাবেনি ও। এক মহিলার লোভের আগুনে আজ পুরো হ্যাকামোর র‍্যাঞ্চ খালি হয়ে গেছে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওর। কান খাড়া আর চোখ তীক্ষ্ণ করে চাইল ডুমুর গাছটার দিকে। ওদিক থেকে এসেছে শব্দটা।

অন্ধকার জমাট বেঁধেছে ডুমুর গাছের চারপাশে। তার মধ্যে একটা জমাট ছায়া যেন! কেউ একজন আসছে। নড়ে নড়ে উঠছে একটা ঘোড়ার অবয়ব।

দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো ভিনার। অশ্বারোহী আরও কাছে এল। চিনল ও লোকটাকে। ডাকল, 'জন।'

'চিনে গেছ?' হাসির শব্দ এল। 'কী করে?'

'আন্দাজে।' হাসল ভিনাও। 'সম্ভবত তোমার কথা ভাবছিলাম। তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কাল থেকে তো তোমার দেখাই নেই।'

'তার মানে আমার আগমনকে স্বাগত জানাচ্ছ?'

'শুধুই স্বাগত! ওহ, জন!'

ঘোড়া থেকে নামল জন। দু'জনে দাঁড়াল মুখোমুখি। সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী নারীর সামনে সুদর্শন সুঠাম পুরুষ। 'গতরাতে আমি একটা লোককে খুন করেছি, ভিনা,' গাঢ়স্বরে বলল।

'তাতে কী? ডেলা সেবাস্তিয়ানা কি বলেছে কাজটা ভুল হয়েছে?'

'না। বুড়ি আমার হাত ধরে বলেছে, *"মিগুয়েলিটো*, যা করার, তা করতে হয়। না-করাটাই অন্যায়। তুমি ঠিক কাজই করেছ। এখানে দুঃখিত হবার কিছু নেই।"'

'তা হলে দুঃখ পাচ্ছ কেন, *মিগুলিয়েটো?'*

'মিগুলিয়েটো!' হেসে উঠল জন। 'এটা কিন্তু জন-এর মত সাদামাঠা নাম নয়। এটা অনেক কিছু বোঝায়। এটার অনেক দাবি।'

'জানি।' হাসল ভিনা। 'আমি জেনেবুঝেই এ-নামে ডেকেছি।'

হাত বাড়াল জন ওর চোখে তাকিয়ে। ওর কাছে ভিড়ে গেল ভিনা। আবার ডাকল, 'মিগুলিয়েটো।'

***

boighar.com

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন – প্রয়োজনে ২টি কাগজ নিন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? –কা. আ হোসেন।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (পান্না)
বি.এম. কলেজ রোড, বৈদ্যপাড়া, বরিশাল।

সালাম নিবেন। গোলাম মাওলা নঈমের 'দাপট' বইটি পড়বার পর আমি স্রেফ বাকরুদ্ধ। সেবার আর কোনও ওয়েস্টার্নে আবেগের এমন সূক্ষ্ম সুনির্দিষ্ট দক্ষ প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। সম্পূর্ণ বইটিই এত ভাল লেগেছে যে ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। অনেক, অনেক দিন পর সেই পুরনো ওয়েস্টার্নের স্বাদ পেলাম। খুব ভাল লাগল।

বইটি পড়বার পর সবার প্রথমে মনে পড়ল নঈমদার 'সেয়ানে সেয়ানে' বইটির কথা। মনে পড়ল 'দুঃসাহস', 'শোধ', 'ত্রাস', 'পতন', 'দম্ভ', 'দূরের পাহাড় ১ ও ২'-এর কথা। কিন্তু কোনটাকেই এই বইটার সাথে তুলনা করতে পারলাম না। আমার মতে, এটাই এখন পর্যন্ত তাঁর লেখা সেরা ওয়েস্টার্ন। বইটির কথা আমার সব সময় মনে থাকবে এবং ভবিষতে বারবার পড়ব। যেমনটা ঘটেছে 'আর কত দূর',' অ্যারিজোনায় এরফান', 'ভাগ্যচক্র ১ ও ২', 'নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী', 'দস্যুবেনন', 'অস্থির সীমান্ত', 'উত্তপ্ত জনপদ', 'প্রতিপক্ষ', 'ভয়', 'আগন্তুক', 'দুর্বিপাক', 'দূরের পথ', 'দুর্গম যাত্রা', 'কাঁটাতারের বেড়া', 'স্বপ্নের খামার', 'স্বর্ণঙ্গিল' ওয়েস্টার্ন বইগুলোর ক্ষেত্রে। এগুলো আমার খুব পছন্দের। এই বইগুলো আমি সময় পেলেই পড়ি, দেখি। এর মধ্যে 'স্বপ্নের খামার' বইটির কথা আমি আলাদা করে বলতে চাই। এটা আমার পড়া প্রথম ওয়েস্টার্ন। আমি নিজেও জানি না যে এই বইটি আমি কতবার পড়েছি। তবে এটা জানি যে, এখন পর্যন্ত আমি এই বইটি চারবার কিনেছি। কিনতে হয়েছে কারণ প্রত্যেক বারই দেখা গেছে যে, অতিরিক্ত দেখভালের (!) কারণে আগের কপিটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা ঝরা পাতার মত

boiboi.com

হয়ে গেছে। যদিও আমি বই বেশ যত্নের সঙ্গেই পড়ি। যাই হোক, এবার আমার খুব পছন্দের তালিকায় নাম লিখিয়েছে 'দাপট' বইটি। দেখা যাক বেন মেক্সটন তার আবাসভূমি (বইটিকে) আমার হাত থেকে কতদিন নিরাপদ রাখতে পারে।

যাক এ তো গেল আমার পছন্দের বইগুলোর কথা। যেহেতু আপনাকে, সেবার পাঠকদের আমার পছন্দের নামগুলো জানিয়েছি ,তাই অপছন্দের বইয়ের কথাও জানাতে চাই। এই তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে আছে (এবং থাকবে) 'ভুল' বইটি। কী বলব কাজীদা, এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে এই বইটি পাল্টে এনেছিলাম। এজন্য তাকে দিয়েছিলাম 'মুখোশ' বইটি। হায় আমার কপাল! ২০৫ পৃষ্ঠার এই বিশাল বইটি পড়বার পর আমার মনে হয়েছিল এতবড় ভুল আমি আমার জীবনে আর করিনি। দ্বিতীয় স্থান যুগ্ম ভাবে দখল করে আছে 'দুর্ভোগ' এবং 'রক্তবসনা' বই দুটি। তৃতীয় স্থান নিয়েও দুইটি বই মারামারিরত অবস্থায় রয়েছে। যার একটি হচ্ছে আমার প্রিয় লেখক মায়মুরদার 'নিঠুর আলাস্কা' এবং অন্যটি 'যমদূত'। আরও বেশ কিছু বই আছে এই তালিকায়। তবে সেগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণা এত প্রবল নয় যে, সবাইকে জানাতে হবে। আর যদি বিতৃষ্ণার কথা জিজ্ঞেস করেন তা হলে বলব আমার 'দুর্ভোগ' বইটি এখনও ঝকঝক করে। আর 'ভুল' বইটির কথা নাই-বা বললাম। আছেন নাকি কোন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যিনি আমার কাছ থেকে 'ভুল' বইটি পাল্টে নিয়ে মহাভুল করতে ইচ্ছুক? থাকলে জানান (পুরো ঠিকানা) সেবা'র আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে। কুরিয়ার খরচ আমার!

☆আপনার চিঠির ঝরঝরে ভাষা ও বক্তব্য প্রকাশের স্পষ্টতা ঈর্ষণীয়। আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ।

সাআদ আল মাসুদ

আদদ্বীন হাসপাতাল, যশোর।

সালাম নিবেন। নতুন বই "শক্তপাল্লা" এইমাত্র শেষ করলাম। খুব ভাল লেগেছে। সেবার সাথে পরিচয় ২০০০ সাল থেকে। তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন তিনটেই ভাল লাগে। তবে বর্তমানে ওয়েস্টার্ন বেশি প্রিয়। ২০০টির উপরে বই পড়ে ফেলেছি আমার পড়া বই-এর মধ্যে সেবার সেরা দশ নিম্নরূপ:

১. গুপ্ত ঘাতক/মাসুদ রানা ২. দম্ভ/ওয়েস্টার্ন ৩. লুণ্ঠন/ওয়েস্টার্ন) ৪. প্রমাণ কই/মাসুদ রানা ৫. শক্তপাল্লা/ওয়েস্টার্ন ৬. জলদস্যুর দ্বীপ/তিন গোয়েন্দা ৭. অথৈ সাগর/তিন গোয়েন্দা ৮. শয়তানের থাবা/তিন গোয়েন্দা ৯. জন্মশত্রু/মাসুদ রানা ১০. বিস্মরণ/মাসুদ রানা।

সেরা প্রচ্ছদ–মহাবিপদ সংকেত (মাসুদ রানা)। সবশেষে সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। আমি একটি মূল্য তালিকা চাই।

☆পূর্ণ ঠিকানাসহ সেলস্ ম্যানেজারকে মূল্য-তালিকার জন্য লিখুন

boighar.com